বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৬৩ সংখ্যা | জ্যৈষ্ঠ ১৩০১—জুন ১৮৯৪। | ৫ম কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

ইংলণ্ডেশ্বরী—মহারাণী বিক্টোরিয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া উইণ্ডসর প্রাসাদে বাস করিতেছেন। মহারাণী আগামী ২৪এ মে ৭৫ বৎসর পূর্ণ করিয়া ৭৬ বৎসরে পদার্পণ করিবেন। পরমেশ্বর তাঁহাকে চিরজীবিনী ও স্থিরসুখিনী করুন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল—নিম্নলিখিত রমণীগণ নিম্নলিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বি এ—সরলাবালা রক্ষিত, সংস্কৃত অনর ২য় বিভাগ. হেমপ্রভা বসু। এফ এ,—ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ ৩য়, গ্রিণিং মেরী ৩য় বিভাগ॥

প্রবেশিকা	বিভাগ	বিদ্যালয়।
শিশির কুমারী বাগচী	১ম	ব্রাহ্মবালিকা
ইলাইজা বলষ্ট	„	ওয়েলেস্ স্কুল
লিলী ক্রিশ্চিয়ান্	„	লোরেটো
ক্লেয়ার ডি ভেয়ার	„	ঐ
মেরী স্মিড	„	লোরেটো
এনী রাইপার	„	ডবটন
নলিনী বন্দ্যো	২য়	বেথুন
স্বলতা সরকার	„	ঐ
চন্দ্রপ্রভা বিশ্বাস	„	ঐ
সরোজিনী ঘোষ	„	ঐ
লিলিয়ান ডিক্রুজ	„	ডবটন
আগ্নেস ডি মণ্টি	„	ঐ
শরৎবালা ঘোষ	„	ক্রাইষ্ট চর্চ্চ
হজ মার্গারেট	„	লোরেটো
রাচেল হাউয়ার্ড	„	ওয়েলেশ
ই, এ, ওঋলী	„	লামার্টিনিয়ার
প্রেমদা দাস	„	ব্রাহ্মবালিকা
শৈলবালা হাজরা	৩য়	বেথুন
সরলাবালা মিত্র	„	ঐ

মৃত্যু—স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনের পুত্রবধূ ও শ্রীমান্ করুণাচন্দ্র সেনের পত্নী মনোমোহিনীর পরলোকপ্রাপ্তি সংবাদে

আমরা শোকসন্তপ্ত হইয়াছি। ইনি নানা গুণে গুণবতী ও গৃহের গৃহলক্ষ্মী-স্বরূপা ছিলেন। পরিচারিকা সম্পাদন করিয়া স্ত্রীজাতির অনেক উপকার করিয়াছেন। ইঁহার আত্মা স্বর্গের শান্তি ও অমৃত লাভ করিয়া শীতল হউক।

বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আরও দুইজন প্রসিদ্ধ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ পরলোক গমন করিয়াছেনঃ—বাবু কালীচরণ ঘোষ ও বাবু ব্রহ্মনাথ সেন। সাধারণ হিতকর কার্য্যে ইঁহাদের যথেষ্ট অনুরাগ ও উৎসাহ ছিল। ডুমরাওনের মহারাজ কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন।

কুমারী কলেট—আমরা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ বিদুষী ও ভারত-হিতৈষিণী সোফিয়া ডবসন কলেট গত ২৭শে মার্চ্চ মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন, ইঁহার বিশেষ বিবরণ স্থানান্তরে দৃষ্ট হইবে। বামাবোধিনীর সহিত ইঁহার ২০বৎসরের অধিক কালের যোগ। ঈশ্বর ইঁহার আত্মার শান্তি ও কল্যাণ বিধান করুন।

নূতন ট্রামওয়ে—কৃষ্ণনগর হইতে নদিয়া শান্তিপুর দিয়া একটি ট্রামওয়ে নির্ম্মাণার্থ ছোট লাট অনুমতি দিয়াছেন।

দান—জন ক্লার্ক নামক এক সাহেব খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারার্থ ভারত খ্রীষ্টান সমিতিতে ৩৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

পাশ্চাত্য স্ত্রীলোকদিগের উচ্চ শিক্ষা—সেণ্ট এণ্ড্রুস বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৭৭ সাল হইতে স্ত্রীলোকদিগকে পরীক্ষা করিতেছেন, ইতিমধ্যে তথায় ৬৬০৫ জন মহিলা প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহাদের মধ্যে ১২২৩ জন L. L. A অর্থাৎ সাহিত্যে পারদর্শিনী উপাধি পাইয়াছেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে গত জুলাই মাসে ২৭০ জন মহিলা প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন; একটী মহিলা L. L. B., চারিটী M. D., ছয়টী M. B., বারটী B. S. S. এবং ছয়টী M. A. ও উনআশীটী B. A. উপাধি পাইয়াছেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮৬৩ সাল হইতে স্ত্রীলোকের প্রবেশাধিকার হইয়াছে। কুমারী রামসে সিনিয়র ক্লাসিক অর্থাৎ গ্রীক লাটিন পরীক্ষায় উচ্চ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। কুমারী ফসেট সে বৎসরের সিনিয়র র‍্যাঙ্গেলারকে হারাইয়া দিয়াছেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮৮৪ সালে, মেলবোর্ণ ১৮৮০, এবং ম্যানচেষ্টারের বিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ১৮৮৩ সালে মহিলা-পরীক্ষার্থিনী লইতে আরম্ভ করিয়াছেন। ক্রিশ্চিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার পরীক্ষায় স্ত্রীলোকেরা উচ্চস্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ঝুরিচ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১১১ জন বালিকা গত বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

সেবানন্দ।

ইষ্টদেবের সেবা করিয়া যে আনন্দ হয়, তাহাকে যদি জীবের একটা অর্থরূপে পরিগণিত করা যায়, তাহা হইলে স্বার্থ-শূন্য জীব নাই। কিন্তু এরূপ সেবানন্দ বাসনা বা ভক্তিকামনা লৌকিক অর্থ মধ্যে পরিগণিত হয় না। সেবানন্দ বা ভক্তিবাসনাকে নিষ্কাম ধর্ম্মই বলা হইয়া থাকে, তাহাতে কোনও দোষ হয় না। ভক্তিবাসনা বা সেবানন্দই জীবের চরম লক্ষ্য।

ইহ সংসারের লৌকিক জীবন হইতেই ভক্তিবাসনা ও ইষ্টদেব-সেবার সূত্র-হইয়া থাকে এবং মানুষের সেই ভাব বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কেমন আশ্চর্য্যরূপে পরিপাক প্রাপ্ত হয়। বালক বালিকারা প্রথমে পিতামাতা ভিন্ন আর কিছুই ধরিতে পারে না। ইহাও যে তাহারা ইচ্ছা বা জ্ঞান পূর্ব্বক ধরে, তাহাও নহে। পিতা মাতা তাহাদিগের লালন পালন করেন এবং অন্নাদি দানে বাঁচাইয়া রাখেন, অতএব তাঁহাদের অনুগত হওয়া উচিত, এ জ্ঞান তখন তাহাদের থাকে না। স্বজাতীয় পদার্থ গণের মধ্যে যে একটা আকর্ষণী শক্তি আছে, বালক বালিকাগণ প্রথমে যেন সেই শক্তির বশেই বাল্যজীবনে পিতা মাতার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু সন্তানের প্রতি পিতা মাতার ভাব সম্পূর্ণ পরিস্ফুট;—তাহার নাম স্নেহ বা বাৎসল্য। এই স্নেহ দেবতার প্রতি প্রযুক্ত হইলে তাহা এক প্রকার সেবা বলিয়া কথিত হয়; তাহার নাম বাৎসল্য সেবা।

পিতা মাতার প্রতি বালক বালিকার যে ভাব, তাহা বয়োবৃদ্ধি সহকারে ভক্তি ও প্রীতিরূপে পরিণতি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু পিতা মাতার প্রতি সন্তানের ভক্তি বা প্রীতি, এবং সন্তানের প্রতি পিতা মাতার বাৎসল্য যেমন অবস্থা বিশেষে নির্ম্মল হয় না; তেমনি মনুষ্যের দেব-ভক্তিও অবস্থা বিশেষে নির্ম্মল বা বিশুদ্ধ হয় না। তাহাদিগের মধ্যে একটা কামনা অন্তঃসলিলা নদীর ন্যায়, অলক্ষিত ভাবে প্রবাহিত হইয়া থাকে।—"সন্তান আমাদিগের অসময়ে করিবে" সন্ততি-বৎসল পিতা মাতার মনে এই ভাব যে কিছু কালের জন্য না থাকে এমন নহে এবং "পিতা মাতা হইতে আমরা কতই উপকার পাইয়াছি এবং পাইব" পিতৃমাতৃভক্ত সন্তানগণের মনে যে এই ভাব থাকে না, তাহাও নহে। তবে উভয়েরই এমন একটা সময় আছে, যখন ঐ ভাব বিশুদ্ধ হইবার অবসর পায়। মনে কর, সন্তান এককালে অকর্ম্মণ্য ও চিররুগ্ন,—কোন কালেই তাহা হইতে বিন্দুমাত্র উপকার পাইবার সম্ভাবনা নাই,—অথচ পিতা মাতা অকাতরে ও অবিরক্তচিত্তে তাদৃশ সন্তানের লালন পালন বা সেবাশুশ্রূষা

করিয়া কর্ত্তব্যপালন জন্য বিমল আনন্দ ভোগ করিতেছেন। পিতা মাতাও জরা জীর্ণ, সকল কর্ম্মের বহির্ভূত ও সংসারের ক্ষতিজনক হইয়া পড়িয়াছেন, অথচ সন্তান সহস্র ক্ষতি ও অসুবিধা স্বীকার করিয়াও অক্লিষ্ট অধ্যবসায়ে তাঁহাদিগের সেবা করিতেছেন এবং সেই জন্য প্রচুর আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। এই গুলিই ইহ সংসারের নিষ্কামধর্ম্ম, সেবানন্দ, বা প্রেম-ভক্তি-বাসনা, যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিতে পার। কিন্তু দৈব—সংসারের নিষ্কামধর্ম্ম, ইহা অপেক্ষা অতিশয় কঠিন; কেননা জীবের ইষ্ট দেবতা কখনই অকর্ম্মণ্য, রুগ্ন, জরাজীর্ণ, ও ক্ষতিকারক হয়েন না;—তিনি সদা সর্ব্বক্ষণই সুপ্রসন্ন ও বরপ্রদ; দয়াশীল ও দাতা,—করুণাময় ও কল্প-তরু। এ হেন ইষ্টদেবের নিকট কিঞ্চি-দপি কামনা না জানাইয়া কেবল সেবানন্দে বিভোর হইয়া থাকা বিশেষ ভাগ্যবল-সাপেক্ষ। তবে ভরসা এই যে, নিরপরাধ হইয়া ভজন করিলে কখন না কখন জীবের এ ভাগ্য ঘটিতে পারে। তাহা কোন্ অবস্থায় কিরূপে হইতে পারে, পরে তাহা দেখাইবার চেষ্টা করা যাইবে।

যে উপাসনায় ভক্তি ও নিষ্ঠা আছে, তাহা যে আকারে হউক, ফলপ্রদ। নিরাকার চিৎ-স্বরূপের উপাসনা মুখ্য সাধনা হইলেও নিম্ন অধিকারিগন সাকার উপাসনাদ্বারা ভগবৎ সেবার অধিকারী হন। আমরা এই প্রবন্ধটীতে সাধকের ক্রমোৎকর্ষ দেখাইবার চেষ্টা করিব; এই জন্য সাকার উপাসক হিন্দুগণের উপাসনা প্রণালী হইতে উদাহরণাদি সংগ্রহ করিতেছি কেননা এমন অধিকার ভেদ প্রথা আর কোন উপাসনায় দৃষ্ট হয় না।

যেমন বালক বালিকাগণ প্রথমে পিতা মাতা ভিন্ন জানে না; সেইরূপ উপাসক সম্প্রদায় মধ্যে যাঁহারা বালক বালিকা, তাঁহারা প্রথমে শ্রীভগবান্‌কে পিতা মাতারূপেই দর্শন করিয়া থাকেন। এই জন্য প্রথমাবস্থাপন্ন উপাসকগণকে প্রায়ই হর পার্ব্বতীর উপাসক হইতে দেখা যায়। তাঁহারা সদাশিবকে জগৎ পিতা ও পার্ব্বতীকে জগৎজননী বলিয়া পূজা করেন। মহাদেব স্বয়ং তমোগুণাবলম্বী হইয়াও সাধককে ক্রমশঃ রজঃ ও সত্ত্বের দিকে অগ্রসর করিয়া দেন। মানবগণ যেমন বয়োবৃদ্ধি সহকারে ক্রমশঃ বন্ধু বান্ধব ও স্ত্রী-পুত্রাদির প্রতি আসক্ত হইতে থাকে, উপাসকেরও ক্রমশঃ শ্রীভগবানের সহিত ঐরূপ সম্বন্ধ সকলের সৃষ্টি হয়। বয়োবৃদ্ধি সহকারে মানুষের আরও একপ্রকার সম্বন্ধ ঘটে, তাহার নাম প্রভুর নিকট দাসত্ব। ক্রমশঃ শ্রীভগবানেও উপাসকের ঐরূপ সম্বন্ধ সৃষ্ট হয়। শ্রীভগবান প্রভু, আমি তাঁহার দাস, উপাসকের এই ভাব বিশ্বজনীন ও জীবন ব্যাপক। বহুতর সাধকের ঐ ভাব পরিপক্ক হইয়া আমরণ রহিয়া যায়। এমন কি অনেক ভক্ত দাসত্বের মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া নির্ব্বাণ মুক্তিও পায়ে ঠেলিয়াছেন। যেহেতু—

"——ভবান্ প্রভুরহং দাস
ইতি যত্র বিলুপ্যতে।"

লৌকিক লীলায় দৃষ্ট হয়, মানবগণ প্রায়ই বাল্যজীবন অতিক্রম করিয়া জীবিকাদি সূত্রে একটী প্রভুর অধীন হইয়া পড়ে। এই জন্য দাস্য ভাবকে উপাসকের দ্বিতীয় সোপান বলা যায়।

যে সময়ে শ্রীভগবান্ সাধকের মনে পিতৃ মাতৃভাবে বা প্রভুভাবে বিরাজ করিতে থাকেন, সেই সময়েই ভগবান্ যে পর নহেন, সর্ব্বাপেক্ষা আপনার জন,—এমন কি ঠিক্ যেন সুখের সুখী, দুঃখের দুঃখী, বন্ধু বান্ধবের মত, তাঁহার কাছে মনের সকল কথাই বলা যায়,—তিনি যেন আমার সকল গুহ্য কথা লুকাইয়া রাখিবেন,—এইরূপ একটী ভাবের সূত্রপাত হয়। পতিপরায়ণা যুবতী স্ত্রীকেও এই বন্ধু বান্ধবের মধ্যে ধরা যাইতে পারে। ক্রমোৎকর্ষশীল সাধকের মনে এই ভাব ক্রমশঃ এত বলবৎ হয় যে, পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটী ভাবকে আপনার অন্তর্ভূত করিয়া ফেলে। তখন পিতৃমাতৃ ভাব ও প্রভুভাব অধিক স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে না। স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে না বলিয়া এককালে নষ্ট হইয়া যায় না। শ্রীরাম চন্দ্রের প্রতি গুহকাদির, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজবালার ও ব্রজ রাখালগণের—শ্রীমান্ কৃষ্ণ চৈতন্যের প্রতি পুরুষোত্তম, নিত্যানন্দাদির এই ভাব!

যখন মানুষ এক দিকে পিতামাতার স্নেহবাৎসল্যলাভে কৃতার্থ হইতেছেন, অন্য দিকে প্রভুর কৃপা কটাক্ষে প্রীত হইতেছেন, আর এক দিকে হৃদয়বন্ধুগণের সহিত প্রণয়-কেলি করিয়া আনন্দসাগরে ভাসমান হইতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গরূপিণী পরম প্রণয়িনী যুবতী ভার্য্যার গর্ভে একটী পুত্র সন্তান জন্মিলে তাঁহার মনে কি ভাবের উদয় হয়, তাহা তিনিই জানেন, যে ভাগ্যবানের ভাগ্যে এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। এরূপ ভাগ্যবানের সংখ্যা সংসারে যে নিতান্ত অল্প, তাহাও নহে। ফলে তখন যেন পূর্ব্ববর্ত্তী তিনটী ভাব নদীর আকার ধারণ করিয়া এই ভাবসমুদ্রে প্রবেশ করে। এখানেও স্মরণ করাইয়া দিতেছি, পূর্ব্ববর্ত্তী ভাবত্রয় এই সমুদ্রে প্রবেশ করে বটে; কিন্তু একেবারে তলাইয়া যায় না, —মধ্যে মধ্যে ভাসিয়া উঠে,—বেশ দেখা যায়। আবার দেখা যায় বটে, কিন্তু সে সকলের প্রতি আর পূর্ব্ববৎ উন্মত্ত ভাব থাকে না। এখন "নবধন নীলমণি।'

তেমনি শ্রীভগবান্ পূর্ব্ববর্ত্তী ভাবময় দেহ ধারন করিয়া সাধকের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে ক্রমশঃ উপরি উক্ত পুত্রের আকার ধারণ করিয়া বসেন। শ্রীভগবান্ পূর্ব্বে পিতৃ মাতৃরূপে,—প্রভুরূপে,—বা সখা সখীরূপে সাধককে যে আনন্দ প্রদান করিতেন, এখন পুত্ররূপে সেই সকল সুখ একীভূত করিয়া এবং তাহার উপর আরও শতগুণ বিচিত্র সুখের আবরণ দিয়া সাধককে প্রদান করিতে থাকেন। পুত্ররূপী শ্রীকৃষ্ণ

নন্দযশোদার (ভক্তগণের) সহিত যে বাৎসল্যরসের লীলাখেলা করিয়াছেন, তাহা ভক্তের বোধগম্য, তাহার সম্যক বিবরণ সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে আমাদের যেন কেমন একটু সঙ্কোচ হয়।

শ্রীভগবানের প্রতি কোন্ অবস্থায় কিরূপে নিষ্কাম ভক্তি হইতে পারে, আমরা তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিব, এই প্রবন্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন স্থলে এরূপ প্রতিজ্ঞা আছে। বালক বালিকার যতদিন পিতৃমাতৃ-আনুগত্য পরিত্যাগ করিবার উপায় থাকে না, ততদিন তাহাদিগের পিতামাতার প্রতি যে ভাব টুকু থাকে, তাহা বিশুদ্ধ এবং তৎকাল মধ্যবর্ত্তী পিতামাতার বাৎসল্যও বিশুদ্ধ। এই জন্যই বৈষ্ণবদিগের নিকট শ্রীবৃন্দাবনে ভগবানের কৈশোরলীলা! সর্ব্বপ্রকার স্বার্থশূন্য হইয়া পরের সুখে সুখ, দুঃখে দুখ;—এভাব যদি নরলীলার কোন স্থলে থাকে, তাহার একটী স্থল বালক সন্ততির প্রতি পিতামাতার ভাব। আর একটী স্থল পরে দেখাইব। যাহাহউক, ভক্তের মনে ভগবানের প্রতি পুত্র ভাব, সাধনার পরাকাষ্ঠা না হইলেও, সাধনার উচ্চতর একটী ভাব বলা যাইতে পারে। এই শ্রেণীর ভক্তগণের মধ্যেই শ্রীভগবান্ "স্নেহের পুতুল,—দুধের গোপাল,—গৌরগোপাল, যাদু,—বাছা,—"ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। যে সকল সাধকের মনে এই ভাবের ছায়া আদৌ পতিত হয় নাই, তাঁহাদের কর্ণে ঐ শব্দগুলি বাতুল প্রলাপ বোধ হইবারই কথা। হয়, হউক, তাঁহাদের সহিত এ প্রবন্ধের বড় সম্পর্ক নাই।

যেমন ব্যোম মরুতে পর্য্যবসান প্রাপ্ত হয়, মরুৎ তেজে,—তেজ অপে,—অপ্ ক্ষিতিতে পর্য্যবসিত হয়, সেইরূপ পূর্ব্ব পূর্ব্ববর্ত্তী ভাব সকল আর একটি ভাবে সম্পূর্ণরূপে সমাহিত হইয়া থাকে। সেই ভাবই ভক্তি শাস্ত্রমতে সাধনার পরাকাষ্ঠা। সেই ভাবের নাম মাধুর্য্য বা পতিপত্নী ভাব। ভক্ত সাধক শিব-দুর্গারূপে এবং রাধাকৃষ্ণরূপে এই ভাবের সাধন করিয়াছেন। শ্রীভগবানের সহিত সাধকের পতিপত্নীত্ব সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইলেই বিশুদ্ধ ও নিষ্কাম মাধুর্য্য হয় না। লৌকিক কোন ভাবের সহিত তাহার সাদৃশ্য আছে, তাহা দেখাইতেছি।

যুবক স্বামী ও যুবতী ভার্য্যার মধ্যে পতি পত্নীত্ব সম্বন্ধ আছে এবং তাহার ভাব মাধুর্য্যময় বটে; কিন্তু তাহা বিশুদ্ধ ও নিষ্কাম নহে, কেন না তাহাদের মধ্যে একটী ঐন্দ্রিয় বা কাম সম্বন্ধ আছে। সে সম্বন্ধের বশে উভয়ে উভয়ের নিকট আত্মসুখ কামনা করিয়া থাকেন। যে ভাবে এরূপ আত্মসুখকামনা, তাহাকে বিশুদ্ধ প্রীতি বা "প্রেম" বলা যায় না। তাহা কামেরই নামান্তর মাত্র।

"আত্মসুখে সুখী যেই তারে বলি কামী,
তাঁর সুখে সুখী যেই তারে বলি প্রেমী।"

এই জন্যই আমরা একস্থলে যুবতী ভার্য্যাকে বন্ধু বান্ধবের মধ্যে গণ্য করি-

য়াছি; কারণ সখা সম্বন্ধেও একটু স্বার্থগন্ধ আছে। এই কারণে যুবক যুবতীর ভাব ভগবানে প্রযুক্ত হইলে তাহা প্রকৃত মাধুর্য্যে পরিণত হয় না,—একটু নূতনত্ব রহিয়া যায়। আমরা পূর্ব্বে কোন স্থলে প্রকৃত মাধুর্য্যের স্থল দেখাইবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, অতঃপর তাহারই প্রসঙ্গ করা যাইবে। (ক্রমশঃ)

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বুদ্ধদেবের যখন নিত্যধন পাইবার পিপাসা বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল, তখন তিনি দারাসুত, ভোগৈশ্বর্য্য ও রাজ্য ধনাদি অনিত্য বস্তু পরিত্যাগ করিয়া নিত্য বস্তু পাইবার আশায় যোগধর্ম্মাবলম্বন করিলেন; অনেক সাধনার পর জানিতে পারিলেন যে প্রেমই নিত্য, বিশ্বজননীর পুত্রকন্যাগণ সকলেই পরস্পর ভাইবোন, অহিংসাই পরম ধর্ম্ম, আর ভ্রাতা ভগিনীগণের শোকে সান্ত্বনা, দুঃখে সহানুভূতি ও আত্মার উন্নতি বিধান করাই মনুষ্য জীবনের কর্ত্তব্য। এই যোগ সাধনের পরই তিনি ভ্রাতা ভগিনীগণের নিকট স্বীয় মত প্রচার করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য যে তিনিও বর্ণভেদ, জাতিভেদ মানিতেন না, তাঁহার বিশ্বজনীন ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণে তৎকালীন লোক দলে দলে আসিয়া তাঁহার পবিত্র ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিল। কথিত আছে যে সিংহলের রাজকন্যা তাঁহার পবিত্রধর্ম্মের কিম্বদন্তীতে মোহিত হইয়া তাঁহার নিকট ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিবার জন্য সওদাগরদিগের নিকট বুদ্ধকে চিটি লিখিয়াছিলেন এবং মহাশয় বুদ্ধদেবও লিঙ্গভেদশূন্য জ্ঞানে রমণী বলিয়া ঘৃণা না করিয়া পত্রোত্তরে ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা উক্ত রাজকন্যাকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের একটী আশ্চর্য্য উপদেশ ও সান্ত্বনার বিষয় শুনা যায়। তৎকালীন কোন বিধবার একটী মাত্র শিশুসন্তান কালকবলিত হইলে, সেই ব্যক্তির বিশ্বাস মত মৃত পুত্র কোলে করিয়া বুদ্ধের নিকট গমন করিয়া বলিল, প্রভো! তুমি দেবতার অবতার, আমার এই মৃত শিশুকে জীবিত করিয়া আমার জীবন রক্ষা কর।' বুদ্ধ শোকোন্মাদিনী রমণীকে সান্ত্বনা পূর্ব্বক বলিলেন—"ভগিনি! তুমি এমত গৃহ হইতে আমাকে এক মুষ্টি সর্ষপ আনিয়া দাও, যে গৃহে কখনও কাহারও মৃত্যু হয় নাই।" রমণী মৃত পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া বাড়ী বাড়ী সর্ষপ চাহিতে লাগিল, সকলেই বলিল "সর্ষপ আছে, কিন্তু এ গৃহে কেহ কখনও মরে নাই এ কথা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?"

এতক্ষণে রমণীর চৈতন্যোদয় হইল। সে বুদ্ধের কথার গভীর মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া মৃত পুত্র ত্যাগ করতঃ বুদ্ধের চরণ প্রান্তে আসিয়া বলিল "প্রভো! আমি বুঝিয়াছি.—মৃত্যু ঝিকারই জীবন, অর্থাৎ মৃত্যুই জীবনের মূল, এখন আমি তোমার শরণাপন্ন হইতেছি, আমাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান কর।" বুদ্ধদেব তাহাকে সাম্য মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন, রমণী বিশ্ব প্রেমে পুত্রশোক ভুলিল।

বিশ্বহিতে প্রবৃত্তি জন্মিলেই সহজে ভ্রাতা-ভগিনী মিলে, কেননা ভাল বাসিলে ভাল বাসা পাওয়া যায় এ কথা আমোঘ সত্য ; তাহার প্রমাণ, বুদ্ধ. ঈশা, চৈতন্য, নানক ও মহম্মদ প্রভৃতি ; কারণ তাঁহারা যেমন নিঃস্বার্থভাবে জগৎকে ভাল বাসিয়াছিলেন, জগৎও আজো তাঁহাদিগকে ভুলিতে পারে নাই, আজও সেই মহাত্মাগণের নাম শ্রবণ, গুণকীর্ত্তন শ্রবণ করিলে অতি পাষণ্ডেরও প্রাণ পুলকিত ও ভক্তিরসে বিগলিত হয়। এমন পিতা মাতা কে আছেন যিনি সন্তানগণের মধ্যে সদ্ভাব দর্শন করিলে সুখী না হয়েন? আর কেই বা এমন পিতা মাতা, যিনি সন্তানগণের অসদ্ভাবে দুঃখিত ও বিরক্ত না হয়েন? অতএব আমরা যখন প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি যে সন্তানগণের সুখে পিতা মাতা সুখী, সন্তানগণের দুঃখে পিতা মাতা দুঃখী, আবার সন্তানগণের মধ্যে সদ্ভাব থাকিলে সন্তানগণ ও পিতা মাতা সকলেই পরম সুখী, তখন বিশ্বজনক তাঁহার সন্তানগণের মধ্যে সদ্ভাব দর্শনে সুখী ও সন্তুষ্ট হয়েন, ইহাতে সন্দেহ নাই। ইহার প্রমাণ কাহারও সহিত কাহারও অসদ্ভাব ঘটিলে যুদ্ধ বিগ্রহ গালি গালাজ প্রভৃতি বিশ্বের অহিতকর ঘটনা ঘটে ও অসদ্ভাবকারীগণের মধ্যে উভয় পক্ষেই ঘোর অশান্তি অনুভব করিয়া থাকেন। আর কাহারও সহিত কাহারও সদ্ভাব থাকিলে পরস্পর আলাপেও কত সুখ শান্তি অনুভব করিয়া থাকেন। অতএব আমাদের বিশ্বজনকের ইচ্ছা মঙ্গলময়ী, আমরা যে কোন কার্য্য করিয়া দীর্ঘকাল সুখ শান্তি অনুভব করিতে পাই তাহা ঈশ্বরানুমোদিত, নতুবা যে সমস্ত কার্য্য আপাত সুখ-শান্তি-পূর্ণ, পরিণামে বিষময়, তাহার অনুষ্ঠানে বিশ্বপিতা সন্তানগণকে কখনই অনুমতি দেন নাই। যদি কেহ বলেন যে অসৎকার্য্য করিয়াও ত লোকে সুখ শান্তি অনুভব করিয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সেটী কখনই সুখ শান্তিকর হইতে পারে না। মনে করুন্ কোন মদ্যপায়ীর বিস্তর টাকা আছে, এবং তাঁহার স্ত্রী পুত্রেরও কোনরূপ অর্থের অভাব হইতেছে না, সুতরাং তিনি নিরুদ্বেগে মদ্য সেবন করিতেছেন, এমন কি পরিণামে অর্থাভাব ঘটিবার খুব সম্ভাবনা হইলেও না হয় ধরিলাম তাঁহার কোনও অর্থাভাব হইল না, কিন্তু এমন পীড়া আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে যদ্দ্বারা তিনি যাবজ্জীবন রোগশয্যায় শায়িত

হইয়া অতি কষ্টে কাল যাপন করেন। এইরূপ প্রত্যেক অসৎকার্য্যের ফল যে নিজের ও বিশ্বের অসুখকর, তাহার শত শত উদাহরণ আছে, অতএব অসৎ কার্য্যে যে সুখ লাভ হয় তাহা বিকৃতমস্তিষ্ক ব্যক্তির ক্ষণিক সুখ মাত্র। বিশ্বে সদ্ভাব জন্মিলে, বিশ্বের হিতের দিকে প্রবৃত্তি আপনিই চলে, এবং সেই প্রবৃত্তি দ্বারা নিজকে ও বিশ্বকে সুখী করা যায়। যদি কেহ বলেন যে সংসারস্থ সকলেই কি স্ত্রী পুত্র পরিবার পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধ চৈতন্য ও ঈশা হইবেন? তদুত্তরে বলা যায় যে অবশ্যই নহে। হিন্দুগণ গৃহাশ্রমকে শ্রেষ্ঠ আশ্রম বলিয়াছেন, কেন না—"যথা বায়ুংসমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্বজন্তবঃ। তথা গৃহস্থমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্ব আশ্রমাঃ॥" কিন্তু উহা অপ্রশস্তান্তঃকরণ গৃহানুরাগী স্বার্থপর ব্যক্তিগণের উপযুক্ত নহে। গৃহাশ্রমীর উচিত সর্ব্বভূতের তৃপ্তিপ্রদ হইয়া, রাজাজনক হইয়া বিশ্বের হিতসাধন করা। ঈশ্বরের এমনই মহিমা যে স্বার্থের মধ্যে অলক্ষ্যে পরার্থ বিরাজ করে এবং পরার্থের মধ্যে স্বার্থ লুকাইয়া থাকে, ইহার প্রমাণ এই, আমরা যত সভ্য হইতেছি—যত বিলাসী হইতেছি—যত অভাবকে প্রসারিত করিতেছি, ততই আমাদের স্বদেশস্থ ও নিকটস্থ (আত্মীয় বর্গ) গণের কথা দূরে থাকুক, দূরস্থ ব্যক্তি বর্গের সহিত সম্বন্ধ দৃঢ়তর হইতেছে, কারণ, বস্ত্র, সাবান, সাবু, চা, কাফি, অডিকলোন, জুতো, আফিং, মদ্য, ঔষধাদি যে কিছু ব্যবহার্য্য জিনিষ আমেরিকা, ইংলণ্ড, জাপান, চীন, ল্যাপলণ্ড প্রভৃতি দেশে উৎপন্ন হয় এবং এক দেশের জিনিষ অন্য দেশে রপ্তানি হয়। এইরূপ হয় বলিয়া আমরা পরস্পরে পরস্পরের ভাল মন্দের ভাগী, যেহেতু ইংলণ্ডোৎপন্ন দ্রব্য যাহা ভারতে ব্যবহৃত হয়, সেই দ্রব্যাদি নির্ম্মাতাদিগের প্রতি যদি অধিক কর ধার্য্য করা হয় কিম্বা তাহাদের মধ্যে অনৈক্য জন্মে অথবা তাহারা অলস, বিলাসী বা রুগ্ন হয়,, তাহাহইলে ভারতেরও স্বার্থে আঘাত লাগে, কেন না এরূপ স্থলে ঐ দ্রব্যাদি হয় অগ্নিমূল্য হইয়া উঠে, নয় একেবারে অপ্রাপ্য হয়, সুতরাং ভারত ইংলণ্ডের সুখ দুঃখের অংশী। 'সৎসঙ্গে কাশীবাস, অসৎ সঙ্গে বনবাস,' এই যে প্রবচন আছে ইহার সারতত্ত্ব অনুসারে আমরা যাহাদের সহিত আলাপ কুশল, ব্যবসায় বাণিজ্যাদি করি, স্বার্থের জন্য তাহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও সচ্চরিত্রতা কামনা করি, কেন না তাহারা রুগ্ন, কলহী ও অসচ্চরিত্র হইলে, তাহারা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, আমরাও তেমনি হইব। সুতরাং বিশ্বপিতা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে আমাদের যে বিশ্বপ্রেমের শিক্ষা দিতেছেন, এই ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায়ও সেই বিশ্বপ্রেমের ছায়া পতিত। (ক্রমশঃ) কু, রা।

সতী ও শান্তি।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

শান্তির সমবয়স্কা একটি মেয়ে বলিলেন, আচ্ছা, দিদি, ভূত কি নাই?

শান্তি। তা কেমন ক'রে ব'লব? আমি ত কখনও ভূত দেখি নাই। ভূত আছেন কিনা ভূত ম'শায় নিজে তা বল্‌তে পারেন। কেন কিরণ, তোমাকে কি কখনও ভূতে পেয়েছিল নাকি?

কিরণ। ভূতের কথা ব'ল্লেই দিদি ঠাট্টা করেন আর ভূতের 'গল্প' শুন্‌লে আমাদের বুক গুর্ গুর্ করে, গা কাঁটা দিয়ে ওঠে। 'সেই লম্বা লম্বা ঠ্যাং, সেই লম্বা লম্বা হাত, সেই কুলোর মত দাঁত, সেই বিভীষণের মত রক্তমাখান মুখ, সেই কামারের জাঁতার মত চাম-ড়ায় ঢাকা বুক, ধামার মত লাল টক্‌টকে দুটো চোখ্, যেন তাতে কাঠের আঙ্‌রা জল্‌ছে,"—এ গল্প যখন মনে হয়, তখন গা কাঁপয়ে তোলে।

শান্তি। এ গল্পটি কার কাছে শুনে-ছিলে, কিরণ?

কিরণ। কেন দিদির কাছে।

শান্তি। তুমি এমন ভূত কোথায় দেখ্‌লে হিরণ?

হিরণ। দিদি, আমি কখন দেখিনি। মার মুখে শুনেছি।

হিরণের মা তথায় উপস্থিত ছিলেন, শান্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, 'আমি কখনও দেখিনি, তবে লোকের মুখে কতবার কত গল্প শুনেছি।' তখন শান্তি বলিলেন, ঐরূপ সকলে ব'লে থাকেন, কেহ কখন দেখেন নি, গল্প শুনে রেখেছেন। ভূত যদি থাক্‌ত, তা হ'লে কেহ না কেহ কখনও দেখ্‌ত। কিরণ বলিলেন, আচ্ছা দিদি, ভূত, প্রেত যদি না থাক্‌বে, তবে ওসব কথা কোথা থেকে এল? শান্তি বলিলেন 'খরগোসের শিং' 'সোনার পাথর বাটী' 'কাঁটালের আঁবসত্ত,' 'পাঁটার গোহাড়' 'ঘোড়ার ডিম,' 'গগন ফুল' এ সকল কথা কোথা থেকে এল? তুমি কখন সোণার পাথর বাটীতে ক'রে কাঁটালের আঁব্‌সত্ত্বের চাট্‌নী দিয়ে 'পাঁঠার গোহাড় খেয়েছ কি? কেমন লাগে ভাই? কিরণ বলিলেন, ছিঃ, তা হলে সদ্য 'মহাব্যাধ' হবে। শান্তি বলিলেন, "পাঁটার গোহাড়"র কথা হচ্ছে, তুমি "ভগবতীর" হাড় আন্‌লে। ঐ যাক্‌ বাস্তবিক যেমন কাঁঠাল হইতে আঁব্‌সত্ত হয় না, তথাপি লোকে ব'লে থাকে "কাঁঠালের আব্‌সত্ত," বাস্তবিক "সোনার পাথর বাটী" নাই, তথাপি লোকে বলিয়া থাকে "সোনার পাথর বাটী"। এ সকল যেমন কথা মাত্র; ভূত প্রেত ডাকিনী, শাঁকিনী ও সব তেমনি কথা মাত্র। ভূত প্রেতের যে সকল "আজ্‌গুবী—আষাড়ে" গল্প শোনা

যায়, ওসব প্রায় দুষ্ট লোকের রচনা। কিরণ বলিলেন, কেন দিদি, দুষ্টলোকের ও সব গল্প রচনা ক'রে ফল কি?

শান্তি বলিলেন, যারা ঐ সব গল্প রচনা করেছে, তারা সব চোর। লোককে ঠকিয়ে খাওয়া তাদের ব্যবসা। রাত্রে ভূতের ভয়ে কেহ বেরবে না, চোরেরা সব চুরি করে নিয়ে যাবে। এমন অনেক গল্প শোনা গিয়েছে. যে কোন বাড়ীতে চোর পড়্‌বার আট দশ দিন আগে বাড়ীর মধ্যে রাত্রে খুব ঢিল পড়্‌ছে; কয়লা, হাড়, মড়ার মাথা, এই সব দু এক দিন অন্তর পড়্‌ছে। বাড়ীর লোকেরা একবারে সশঙ্কিত। বাড়ীর মধ্যে একটু টুঁ শব্দ হ'লেই মনে করে ঐ ভূত এসেছে, আর নিস্তার নাই। কিসে ভূতের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়? বাড়ীর বিধবা ঠাকুরমা ব'ল্‌ছেন, "আমি ছেলেদের বার্ বার্ বলি, তোরা বাপু গয়ায় যা, পিণ্ডি টিণ্ডি দিয়ে আয়্। বুড়োটা আর কত দিন ঐ রকম করে বেড়াবে। তা, ওরা বল্লে, "একবারে যাব।" তা আমি অভাগী ম'র্‌কো না, আর ওঁর উদ্ধারও হবে না।" বাড়ীর বড়বৌ বলিতেছেন, সেজো বৌর ছোট ছেলেটা ম'ল, "ত্রিপো দোষ" পেলে, তা সে দোষ কাটিয়ে দিলে না। সাধে কি আর এ ভূতের অত্যাচার হয়? কেহ ব'লছেন "শান্তি স্বস্ত্যয়ন" কর, কেহ বলিতেছেন "গ্রহযাগ" কর। এইরূপে নানা জনে নানা কথা বলিতেছেন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে অমাবস্যা এসে পড়্‌ল, সারা রাত্ অন্ধকার। আর ঐ অমাবস্যা রাত্রিতে ভূত, প্রেত, ডাকিনী, শাঁকিনীর মাহেন্দ্র যোগ। ছানা পোনা কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে সারা রাত্ নেচে বেড়ায়। যে বেরয়, তার ঘাড় মুড় ভেঙ্গে রক্ত খায়। কার ঘাড়ে দুটো মাথা, যে আজ্ রাত্রে বের'বে। ঐ যে ঘরের দরজা বন্ধ হ'ল, সারা রাতের মত। চোর এদিকে এসে ধানের মরাই কেটে সারা-রাত্ ধান ব'য়ে নিয়ে যাক্। ভোর হ'তে না হ'তে দু কাহন ধান পাতার্। সকাল হ'ল। কাক কোকিল ডাক্‌ল। বাড়ীর কর্ত্তা গিন্নী "দুগ্‌গা" বলে শয্যা ত্যাগ ক'ল্লেন, চোক্ মুচ্‌তে মুচ্‌তে বের্‌য়ে এসে দেখেন এই কাণ্ড। সর্ব্বনাশ! দেখেই অমনি মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়্‌লেন। চৌকিদার ডাক্, পুলিস ডাক্, তদন্ত কর্। আর তদন্ত। চোর যখন "থানা পার" হয়েছে তখন আর তাকে ধরে কে? বাড়ীর ঠাকুর মা ব'ল্‌ছেন, "আমি ঠাওর পেয়েছিলেম গো! যখন শব্দটা হ'ল, আমি মনে কল্লেম, আজ অমাবস্যা রাত্, বোধ হয় বাড়ীতে মড়ার মাথা পড়্‌লো, পর পর অনেক বার শব্দ হ'ল। আমি মনে কল্লেম, মড়ার মাথাটা বোধ করি উঠনে গড়িয়ে বেড়াচ্চে, আমি অম্‌নি রাম—রাম—রাম—রাম কত্তে লাগ্‌লেম। আর ঐ রাম নাম কত্তে কত্তে ঘুমিয়ে পড়্‌লেম। হায়, হায়, আমি অভাগী যদি তখন উঠি,

তা হ'লে আর এ সর্ব্বনাশটা হয় না। দেখ দেখি বোন্, তুমি ব'লছিলে কি অনিষ্ট হয়? এই দেখ কি হ'ল? যে সব ভূত প্রেতের গল্প শোনা যায়, ওসব চুরী ক'রে লোক ঠকাবার ফন্দি। ঐ গল্প শুনে মূর্খ লোকে বিশ্বাস করে, সত্য সত্য ও সব কিছুই নয়। মানুষের অনেক দুঃখ কষ্ট আছে। তার সঙ্গে আবার ভূত প্রেত ইত্যাদির মিথ্যা ভয় বাড়িয়ে কষ্ট বাড়ান নির্ব্বোধের কাজ।

ত্রিকাল।

অতীত।

যাহার অভাব হয়
ভাল লাগে বুঝি তারে,
সমুখে থাকিলে তার
সমাদর জানিনারে!
অতীত চলিয়া গেছে
স্মৃতি হৃদে লেখা আছে,
কেন বা চলিয়া গেল
কেন না রহিল কাছে!
যে দিন চলিয়া গেছে
সেদিনত ছিল ভাল,
অনাদরে অবহেলে
বুঝি বা চলিয়া গেল!
অতীত সেদিন গুলি
আর না আসিবে হায়!
এলে সমুচিতাদরে
প্রাণ ভরে তুষি তায়।
এখনো সে অতীতের
উজ্জ্বল কিরণ রেখা
হৃদয় নিভৃত কক্ষে
রয়েছে সুন্দর লেখা;
এখনো সে অতীতের
হরিষে আশার আঁকা
চিত্র খানি রহিয়াছে
পরাণে পরাণে মাখা;
এখনো সে অতীতের
সুন্দর মোহন ছবি
হৃদয় আকাশে যেন
উষার লোহিত রবি;
এখনো সে অতীতের
বাজানো বীণার তার,
মরুময় হৃদয়েতে
বরষিছে সুধাধার।

বর্ত্তমান।

চলিয়াছে বর্ত্তমান
ভবিষ্যতে লক্ষ্য করি,
ভাসিতেছে জীবকুল
ঘটনার স্রোতোপরি,
ঘটনার প্রতিকূল
যাইবারে কত জন
যুঝিছে ভাগ্যের সনে
করি যত্ন প্রাণপণ।

কত জন বর্ত্তমান
ঘটনা স্রোতেতে ভাসি
সুখের স্বপন কত
হেরিতেছে রাশি রাশি।
কতজন ক্ষুদ্র বাহু
করিতেছে সঞ্চালন,
তাড়াইয়া বর্ত্তমানে
লভিতে অমূল্য ধন।
কতজন পোষা আশা
সফল করিবে ব'লে
ভাবিতেছে বর্ত্তমান
দিনটা যাউক চ'লে।
সুখী জন ভাবিতেছে
'থাক চলি বর্ত্তমান,
আরও অধিক সুখ
নাচাইবে মনঃ প্রাণ।'
দুঃখীজন ভাবিতেছে
যাক এই বর্ত্তমান,
তা হলে হইবে মম
এ দুঃখের অবসান।'
কিন্তু থাক থাক থাক
থাক তুমি বর্ত্তমান,
কি দিন আসিবে বলে'
ভয়েতে আকুল প্রাণ!

ভবিষ্যৎ।

ভাবি! তুমি মম ঠাঁই
ভীষণ মূরতি হও,
কাঁপে প্রাণ তব নামে
রও তুমি দূরে রও।
কেন যে গভর তব
পূর্ণ অন্ধকার রাশি,
কেন যে তোমার নামে
মনে এত ভয় বাসি,
কেন যে তোমার নামে
দুরু দুরু কাঁপে হিয়া
সাধ হয় তব হাত
এড়াই পরাণ দিয়া।
অন্তের আরাধ্য হ'য়ে
কেন যে আমার ঠাঁই
ভবিষ্যৎ! বিন্দু মাত্র
তোমার আদর নাই,
তাহা কি বুঝিবে তুমি!
তুমিত অনন্ত-কণা,
ক্ষুদ্র, ভগ্ন জীবনের
কি যাতনা তা জাননা,
হতাশ জীবন মাঝে
কি যে ভয় সদা জাগে,
আমিও তোমার মত
নাহি জানিতাম আগে।
প্রতিপদে ভগ্ন আশ
হয়েছি, এখন তাই
স্মরিলে মূরতি তব
পরাণে চমক পাই,
তব চিত্র কল্পনাতে
কাঁপে হিয়া থর থর,
তাইতে চাহেনা প্রাণ
হতে আর অগ্রসর।

কু, রা।

৺ মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ঢালি নব ছাঁচে বাঙ্গালা ভাষারে
সাজাইলা নব রঙ্গে,
নর নারী সব নিরখি তাহায়
ভাসিল ভাব তরঙ্গে।
লেখনী প্রসঙ্গ সকলেরি মুখে
ঘরে ঘরে আলোচনা,
দুর্গেশনন্দিনী কপাল কুণ্ডলা
উপন্যাস অতুলনা।
ভাষার মাধুরী রচনা চাতুরী
লিপির নৈপুণ্য কত,
কিবা কাব্যরস বিষবৃক্ষে মধু—
ক্ষরিতেছে অবিরত।
সাহিত্য ভাণ্ডারে রতন মাণিক
মণি মুক্তা থরে থরে,
রাখিলা সেথায় কতই যতনে
সাজাইয়া নিজ করে।
দুষ্ট কাল কীট জীবন প্রসূনে
কাটিয়া করিল ক্ষয়,
বৃন্তচ্যুত আজ বঙ্গের বঙ্কিম
তাই বঙ্গ শোকময়।
প্রতিভায় যেন প্রদীপ্ত তপন
স্নিগ্ধতায়—শশধর,
রবি শশী দুই একাধারে যেন
বিরাজিছে নিরন্তর।
লেখক সমাজে সবার অগ্রণী
শিক্ষিত সমাজে বড়,
কবির সমাজে কবি চূড়ামণি
বিচারে প্রবীণ দড়।

এহেন রতন হারায়ে জননী
শোকেতে পাগল পারা,
বঙ্কিমের স্থান কে পূরিবে আর
নিবিল উজল তারা।
পূর্ণিমার চাঁদ শূন্য করি দিক্
তিরোহিত একবারে,
অঞ্চলের নিধি কেড়ে নিছে কাল
ধরা পূর্ণ হাহাকারে!
যাও সুর পুরে, অনিত্য শরীর
পুড়ে যাক্ চিতানলে,
আত্মা অবিনাশী, নিত্য সুখে ভাসি,
মিশুক অমর দলে।
নন্দন কাননে আনন্দে বিহার
কর সুখে অনুদিন,
মায়ার বন্ধনে বদ্ধ নহে জীব
সেথায় চির স্বাধীন।
জরা মৃত্যু শোক অতীত সেদেশ
অনন্ত সুখের খনি,—
সুধার ভাণ্ডার খুলিয়ে তোমায়
দিবেন বিশ্ব-জননী।
বঙ্গের বঙ্কিম হ'লে বরণীয়
চির স্মরণীয় ভবে,
তোমার গৌরব গাইবে ভারত
শত কণ্ঠে উচ্চরবে।
ভাবী বংশধর ভুলিবে না কভু
অক্ষয় বঙ্কিম নাম,
বিস্ময়ে মগন হইবে সকলে
স্মরি তব গুণগ্রাম। চ।

স্বর-সাধন প্রণালী।

(৩৫১ সংখ্যা ৩৭৫ পৃষ্ঠার পর।)

ভূপালী—মধ্যমান।

সংগ্রহ

{ সা | ধ. সা ঋ গ |

মে— রে ঘ—র বা—

প ধ প | গ ঋ | সা ধ.

জে স- র-

সা ঋ | সা ঋ গ ঋ |

সা স্থ- ন্দ- র

সা ঋ সা সা | সা ধ. }

বী- ণা মৃ- দ ঙ্গ।

সা | ধ. সা ঋ | গ গ

মে- রে ঘ- র, ব- হু-

প সা | সা সা ঋ সা |

ত দি- ন- ন প- র

সা ঋ গ ঋ সা ধ প ঋ |

পি- য়া ঘ- র আ- এ

গ প ধ সা | ঋ সা |

স- ব মি- লি গা- ও

গ ঋ সা | প ধ সা প ধ প |

র- স কি তা-

গ ঋ :: }

ন।

মিশ্র বিভাগ—কাওয়ালী।

আস্থায়ী।

ত্রঃ গীঃ

{ (সা সা ঋ | গ ঋ গ |

মন্ এক্ বার হ- রি বল্

ঋ ঋ ঋ গ ম | গ ঋ সা |)

হ- রি বল। হ- রি বল্

প প প প | গ প ধ নি |

হ- রি হ- রি হ- রি ব- লে

প ধ প প গ | গ ম গঋসা || }

ভ- ব সি- ন্ধু পা- রে চল্।

অন্তরা।

(গ গ প ধ | সা সা সা সা |

জ- লে হ- রি স্থ- লে হ- রি,

সা নি ধ ধ | সা নি ধ প |

চ- ন্দ্রে হ- রি সূ- র্য্যে হ রি,

১। । । । | +। । । । |
প প প প | গ প ধ নি |

অ- ন- লে অ- নি- লে হ- রি,

৩। । । । | ০। । । । ||
প ধ প পগ গ ম গঋসা

হ- রি ময় এই ভূ- ম- ণ্ডল।"

(গীতটীর নিম্ন লিখিতাংশ অন্তরায় গেয়।)

"ক্ষুধা তৃষ্ণা পরিহরি,
বলরে মন হরি হরি,
হরি তোর ক্ষুধার অন্ন,
হরি তোর পিপাসার জল।

দুর্ব্বলের বল হরি,
অধমতারণ হরি,
পতিতপাবন হরি,
হরি ভকত-বৎসল॥

ভক্তি রস পান করি,
যে বলে হরি হরি,
বাঞ্ছা কল্পতরু হরি,
দেন তারে মোক্ষ ফল।

হরি বেদ হরি বিধি,
হরি মন্ত্র হরি সিদ্ধি,
হরি বল হরি বুদ্ধি,
হরি ভরসা কেবল।

পাষণ্ড-দলন হরি,
নাস্তিকের দর্পহারী,
যাঁহার পুণ্য প্রতাপে,
কাঁপে পাপাসুর দল।

অন্নে হরি বস্ত্রে হরি,
গৃহ পরিবারে হরি,
দেহ মন প্রাণে হরি,
হরি সঙ্গের সম্বল।

নিশ্বাসে প্রশ্বাসে হরি,
শোণিত প্রবাহে হরি,
নয়ন অঞ্জন হরি,
হরি শক্তি হরি বল।

চিন্ময় অরূপ হরি,
নহেন কভু দেহধারী,
চিদানন্দ রূপ ধরি,
করেন প্রাণ শীতল,

প্রবাসে কাননে হরি,
পর্ব্বত পাথারে হরি,
আকাশে ভূতলে হরি,
হরি ব্যাপ্ত সর্ব্বস্থল।

গৃহে দেবালয়ে হরি,
পথে কর্ম্মক্ষেত্রে হরি,
আহারে বিহারে হরি,
হরি প্রাণের সম্বল।

অখণ্ড অব্যয় হরি,
ভক্তবাঞ্ছা-পূর্ণকারী,
দীন জনে দয়া করি,
দেন চরণ কমল।

সুখে হরি দুঃখে হরি,
বিপদে সম্পদে হরি,
জনমে মরণে হরি,
হরি পরম মঙ্গল।

হরি ভক্তি হরি মুক্তি,
হরি স্বর্গ হরি গতি,
হরি জগতের পতি,
হরি ইহ পরকাল।

হরি পিতা হরি মাতা,
হরি গুরু জ্ঞানদাতা,

হরি সর্ব্বজনত্রাতা,
শুদ্ধসত্ব নিরমল।
নয়নে দেখ হে হরি,
রসনায় বল হরি,
হৃদয় কমলে ভজ,
হরি চরণ কমল।" (ক্রমশঃ)

তপস্বিনী রাবেয়া।

ভারতবর্ষে মৈত্রেয়ী ও গার্গী ব্রহ্মজ্ঞানে, তপস্যায় এবং ধর্ম্মবিজ্ঞানালোচনায় ঋষিদিগের ন্যায় শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিলেন। শত শত ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন মহর্ষি ও রাজর্ষিগণ সেই স্বর্গীয়া বরবর্ণিনীগণের অসামান্য প্রতিভা ও ধর্ম্মভাব দর্শনে বিমুগ্ধ হইতেন। তাঁহারা অবলা হইয়াও বিপুল আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন ঋষিগণের সহিত সুবৃহৎ রাজসভাতে, নৈমিষারণ্য ক্ষেত্রে ও যজ্ঞস্থলে শাস্ত্রের গভীর তত্ত্বালোচনায় সকলকে বিস্মিত করিতেন। সেই পুণ্যবতী রমণীগণের পবিত্র চরিত পুরাণ ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে। অন্যান্য দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রেও আমরা ঐরূপ দেবীগণের পবিত্র চরিতকাহিনী পাঠ করিয়া প্রীতি লাভ করিয়া থাকি। অদ্য আমরা মুসলমান তপস্বিনী রাবেয়ার অপূর্ব্ব জীবন বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণন করিব।

মুসলমান সমাজে চিরাবরোধ প্রথা প্রচলিত। এই অবরোধ শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া রমণীগণ স্বাধীন ভাবে গমনাগমন, নির্জ্জনসাধন এবং পুরুষগণের সহিত ধর্ম্মালোচনা ইত্যাদি করিতে তেমন সুযোগ ও সুবিধা প্রাপ্ত হন না; কিন্তু যেখানেই স্বর্গীয় তেজ বিকীর্ণ হইয়াছে, সেখানেই এই সামাজিক শৃঙ্খল ভগ্ন হইয়াছে। আকাশবাসিনী বিহঙ্গিনীর ন্যায় উন্মুক্ত রমণীগণ পরমেশ্বরের সেবায় স্বাধীনভাবে জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। জলস্রোত প্রবল হইলে মৃত্তিকার বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়, তখন অতি প্রবল বেগে জল বহির্গত হইতে থাকে। কারাবরোধবাসিনী রমণীগণের প্রাণ যখন স্বর্গীয় তেজে উদ্দীপ্ত হয়, তখনও তাঁহারা সমাজের গণ্ডীকে অতিক্রম করিয়া নবভাবে, নব বলে ধর্ম্মের বিজয়পতাকা-হস্তে সংসার ক্ষেত্রে ভ্রমণ করিতে থাকেন।

তুরুস্কের অন্তর্গত বসোরা নগরে অতি দীন দরিদ্র গৃহস্থের পর্ণকুটিরে রাবেয়ার জন্ম হয়। রাবেয়া অতি শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হইলেন। "বিপদ কখনও একাকী উপস্থিত হয় না।" কিছু দিন যাইতে না যাইতে বসোরা নগরে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। অন্নাভাবে সকলে বিষম প্রমাদ গণিল।

রাবেয়া এই সময় তাঁহার ভগ্নীগণের নিকট বাস করিতেছিলেন। এক জন দুষ্ট লোক ছলপূর্ব্বক রাবেয়াকে আত্মীয় গণের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কয়েকটী তাম্র মুদ্রার বিনিময়ে এক জঘন্য ক্রূরমতি ধনীর নিকট বিক্রয় করিল। দুঃখিনী রাবেয়া পরিজনের নিকট হইতে বিযুক্ত হইয়া দাসীরূপে অন্য গৃহে গমন করিলেন।

বর্ত্তমান সময়ে সুসভ্য দেশের লোকে পশু পক্ষীর প্রতিও সকরুণ ব্যবহার করিয়া থাকেন; কিন্তু সে সময় ক্রীত দাস দাসীর প্রতি লোকে তদপেক্ষাও হীন ব্যবহার করিত। যে ব্যক্তি রাবেয়াকে ক্রয় করিল, সে একে ধনগর্ব্বে গর্ব্বিত, তাতে আবার হিংস্রপ্রকৃতি, সুতরাং রাবেয়া ভয়ঙ্কর কষ্টে পতিত হইলেন। সেই নিষ্ঠুর প্রভু রাবেয়াকে এত কাজ করিতে আদেশ দিত, যে বালিকা তাহা কিছুতেই সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারিত না। সকল কার্য্য সমাপন করিতে না পারিলে তাহাকে ভয়ানক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত।

এসময় হইতেই রাবেয়ার প্রাণের গভীরতম স্থানে ধীরে ধীরে ধর্ম্মবীজ অঙ্কুরিত হইতে লাগিল। তিনি প্রভুর তিরস্কার, অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া নির্জ্জনে গিয়া সেই অন্তর্যামী ভগবানের নিকট ক্রন্দন করিতেন। তাঁহার দুই চক্ষে জলধারা বহিত, প্রাণের সকল কথা দয়াময় পরমেশ্বরের নিকট নিবেদন করিতেন। প্রতিদিন এইরূপে নির্জ্জনে প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিলেন। নির্যাতনপ্রাপ্ত বালিকার কোমল প্রাণ পরমেশ্বরের দয়ার ভিখারিণী হইয়া তাঁহার দিকে ছুটিল। কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই নির্যাতন বাড়িতে লাগিল। বালিকার প্রাণ অস্থির হইল। এই দুঃসময়ে পতিত হইয়া এক দিন তিনি পলায়ন করিবার উদ্দেশে গোপনে গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। অতি ব্যস্তসমস্ত হইয়া কণ্টক ও জঙ্গলময় পথে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে লাগিলেন। হঠাৎ ভূপতিত হওয়ায় তাঁহার এক খানি হাত ভগ্ন হইয়া গেল। তখন তিনি আর গমন না করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে ঊর্দ্ধ দিকে দৃষ্টি করিয়া নিম্ন লিখিত মর্ম্মে প্রার্থনা করিলেন,—"দীনবন্ধো পরমেশ্বর! আমার পিতা মাতা নাই, অসহায় অবস্থায় পতিত হইয়া পরগৃহে বন্দিনীভাবে কালযাপন করিতেছি। আমি যে কষ্টে আছি, তুমি দেখিতেছ। কিন্তু ইহাতেও আমি শোক করিব না যদি তুমি প্রসন্ন হও। হে আমার পরমেশ্বর! তুমি কি আমার প্রতি প্রসন্ন"? প্রার্থনার পর তিনি প্রাণে স্বর্গীয় বল লাভ করিলেন। তখন পলায়নে বিরত হইয়া গৃহে প্রতিগমন করিলেন।

তিনি নিয়তই গভীর রাত্রে জাগ্রত হইয়া প্রার্থনা করিতেন। এক দিন তিনি গভীর রজনীতে তাঁহার শয়নকক্ষে বসিয়া প্রার্থনা করিতেছিলেন, এমন

সময় গৃহস্বামী জাগ্রত হইয়া সেই অস্পষ্ট প্রার্থনাধ্বনি শুনিতে পাইলেন। তিনি ধীরে ধীরে নিকটবর্ত্তী হইয়া মনোযোগের সহিত শুনিতে লাগিলেন। সেই নির্জ্জন কুটিরে নৈশ নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া ধীরে ধীরে যে অমৃতনিস্যন্দিনী প্রার্থনার বাক্য উত্থিত হইতেছিল, তাহাতে গৃহস্বামীর কঠোর হৃদয় দ্রবীভূত হইল, পাষাণ গলিল, মরুভূমিতে জলধারা প্রবাহিত হইল। রজনী প্রভাত হইবামাত্র গৃহস্বামী রাবেয়াকে অতি বিনীতভাবে কহিলেন, "আপনার ন্যায় পূজনীয়া মহিলাকে দাসীরূপে গৃহে রাখিয়া আমি অত্যন্ত অন্যায় করিয়াছি। আমার অপরাধ মাপ করুন, আপনাকে স্বাধীনতা অর্পণ করিলাম। আপনি স্বীয় মনোমত স্থানে বাস করিয়া অভীষ্ট মহৎ ব্রত সাধন করুন।" রাবেয়া ক্রীত দাসীত্ব হইতে প্রমুক্ত হইলেন। তিনি সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া সাধন ভজনের অনুকূল স্থানে গমন করিলেন, এবং কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি অনেকদিন নির্জ্জন অরণ্যে বাস করিয়া গভীর ধ্যান সমাধিতে মগ্ন ছিলেন। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া পরিশেষে তিনি মক্কানগরে গমন করেন এবং সেখানেই অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন।

রাবেয়া মক্কানগরে তাঁহার কুটীরের মধ্যে উপবিষ্ট। বাহিরে অনেক লোক জন বসিয়া রহিয়াছেন। রজনী জ্যোৎস্নাময়ী। চন্দ্রালোকে চতুর্দ্দিক্ উদ্ভাসিত। সুনীল আকাশতল রজতবর্ণে অনুরঞ্জিত। এই মনোহর শোভা দর্শন করিয়া বাহির হইতে একজন লোক বলিয়া উঠিলেন—"আর্য্যে! একবার বাহিরে আগমন করুন, দেখুন সৃষ্টির কি অপরূপ শোভা হইয়াছে!" গৃহের অভ্যন্তর হইতে রাবেয়া উত্তর করিলেন "তুমি একবার ভিতরে আসিয়া স্রষ্টার অপূর্ব্ব শোভা দর্শন কর।" রাবেয়ার ঈশ্বরানুভূতি, ঈশ্বরপ্রেম কি গভীর ও সত্যমূলক ছিল! আর্য্যঋষিগণের ন্যায় তিনি স্বীয় আত্মার ভিতরে সেই চিন্ময় পরমাত্মাকে দর্শন করিতেন। যিনি ভিতরে ডুবিয়াছেন, তিনি কি বাহিরের অসার অকিঞ্চিৎকর সৌন্দর্য্য দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন?

রাবেয়া লেখাপড়া জানিতেন না; ধর্ম্মবিজ্ঞানের জটিল তত্ত্ব শিক্ষা করেন নাই; কিন্তু তিনি পরমেশ্বরের সহিত যোগলাভ করিয়াছিলেন। তিনি যাহা বলিতেন তাহার সহিত উন্নত ধর্ম্মশাস্ত্রের মিল হইত। যিনি পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, তিনি যোগযুক্ত অবস্থায় যাহা বলেন, তাহাই বেদ বেদান্ত, কোরাণ, বাইবেল। এজন্যই রাবেয়ার প্রত্যেক কথা সকলে—এমন কি মক্কার সাধুগণও ধর্ম্মশাস্ত্রের ন্যায় গ্রহণ করিতেন। রাবেয়াকে দর্শন করিয়া, তাঁহার পবিত্রবাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইতেন। দলে দলে লোক রাবেয়ার উপদেশ গ্রহণের জন্য দূরদেশ হইতে আসিত।

রাবেয়া অনেক সময় সমগ্র নিশা

উপাসনা ও ধ্যানে যাপন করিতেন। স্বর্গ নরক, পাপ পুণ্য এবং ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁহার অতি পরিষ্কার ধারণা ছিল। তাঁহাকে অনেকে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নানাবিধ প্রশ্ন করিত, তিনি অতি সুন্দররূপে তাহার উত্তর প্রদান করিতেন, যে সকল প্রশ্নের উত্তর পাঠ করিলে প্রতীতি হয় যে, তিনি ধর্ম্মের উচ্চ অঙ্গসাধনে ভারতের বৈদিক মহর্ষিদিগের সমশ্রেণী ছিলেন। নিরক্ষর, শাস্ত্রজ্ঞান বিহীনা রমণী যে কেবল ভগবদারাধনার ভিতর দিয়া আধ্যাত্মিক সমুদয় সত্য লাভ করিতে পারেন, রাবেয়া তাঁহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সত্যানুরাগ, ঈশ্বরানুভূতি, ভক্তি এবং ব্রহ্মজ্ঞানে তাঁহার হৃদয় বিভূষিত ছিল। তিনি জীবিতাবস্থায় যেরূপ স্বর্গীয়া দেবীরূপে মুসলমান জগতে সম্পুজিতা হইতেন, চিরকাল নানাদেশীয় সাধুগণের মুখে তাঁহার পবিত্র জীবন-কাহিনী সেইরূপ কীর্ত্তিত হইতে থাকিবে।

আশ্চর্য্য অতিথি সৎকার।

সকল ধর্ম্মে সকল দেশে অতিথি-সৎকার উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। কিন্তু মহম্মদীয় উপদেশাবলীতে ইহার কিছু প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। আরব মহম্মদীয় ধর্ম্ম-প্রধান দেশ; সুতরাং তথায় যে আতিথ্যের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইবে, তাহার বৈচিত্র্য কি? আরবীয়দের আতিথ্য সুপ্রসিদ্ধ, কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে বেদবান নামে এক গৃহশূন্য ভ্রমণকারী জাতি আছে, তাহাদিগের অতিথি-সৎকার্য্য অত্যাশ্চর্য্য, আদর্শস্থল ও অনুকরণীয়। নিম্নে হউরাণের বিদবান দিগের আতিথ্যের বিষয় প্রকটিত হইতেছে। ইরাক্ ও সিরিয়ার প্রান্ত-দেশে হউরাণ নামে এক প্রদেশ আছে। তথাকার বেদবানদিগের কাহারও বাটীতে (বাটী অর্থে যেখানে যে যখন তাম্বুতে বাস করে) অতিথি আসিলে বা আসিতে দেখিলে গৃহস্বামী তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনেন এবং স্বহস্তে তাহার অশ্বরজ্জু গ্রহণপূর্ব্বক অবতরণে সহায়তা করেন। তদনন্তর অতি তৎপরতার সহিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট গালিচা আনিয়া স্ত্রীলোক-দিগের অনধিকৃত তাম্বুর এক অংশে তাহা স্বহস্তে বিছাইয়া দেন। শীঘ্র অগ্নি জ্বালিয়া কাফি প্রস্তুত করিয়া তাহাকে অগ্রে দিয়া, যদি অপর কেহ তথায় উপস্থিত থাকে, তাহাকে দেন, কিছু অবশিষ্ট থাকিলে অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক আপনি গ্রহণ করেন নচেৎ নহে। কিছু খাদ্য দ্রব্য তার পর আনিয়া ঐ রূপে দেন। সর্ব্বশেষে মাংস আনীত হয়। আপনি অতিথির হাত ধোয়াইয়া দিয়া "মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করুন" এইরূপ সানুনয় বাক্যে তাহাকে ভোজন

করিতে অনুরোধ করেন। অতিথি স্বজন এইরূপ একত্রে ভোজন করিতে বসে। ইহার পর কেহ আসিলে, যতক্ষণ না পূর্ব্বোক্ত জনের আহার শেষ হয়, ততক্ষণ সে অপেক্ষা করে, তৎপরে সে বসে। অতিথি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিলে, আরব তাহাকে পুনর্ব্বার ভোজন করাইয়া তাহার অশ্বের নিমিত্ত তৃণাদি আনিয়া দেয়। অতিথি বাটী পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলে যতক্ষণ সে আর এক জনের আতিথ্য স্বীকার না করে, ততক্ষণ তাহার পশ্চাদ্‌গমন করে। ইহার মধ্যে তাহার যদি কোন ও বিপদ ঘটে, তজ্জন্য সে দায়ী ও কোনও ক্ষতি হইলে তাহাকে তাহা পূরণ করিতে হয়। যদি পথিমধ্যে অতিথির দস্যু হস্তে পড়িবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা-হইলে অতিথি-সেবক সশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া দলবলে তাহার অনুগমন করে। কোন দ্রব্য অপহৃত হইলে ও না ফিরিয়া পাইলে দস্যু যে দলে ভুক্ত, সেই দল-পতির নিকট গিয়া বলে যে, "মহাশয়! অমুক আপনার দলভুক্ত সে আমার অতি-থির অমুক দ্রব্য অপহরণ করিয়াছে; অতএব প্রতিপ্রেরণ করিতে আদেশ হয়।" ফিরাইয়া পায় ভালই, নচেৎ উভয় দলে বিবাদ আরম্ভ হয়—এমন কি অনেক সময় প্রাণ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইয়া থাকে।

আর একটী কথা। বাটী অবস্থিতি কালে অতিথির অশ্ব মরিয়া গেলে বা চোরে চুরী করিলে, গৃহস্বামীকে তাহার জন্য আর একটী ঘোটক দিতে হয়। আরবীয়দিগের মধ্যে এইরূপ অতিথি-সৎকার প্রথা না থাকিলে যে তৎসমাজে কত অনিষ্ট হইত, তাহা বলা যায় না।

আশ্চর্য্য সতীত্ব রক্ষা।

আমরা পন্নাবতীর বিষয় সকলে অবগত আছি। ইনি স্ব সন্তান করাত দিয়া কাটিয়া অতিথির সেবা করিয়া-ছিলেন। এই প্রবন্ধে যাঁহার বিষয় আলোচিত হইতেছে, তিনি সন্তান বিস-র্জ্জন দিয়া সতীত্ব ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছেন। ইনি একজন মহারাষ্ট্রীয় হিন্দু রমণী—মধ্যবিত্ত গৃহস্থের কন্যা ও গৃহস্থের ভার্য্যা। কিছুদিন হইল স্যোলাপুর ও বিজয়পুরের মধ্যবর্ত্তী তহল নামে ষ্টেশনে রেলগাড়ীতে কোন স্থানে যাইবার জন্য সালঙ্কৃতা সুসজ্জিতা হইয়া ক্রোড়ে একমাত্র একবৎসরের শিশু সন্তান লইয়া উপস্থিত হন। ষ্টেশ-নের কর্ম্মচারিগণ পশুপ্রকৃতির মানব, দুরভিসন্ধি সিদ্ধির জন্য ইহারা ষড়্‌যন্ত্র করিয়া উঁহাকে উক্ত গাড়ীতে যাইতে দিল না। রমণী নিরুপায় হইয়া অন্য গাড়ীর প্রত্যাশায় তথায় কিছু সময় থাকিতে বাধ্য হইলেন। গাড়ী চলিয়া গেল, ইহারা উঁহাকে সসন্তান একটি ঘরে লইয়া গিয়া উঁহার সতীত্ব নাশের

কথা উত্থাপন ও চেষ্টা করে। সতী গত্যন্তর না দেখিয়া বোধহয় মল মূত্র ত্যাগের ভান করিয়া অনেক কষ্টে বাহিরে আসিতে পান। বাহিরে আসিয়াই অমনি ঘরের দরজার শিকল বন্ধ করিয়া দেন। দুরাত্মাগণ নানা প্রকারে অনুনয় করিল ও ভীতি প্রদর্শন করিল; কিন্তু সতী আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় তাহাদিগের কথায় কর্ণপাত করিল না। ইহার পর উহারা বলিল যে, "তোমার সন্তানের প্রাণ বিনাশ করিব, যদ্যপি তুমি আমাদিগকে দরজা খুলিয়া না দাও।" তিনি কোনও কথায় কর্ণপাত করিলেন না। দুরাত্মারা কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া গৃহের গবাক্ষ খুলিয়া মাতার সম্মুখে সন্তানের প্রাণহত্যা করিতে উদ্যত হইল। সতীর মন কিছুতেই টলিল না। পাষণ্ডেরা সত্য সত্যই সন্তানকে মারিয়া ফেলিল। মারিয়া মৃত দেহ গবাক্ষ দিয়া মাতার সম্মুখে ফেলিয়া দিল। ইত্যবসরে এক খানি মালগাড়ী ষ্টেশনের নিকটে আসিয়া অগ্রসর হইবার সঙ্কেত না পাওয়াতে থামিল। শকটচালক ও রক্ষক হাঁটিয়া ষ্টেশনে আসিয়া ঐ দুঃস্থা স্ত্রীলোকটীকে দেখিতে পাইল। রমণী ইহাদিগকে আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ বলিলেন। ইহাদিগের নিকট হইতে সংবাদ পাওয়াতে রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয় ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ ও নগরের বিস্তর লোক সমবেত হন। দুরাত্মাগণ ধৃত হইয়া বিজয়পুরে আনীত হইয়াছে। আশা করি উপযুক্ত দণ্ড পাইবে। সতীত্ব সংরক্ষার জন্য সন্তান বিনষ্ট হইতে দেখার এই প্রথম দৃষ্টান্ত।

সন্তানের জন্য নারী প্রাণ দিতে পারেন, কিন্তু সতীত্ব প্রাণাপেক্ষাও মূল্যবান—সন্তান অপেক্ষাও মূল্যবান, তাহা কিরূপে বিসর্জন দিবেন? সে যাহাহউক, কিন্তু অবলাদিগের প্রতি দুর্বৃত্তদিগের এইরূপ ভয়ঙ্কর অত্যাচারের পথ কি রোধ হইবে না?

সফায়া ডবসন কলেট।

ভারতের পরম হিতৈষিণী কুমারী কলেট গত ২৭এ মার্চ্চ ৭২ বৎসর বয়সে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মাতা ও আর কোন কোন আত্মীয় (Cancer) বক্ষের মধ্যে ক্ষত হইয়া মারা যান, সেই রোগে তাঁহারও মৃত্যু হইয়াছে। ৭।৮ বৎসর হইল, এই রোগের সূত্রপাত হয় এবং ডাক্তারেরা দুরারোগ্য রোগ বলিয়া ইহাতে তাঁহার মৃত্যু হইবে স্থির করেন। ১৮৮৮ সালে আমাদের কোন শ্রদ্ধেয় বন্ধু বিলাতে গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে যান, তাহাতে তিনি সহাস্যবদনে তাঁহাকে বলেন "অদ্য ২ গিনি (প্রায় ৪০৲ টাকা) দিয়া আমার

'মৃত্যুলিপি' ক্রয় করিয়াছি।" পরে তাঁহার পীড়া সম্বন্ধে ডাক্তারের লিখিত অভিপ্রায় দেখান। কয়েক বৎসর হইল তিনি বর্ষে বর্ষে আমাদিগকে লিখিতেন, "মৃত্যুর আর ৪ বৎসর, ৩ বৎসর, ২ বৎসর বা ১ বৎসর মাত্র বিলম্ব আছে, আমার কার্য্য শীঘ্র শেষ করিতে পারিলে হয়।" বস্তুতঃ সমুদ্রে জাহাজ ডোবার মত তাঁহার জীবন তাঁহার জ্ঞাতসারে ক্রমে ক্রমে ডুবিয়াছে এবং তিনি বিশ্বাস ও নিষ্ঠার সহিত প্রস্তুত হইয়া ইহলোক হইতে পরলোকে প্রবেশ করিয়াছেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে তিনি অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়েন. নিজে পুস্তক পাঠ করিতে পারিতেন না, অন্যকে ধর্ম্ম পুস্তকাদি পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেন এবং শুনিতেন। শেষান্তে অধিক মাত্রায় ঘুমাইতেন, যখন জাগিতেন রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত যাহা লিখিতেছিলেন, তাহারই উল্লেখ করিতেন এবং বলিতেন তাঁহার যাহা কিছু বাঁচিবার সাধ, এই পুস্তকখানি সম্পূর্ণ করিবার জন্য। দুর্ভাগ্যক্রমে ইহা শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। রামমোহন রায়ের মর্ত্ত্যলীলা সংবরণ হয়, ২৭এ সেপ্টেম্বর, কুমারী কলেটের ২৭এ মার্চ্চ। ৩রা এপ্রেল তাঁহার সমাধিকার্য্য সম্পন্ন হয়। যদিও তিনি ৭২ বৎসর বয়সে পরলোকগত হন, কিন্তু তাঁহার পরিবারস্থ সকল লোকে অতি দীর্ঘজীবী এবং তিনি বলিতেন এ পরিবারের মধ্যে তিনিই অল্পবয়সে মরিলেন।

কুমারী কলেট ৭২ বৎসর বাঁচিয়াও আপনার অল্পায়ুর জন্য দুঃখ করিয়াছেন, কিন্তু যাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছেন তিনি যে এতদিন কিরূপে বাঁচিলেন ইহা ভাবিয়াই তাঁহারা আশ্চর্য্য হন। তিনি বিকলাঙ্গ, কুব্জ ও খঞ্জপ্রায় ছিলেন; অতি কষ্টে চলিতে পারিতেন। শেষ অবস্থায় তাঁহার এক পালিতা কন্যা কোলে করিয়া এক ঘর হইতে তাঁহাকে অন্য ঘরে লইয়া যাইতেন। তাঁহার শরীরের উপযোগী করিয়া একখানি কেদেরা নির্ম্মিত হইয়াছিল, তিনি তাহাতে বসিয়া লেখাপড়ার কার্য্যাদি করিতেন। গত ৭।৮ বৎসর পীড়ার যাতনা অতি তীব্র ও অসহ্য হইয়াছিল, তথাপি সাধ্যমত কার্য্য করিতে তিনি কখনও ত্রুটি বা শৈথিল্য করেন নাই।

তাঁহার মন চিরপ্রফুল্ল, এই জন্য তাঁহার মুখ সর্ব্বদা সহাস্য ছিল; ঘোর পীড়াযন্ত্রণার মধ্যেও তাঁহার আন্তরিক প্রফুল্লতা ফুটিয়া বাহির হইত। তাঁহাকে কেহ কখনও ম্লান, নিরুৎসাহ বা অবসন্নহৃদয় দেখেন নাই। তিনি এত অসুবিধার মধ্যেও যে ঈশ্বরের কার্য্যে খাটিতে পারিতেন এজন্য তাঁহাকে সর্ব্বদা ধন্যবাদ দিতেন এবং তাঁহার করুণার উপর অটল নির্ভর করিতেন। তাঁহার অন্তরাত্মা ঈশ্বরে সমর্পিত এবং শরীর সেই আত্মার অনুগত ছিল।

ইংরাজী ১৮২২ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি কলেটের জন্ম হয়। তৎকালীন অন্যান্য ইংরাজবালিকার ন্যায় তিনি বিদ্যালয়ে সামান্যরূপ লেখাপড়া শেখেন, কিন্তু পরে আপনার যত্ন, চেষ্টা ও অধ্যবসায়ে বিদ্বৎসমাজে গণনীয় হইয়া উঠেন। তিনি বিলাতের অনেক পত্রিকায় নিয়মিতরূপে লিখিতেন। তাঁহার মতসকল অতি উদার ছিল এবং সাধারণের হিতব্রতে তিনি চিরকাল লেখনী ধারণ করিয়াছেন। ভারতের প্রতি তাঁহার অনুরাগ অতুলনীয়। ভারতবাসীদিগের দুঃখে দুঃখী ও সুখে পরম সুখী হইতেন। ভারতবাসী ইংরাজেরা প্রতি মেইলে স্বদেশের সংবাদের জন্য যেমন একান্ত উৎসুক হইয়া থাকেন, তিনি ভারতের সংবাদ পাইবার জন্য সেইরূপ উৎসুক হইয়া থাকিতেন। তাঁহার বন্ধুবান্ধবেরা এজন্য তাঁহাকে সর্ব্বদা উপহাস করিয়া বলিতেন "তোমার 'home' স্বদেশ অর্থাৎ ভারতের সংবাদ কি?" ব্রাহ্মসমাজ ভারতের ধর্ম্ম, সমাজ, জ্ঞান প্রভৃতি সকল বিষয়ের উন্নতির সহায়, এইজন্য তিনি নিজে খৃষ্টান দলভুক্ত হইয়াও ইঁহাদের সহিত একীভূত হন এবং ইঁহাদের কার্য্য আপনার কার্য্য বলিয়া চিরকাল প্রাণপণে তাহার সহায়তা করেন।

ব্রাহ্মসমাজের তৎকালীন নেতা বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়কে বিলাতে লইয়া যাইবার তিনিই প্রধান উদ্যোগী। তাঁহার বিলাত যাত্রার পূর্ব্বে তিনি প্রসিদ্ধ অনেক পত্রে ব্রাহ্মসমাজের মহৎ উদ্দেশ্য সকল প্রচার করেন এবং তিনি ইংলণ্ডে গমন করিলে তাঁহার সেবাতে কায়মনঃপ্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। বিলাতে কেশব বাবু যে সকল বক্তৃতা করেন, তিনি সে সকল সংগ্রহ করিয়া "Keshub Chandra Sen's English Visit" নামে এক বৃহৎ পুস্তক অতি উৎকৃষ্টরূপে মুদ্রিত করিয়া প্রচার করেন। "Keshub Chandra Sen in England" নামে এক পুস্তক এবং 'Sketch of the History of the Brahmo Samaj" নামে আর এক পুস্তক লেখেন। কেশব বাবুর পূর্ব্বতন বক্তৃতাগুলি হইতে কতকগুলি উৎকৃষ্ট বক্তৃতা নির্ব্বাচন করিয়া প্রচার করেন। ভারতের প্রাণ ব্রাহ্মসমাজ এবং ব্রাহ্মসমাজের প্রাণ কেশব বাবু এই দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া তিনি কয়েকবৎসর কেশব বাবুর জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন।

এই উপলক্ষে বামাবোধিনীর সহিত তাঁহার পরিচয় হয় এবং তদবধি তিনি ইহার নিয়মিত পাঠিকা ও উৎসাহদাত্রী ছিলেন। এদেশের রমণীদিগের সহিত পত্রালাপাদি করিবার জন্য তিনি বাঙ্গালা ভাষা স্বয়ং বহু পরিশ্রম করিয়া শিক্ষা করেন। বামাহিতৈষিণী সভার সম্পাদিকা কুমারী রাধারাণী লাহিড়ীকে তিনি স্বহস্তে বাঙ্গালা ভাষায় যে একখানি পত্র লেখেন, তাহার অক্ষরগুলি ছাপার অক্ষরের ন্যায়

এবং ভাষাও সুন্দর। একজন ইংরাজ রমণী অল্পদিনের শিক্ষায় এরূপ বিশুদ্ধ বাঙ্গলায় রচনা করিতে পারেন, ইহা অতি বিস্ময়কর। ১২৮০ সালের অগ্রহায়ণ মাসের বামাবোধিনীতে এই পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, আমরা তাহা এখানে পুনরুদ্ধৃত করিলাম।

"লণ্ডন ২৯এ সেপ্টেম্বর ১৮৭৩।

শ্রদ্ধেয় ভগিনি!

বিগত জুন মাসের বামাবোধিনীতে আপনার লিখিত বামাহিতৈষিণী সভার বিবরণ আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া আপনার সঙ্গে পরিচয় না থাকিলেও আপনার নিকট এই পত্রখানি লিখিতে সাহসী হইতেছি। এই বিষয়ের সবিশেষ সংবাদ জানিতে আমার এখন ইচ্ছা হইয়াছে এবং তজ্জন্য এই প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করিয়া বিরক্ত করিতে উদ্যত হইয়াছি।

(১) স্ত্রীলোক ভিন্ন অন্য কেহ এই সভায় পাঠ করিবার জন্য রচনা লিখেন কিনা?

(২) মহিলারা কি নিজেই স্বলিখিত রচনা পাঠ করেন? তাহা না হইলে রচনাগুলি কে পাঠ করেন?

(৩) আপনার সভা-বিবরণে যে সকল রচনার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কে কে লিখিয়াছেন?

(৪) এই সমুদায় রচনাগুলি কি প্রকাশিত হইবে? বিগত এপ্রিল মাস হইতে আমি বামাবোধিনী পাইতেছি, সুতরাং ইহাতে যাহা প্রকাশিত হয়, তাহা আমি দেখিতে পাই।

৪র্থ ও ৮ম রচনার শিরোনাম পড়িয়া বোধ হইতেছে যে এই রচনাগুলি অত্যন্ত ভাল হইবে।

(৫) বামারচনাবলীতে উদ্ধৃত রচনার মধ্যে কোন ২ রচনা ভারত সংস্কার স্ত্রী বিদ্যালয়ের ছাত্রী কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে।

বাঙ্গালাতে আমার অতি অল্পই অধিকার, কিন্তু আমার ভরসা এই, যে সময় আপনার উত্তর পাইতে আশা করি, তখন বিনা সাহায্যে আপনার পত্র পড়িতে পারিব। আমাদের বামাকুলের উন্নতির জন্য আপনারা যেরূপ চেষ্টা ও যত্ন করিতেছেন, তাহাতে আমার কিরূপ গাঢ় সহানুভূতি তাহা কিরূপে প্রকাশ করিব?

আপনাদের উন্নতি হউক ইহা আমার আন্তরিক বাসনা।

আপনার ইংরাজ ভগিনী

সফায়া ডবসন্ কলেট।"

কুমারী কলেট ১৮৭৬ হইতে ১৮৮২ সাল পর্য্যন্ত ৭ বৎসরকাল "Brahmo year Book" ব্রাহ্মসমাজের বিবরণী পুস্তক প্রচার করেন, ইহাতে তাঁহার গম্ভীর গবেষণা, পাণ্ডিত্য, বিবরণসংগ্রহ ও সুসজ্জীকরণে পটুতা সমালোচনা এবং ব্রাহ্মসমাজানুরাগ ও ভারতহিতৈষিতার সবিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার শরীর রুগ্ন ও ভগ্ন হওয়ায় এবং রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী প্রকাশের ইচ্ছায় তিনি এ কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। দুঃখের বিষয় ব্রাহ্মসমাজের কোনও ব্যক্তি অদ্যাপি তাঁহার এই কার্য্যের ভারগ্রহণ করিয়া আপনাদের সমাজের মহৎ অভাব পূর্ণ করিতে পারেন নাই।

কুচবিহার বিবাহ উপলক্ষে কেশব বাবুর সহিত কুমারী কলেটের সৌহৃদ্য বিচ্ছেদ হয় এবং তদবধি তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষপাতিনী হইয়া সাধ্যমত তাহারই সহায়তা করিয়াছেন। আমরা শুনিলাম এই সমাজকে তাঁহার পুস্তকালয় দান করিয়া গিয়াছেন।

রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি কুমারী কলেটের আজীবন প্রগাঢ় ভক্তি ও অনুরাগ ছিল এবং তাঁহাকে তিনি একজন অসাধারণ মহাপুরুষ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার মতে ব্রাহ্মসমাজের আর কোনও নেতা অদ্যাপি রামমোহন রায়ের নিকটবর্ত্তীও হইতে পারেন নাই। রামমোহন রায় যখন বিলাতে যান, কুমারী কলেট তখন ১০।১১ বৎসরের বালিকা। তিনি একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টানের ঘরের মেয়ে, রামমোহন রায় এই সম্প্রদায়ের সহিত বিশেষরূপে সম্মিলিত হইয়াছিলেন। রামমোহন লণ্ডনের লিটল পোর্টলেণ্ড ষ্ট্রীটের একেশ্বরবাদীদিগের ধর্ম্মমন্দিরে গিয়া উপাসনা করিতেন, কুমারী কলেট সেখানেও তাঁহাকে অনেকবার দেখিয়াছিলেন। রামমোহন রায় যেমন জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকল নরনারীকে এক ঈশ্বরের সন্তান ও নিজ পরিবার বলিয়া উদার-হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন এবং সকলের হিতসাধনে ব্রতী হইয়াছিলেন, কুমারী কলেটও তাহাই আপনার জীবনের আদর্শ করিয়াছিলেন। Encyclopedia Britannica নামক বিলাতের সর্ব্বপ্রধান বিশ্বকোষ প্রকাশকেরা তাঁহার লিখিত রামমোহন রায়ের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। রামমোহন রায়ের সম্পূর্ণ জীবনবৃত্ত প্রচার করিয়া মনের সাধ পূর্ণ করিবার জন্য কুমারী কলেটের বিশেষ আগ্রহ হইয়াছিল। তাঁহার জীবনের শেষ ১০।১২ বর্ষকাল তিনি রামমোহন রায় সম্বন্ধে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অনুসন্ধান করিয়া প্রচুর উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন এবং জীবনীর কতক অংশ লিখিয়া ও কতক অংশ মুদ্রিত করিয়া গিয়াছেন। আমরা আশা করি তাঁহার ন্যায় সহৃদয় ও সুযোগ্য কোনও ব্যক্তি এ কার্য্যে অগ্রসর হইয়া ইহার পরিসমাপ্তি করিবেন।

কুমারী কলেট যে একজন উচ্চদরের মহিলা ছিলেন, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। রয়টার তাঁহার মৃত্যু সংবাদ তাড়িতযোগে ভারতে প্রেরণ করেন, বিলাতের অনেক প্রসিদ্ধ পত্রে তাঁহার শিক্ষা ও সদ্‌গুণের প্রশংসা বাহির হইয়াছে। আর যাঁহার লেখা "এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার" ন্যায় সুবিখ্যাত পুস্তকে আদরের সহিত গৃহীত হইয়াছে, তিনি স্বনামপ্রসিদ্ধ, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, ভারতীয় অনেক প্রধান প্রধান পত্রে কুমারী কলেটের মৃত্যুর জন্য শোকপ্রকাশ করা হইয়াছে এবং ব্রাহ্মসমাজসকল কৃতজ্ঞ-

তার সহিত তাঁহার পবিত্র স্মৃতির সম্মাননা করিয়াছেন। এই প্রকৃত ভারত-হিতৈষিণীর নাম ভারত রমণীগণও কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করুন।

মহারাণী বিক্টোরিয়ার জীবনের কয়েকটী কথা।

মহারাণী বিক্টোরিয়া বাল্যাবস্থায় পরমা সুন্দরী ছিলেন। তাঁহার গুরুজনেরা তাঁহাকে আদর করিয়া "May Flower" বা "বসন্তের ফুল" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। মহারাণীর মাতা জর্ম্মণির মধ্যে অতি সুন্দরী মহিলা বলিয়া বিখ্যাতা ছিলেন। ইঁহার ন্যায় ধর্ম্ম-ভাবাপন্না রমণীও অতি অল্প দেখা যাইত। ইনি স্বীয় কন্যাকে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার জন্য বিশেষ তৎপরা ছিলেন, প্রত্যহ বিক্টোরিয়াকে (বাইবেল) ধর্ম্মপুস্তক অধ্যয়ন করাইতেন এবং তাঁহার হৃদয়ে যাহাতে ঈশ্বর-বিশ্বাস ও ভক্তির উদ্রেক হয় এরূপ উপদেশ দিতেন।

যখন মহারাণীর বয়স দ্বাদশ বৎসর মাত্র, তখন তিনি জানিতে পারেন যে তাঁহাকে শীঘ্র ইংলণ্ডের সিংহাসনে অধিরোহণ করিতে হইবে। তাঁহার শিক্ষয়িত্রী তাঁহাকে সর্ব্বপ্রথম এই সংবাদ দেন। বিক্টোরিয়া ঐ কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন, "বড় গুরুতর কাজ। খুব গৌরবের কথা বটে, কিন্তু বড় দুরূহ ব্যাপার, রাজ্যেশ্বরী-পদের গৌরব আছে, কিন্তু তেমনি আবার দায়িত্ব আছে।" তৎপরে কিয়ৎকাল নির্ব্বাক্ থাকিয়া সেই অল্পবয়স্কা বালিকা গম্ভীর স্বরে বলিলেন "রাণী হইয়া আমি নিশ্চয়ই ভাল করিয়া কাজ করিব।" মহারাণী সেই বালিকাবস্থায় যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন, যে সেই প্রতিজ্ঞা তিনি এপর্য্যন্ত সম্পূর্ণ রূপে পালন করিয়াছেন। রাজ্যেশ্বরীরূপে, স্ত্রীরূপে, মাতারূপে তিনি স্বীয় কর্ত্তব্য পালনে সর্ব্বদাই সম্পূর্ণ তৎপরা।

মহারাণী চিরকালই অতি বুদ্ধিমতী। বাল্যাবস্থায় ইনি অতি সহজেই স্বীয় পাঠাভ্যাস করিতে পারিতেন। দ্বাদশ বৎসর বয়সে ফরাসী ও জর্ম্মণ ভাষায় ইনি উত্তমরূপে কথোপকথন করিতে শিখেন এবং লাটিন ভাষায় বর্জ্জিল ও হোরেসের গ্রন্থ পাঠ করিতেন। বিক্টোরিয়া অল্পকাল মধ্যে গ্রীক ভাষা ও অঙ্ক বিদ্যা অতি উত্তমরূপে শিখিয়াছিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা অঙ্ক বিদ্যা শিখিতে ইনি অত্যন্ত ভাল বাসিতেন।

মহারাণীর সত্যপ্রিয়তা একটী প্রধান গুণ। তাঁহার বাল্যকালে একদিন তাঁহার মাতা তাঁহার পাঠাগারে গমন করিয়া তাঁহার শিক্ষয়িত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, বিক্টোরিয়া দুষ্টামি করেন না ত?" শিক্ষয়িত্রী বলিলেন, "একবার

দুষ্টামি করিয়াছিলেন, তাহার পর খুব ভাল ব্যবহার করিতেছেন।" বিক্টোরিয়া এই কথা শুনিয়া তাঁহার শিক্ষয়িত্রীকে বলিলেন "না, মহাশয়া, একবার নহে—দুইবার। আপনি ভুলিয়া একবার বলিয়াছেন।" বাস্তবিকই তাঁহার শিক্ষয়িত্রীর ভুল হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, বিক্টোরিয়ার এরূপ সত্যপরায়নতা দেখিয়া তাঁহার মাতা ও শিক্ষয়িত্রী অতীব সন্তুষ্টা হইয়াছিলেন।

যখন চতুর্থ উইলিয়মের মৃত্যু হইল, তখন চিরপ্রচলিত নিয়মানুসারে রাজ্যের প্রধান ধর্ম্মযাজক বিক্টোরিয়াকে সংবাদ দিতে গেলেন যে তিনি যেন রাজ্যভার লইবার জন্য প্রস্তুত হয়েন। বিক্টোরিয়া প্রধান ধর্ম্ম যাজকের মুখে ঐ সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে বলিলেন "আপনি আমার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করুন।" ধর্ম্মযাজক তাঁহার অনুরোধানুসারে ভক্তি-ভাবে এই প্রার্থনা করিলেন যে বিক্টোরিয়া যে গুরুভার গ্রহণ করিতেছেন তাহা বহন করিতে ঈশ্বর যেন তাঁহাকে বল ও সাহস প্রদান করেন। বিক্টোরিয়াও অবনত-জানু হইয়া ঈশ্বরের নিকট ঐ মর্ম্মে প্রার্থনা করিলেন। মহারানী চিরকালই ধর্ম্ম-বিশ্বাসিনী ও প্রার্থনা শীলা।

পূর্ব্বে ইংলণ্ডে নিয়ম ছিল যে কোন ব্যক্তির প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইলে তাহাতে রাজা বা রাণীর সম্মতি আবশ্যক হইত। আমাদের মহারাণী রাজ্যেশ্বরী হইবার কিছুকাল পরেই একজন সৈনিক পুরু-ষের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হয়। ডিউক অব্ ওয়েলিংটন্ মহারাণীর নিকট সম্মতি লইতে তাঁহার নিকট গমন করেন। দণ্ডাজ্ঞা পত্র পাঠ করিয়া সজলনয়নে বিক্টোরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার পক্ষে বলিবার কি কিছুই নাই?" ডিউক উত্তর করিলেন:—"না, এ ব্যক্তি তিন বার সৈন্যদল ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়া-ছিল? তবে কোন কোন সাক্ষী উহার সচ্চরিত্রতা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া-ছিল।" এই কথা শুনিয়া মহারাণী বলিলেন, "তবে ইহার দোষ পরিমার্জ্জ-নীয়." এবং দণ্ডাজ্ঞা-পত্রের উপর লিখিয়া দিলেন "ক্ষমা করিলাম।" মহারাণী অতীব দয়ার্দ্র-হৃদয়া, এবং কাহারও প্রাণদণ্ডাজ্ঞায় সম্মতি দেওয়া তাঁহার পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব বলিয়া, উপ-রোক্ত ঘটনার পর হইতে নিয়ম হইল যে প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা বৈধ করিবার জন্য রাজা বা রাণীর সম্মতি আবশ্যক হইবে না।

মহারাণী তাঁহার দরিদ্র প্রতিবাসী ও প্রতিবাসিনীগণকে বড়ই ভাল বাসেন। "প্রতিবাসীকে ভাল বাস" খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থে এই উপদেশ বারম্বার প্রদত্ত হইয়াছে। মহারাণী সে উপদেশানুসারে কার্য্য করিতে কুত্রাপি বিস্মৃত হয়েন না। উইণ্ডসর, কেনশিংটন, বেল্‌মোরেল, প্রভৃতি যে যে স্থানে মহারাণীর প্রাসাদ আছে, তাহার নিকটবাসী দুঃখী দরিদ্র পরিবারগণের প্রতি মহারাণীর অকপট স্নেহ মমতার বহুল উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া

যায়। এই সকল পরিবারদিগের সঙ্গে তিনি সময় পাইলেই সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন এবং তাহাদিগের যাহার যে অভাব জানিতে পারেন, তাহা মোচন করিয়া থাকেন। কাহারও গৃহে গিয়া দেখিলেন হয়ত নবজাত শিশুর শীত-নিবারক বস্ত্র নাই। মহারাণী প্রাসাদে প্রত্যাগমন করিয়া অমনি তাহার উপযোগী বস্ত্রাদি প্রেরণ করিলেন। কাহারও ঘরে দেখিলেন, হয়ত কেহ পীড়িত, অমনি তাহার চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। কাহারও গৃহে দেখিলেন পুত্র-বিয়োগ-কাতর হইয়া বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা ক্রন্দন করিতেছে, অমনি তাহার শোক দূরীকরণে তৎপরা হইলেন। একবার মহারাণীর প্রতিবাসীদিগের মধ্যে কোন শোক-সন্তপ্তা রমণীকে কোন এক ধর্ম্ম-যাজক হঠাৎ এক দিন অতীব প্রফুল্লমনা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি আপনার কন্যাবিয়োগদুঃখ এত শীঘ্র কি করিয়া ভুলিলেন? তিনি উত্তর করিলেন, "মহারাণী আমাকে একখানি ধর্ম্ম-গ্রন্থ পাঠাইয়া দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমি ঈশ্বরে নির্ভর করিতে শিখিয়াছি এবং অনেকাংশে শোক ভুলিয়াছি।" বেল্‌মোরেল্‌ প্রাসাদের নিকটবর্ত্তী দরিদ্র লোকদিগের সহিত তিনি কিরূপে সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন তাহা মহারাণীর ঐ প্রাসাদে অবস্থিতি কালের এক দিনের বিবরণ তাঁহার নিজের লিখিত দৈনন্দিন লিপি হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলে বেশ হৃদয়ঙ্গম হইবে। "আজ প্রাতে প্রথমে কিটি-কিয়ার নাম্নী বৃদ্ধা মহিলার কুটীরে আমরা দুইজনে গেলাম। কিয়ারের বয়ঃক্রম ৮৬ বৎসর। সে আজও বেশ খাড়া আছে। আমরা যাইবামাত্র সে সসম্ভ্রমে আমাদের অভ্যর্থনা করিল। আমরা আসন-গ্রহণ করিলে কিটি কাপড় সেলাই করিতে করিতে আমাদের সঙ্গে গল্প করিতে লাগিল। আসিবার সময় আমি তাহাকে গরম কাপড়ের একটী জামা দিলাম। সে সকৃতজ্ঞচিত্তে বলিল, 'আমি আশীর্ব্বাদ করি ঈশ্বর আপনাদিগকে বরাবর সুখে রাখুন, সকল অমঙ্গল হ'তে রক্ষা করুন আর স্বয়ং আপনাদের পরি-চালক হউন। আমরা তাহার পর আরও তিনটী কুটীরে গমন করিলাম। বিবি লিমনের পুত্রটীকে পীড়িত দেখিলাম। তাহার পর আর একটী বৃদ্ধা-মহিলার ঘরে গেলাম। সেখান হইতে ব্রুয়রের (সে কিছুকাল আমাদের বাদ্য-কর ছিল) কুটীরে গেলাম। ফিরিবার সময় বিবি গ্রাণ্টের ঘরে গেলাম এবং তাহাকে একটী পোষাক ও একখানি রুমাল দিলাম। সে তাহা পাইয়া কতই ধন্যবাদ দিতে লাগিল! এই সকল দরিদ্র পরিবারদিগের সহিত সহানুভূতি দেখান অতীব সুখকর।"

(ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। সিকাগো মহামেলায় ভারতবর্ষ হইতে কচ্ছের রাও সাহেব এবং লিম্বভীর ঠাকুর সাহেব পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

২। আমেরিকায় মিশুরী নদীর উপরে সম্প্রতি এক প্রকাণ্ড সেতু নির্ম্মিত হইতেছে। পৃথিবীতে ঝোলান সেতুর মধ্যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হইবে।

৩। প্রিন্স বিসমার্ক ৪৮২ প্রকার সম্মান চিহ্ন লাভ করিয়াছেন। চিহ্নগুলি পাশাপাশি রাখিলে ১৪ হাত জায়গা ও কয়েক ইঞ্চি ঢাকিয়া যাইবে।

৪। রাজা রামপাল সিংহের ষ্টেটে হিন্দুমতে একটি বিধবা বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রী ব্রাহ্মণকুলোত্তর ও তাঁহার বয়স ১১ বৎসর।

৫। গ্রীসদেশে আবার ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। দেশের এক সীমা হইতে অন্য সীমা পর্য্যন্ত ৮ দিন অনবরত ভূকম্পন হয়। শতসহস্র লোক সর্ব্বস্বান্ত ও কতশত বাড়ী ভূমিসাৎ হইয়াছে।

৬। বঙ্কিমচন্দ্র মেমোরিয়ল ফণ্ডে রাজা সার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ১ হাজার টাকা দান করিতে স্বীকার করিয়াছেন— মহারাজা সার যতীন্দ্রমোহন ৪ শত এবং কোচবিহারের মহারাজা আড়াই শত টাকা দান করিয়াছেন।

৭। বিলাতের একজন ক্রোরপতি ৬০ জন ক্রোরপতিকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইয়াছেন। ৬০ জনকে খাওয়াইতে ২৪ হাজার টাকা খরচ হইয়াছে। প্রত্যেক লোকের আহারের জন্য ৪ শত টাকা করিয়া ব্যয়। লোকগুলি কি রাক্ষস?

৮। ডিট্রয়েটের শ্রীউকিল্ সিসেস মার্থা টি কুল্যাণ্ড চিকাগোর মহিলাদিগের নিকট পার্লিয়ামেণ্টের আইন সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছেন।

৯। আমেরিকার এক নিগ্রো মহিলা হেনরী সমারসেট্ নাম্নী একটী মহিলার অধ্যক্ষতায় ইংলণ্ডে মাদক নিবারণ বিষয়ে একটী বক্তৃতা করিয়াছেন।

১০। নিউজিল্যাণ্ডের অন্তর্গত ওয়ানহঙ্গা বাসিনী মিসেস্ ইয়েটস্ নামক একজন মহিলা ব্রিটিষ সাম্রাজ্যের সর্ব্বপ্রথম স্ত্রী মেয়র বা ম্যাজিষ্ট্রেট্ হইয়াছেন।

১১। বিবী গ্ল্যাড্ষ্টোন ৮১ বৎসর পূর্ণ করিয়াছেন, বৃদ্ধ স্বামীর ন্যায় তাঁহারও শরীর মন সতেজ আছে।

১২। একজন মহিলা এল্ ফ্যাটাট নামক একখানি পাক্ষিক পত্রিকা মিসরের অন্তর্গত আলেকজণ্ড্রিয়া নগরে প্রকাশ করিয়াছেন। সিরিয়াবাসিনী কুমারী হিণ্ড এই পত্রিকার সম্পাদিকা এবং তাঁহার লেখার সাহায্যকারী সকলগুলিই মহিলা।

১৩। কলোরেডোয়া স্প্রিংস্থ মিসেস্ এল সি ডিউলেল্, কলোরেডোর শাসনকর্ত্তা

দ্বারা তত্রত্য মূক বধির ও অন্ধগণের বিদ্যালয়ের ট্রষ্টি সভার সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

১৪। চৈতন্য লাইব্রেরী। আমরা অনুরুদ্ধ হইয়া প্রকাশ করিতেছি এই বৎসর চৈতন্য লাইব্রেরি হইতে নিম্ন লিখিত পদকগুলি প্রদত্ত হইবেঃ—(১) Blackie প্রণীত "Self-Culture" নামক গ্রন্থের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বাঙ্গালা অনুবাদের জন্য একটি স্বর্ণ পদক; (২) "বাঙ্গলা নাটকের ইতিহাস" সম্বন্ধে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বাঙ্গালা প্রবন্ধের জন্য একটি রৌপ্য পদক; এবং (৩) "বিজ্ঞান শিক্ষার নৈতিক ফল" সম্বন্ধে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইংরাজী প্রবন্ধের জন্য একটি রৌপ্য পদক। অনুবাদ ও প্রবন্ধগুলি আগামী ৩০ শে নবেম্বরের মধ্যে চৈতন্য লাইব্রেরির সম্পাদক, নং ৪।১ বীডনষ্ট্রীট, কলিকাতা,এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। সাধারণের প্রতিযোগিতা প্রার্থনীয়।

বামারচনা।

বঙ্কিম বিয়োগ।

শুয়েছে শ্মশানে নাকি মুদিয়া নয়ন
সুকবি বঙ্কিমচন্দ্র ভারতের ধন!
কবির লাগিয়া আজি প্রতি ঘরে ঘরে
ভাসে শোকে বঙ্গবাসী নয়নের নীরে॥
অস্তমিত হ'ল হায়! কবির জীবন,
নিবিল স্বুবর্ণ দীপ জন্মের মতন॥
বাঙ্গালা সাহিত্য আজি হইল রে দীন,
ভারতবাসীর প্রাণ হ'ল অৰ্দ্ধক্ষীণ॥
বঙ্গমাতা দুঃখে আজি ফেলে অশ্রুধারা,
হারায়ে সে পুত্রবরে পাগলিনী পারা॥
কে আর ছড়াবে মধু মধুর সে বোলে,
বসন্ত রাগিণী রাগ ভাসায়ে দুকুলে॥
সেফালিকা যূঁই যাতি কতই ফুটিত।
মধুর বহিয়া বায়ু মধু ছড়াইত॥
বিরহ মিলন মধু বঁধুর সে প্রাণ,
এক স্বরে গেছে গেয়ে কবির সে গান॥
জুড়াত মানব প্রাণ নব কল্পনাতে,
আনি দিত ধরা পরে স্বর্গ হাতে হাতে।
যে মধু ছড়ায়ে কবি গেছে কূলে কূলে,
রয়ে যাবে চির দিন অনন্তের কোলে॥
বিষবৃক্ষে ফুটিয়াছে সূর্য্যমুখী ফুল,
ম্লানমুখী কুন্দকলি সৌন্দর্য্যে অতুল॥
করেছিল বনমাঝে কুটীরেতে আলা,
স্নেহের পালিতা কন্যা কপালকুণ্ডলা॥
না ফুটিতে মনোরমা খসিল মুকুল,
ভিখারিণী গিরিজায়া হাসিয়া আকুল॥
ভ্রমররূপিণী বালা ভ্রমরার প্রেম।
মণিতে জড়িত যেন সমুজ্জ্বল হেম।
একবৃন্তে দুটী ফুল দেখায়েছে কবি।
প্রতাপের ভালবাসা—শৈবলিনী ছবি॥
কবির কবিত্ব হৃদি বহিছে ধরায়,
প্রেমের সৌন্দর্য্য ছবি মাধুর্য্য ছড়ায়॥
কখন গাম্ভীর্য্যভাব, কখন নবীন।
ধর্ম্মেতে গঠিত হৃদি কখন প্রবীণ॥
লোকেরে হাসায়ে গেছে রহস্য কথায়,
এমন রসের কবি দেখিনে কোথায়॥

তেত কটু কসা মিঠা জগতের কাছে।
অঙ্কল মধুর রস ছড়ায়ে গিয়াছে॥
কাঁদরে ভারত মাতা কাঁদ অনিবার।
গিয়েছে তোমায় ছেড়ে বঙ্কিম কুমার॥
আর কি পূরাবে এসে কেহ তাঁর স্থান।
বাড়াও তাঁহার খ্যাতি-কবির সম্মান॥
গাওরে ভারত তুমি চিরদিন তরে,
সুকবি বঙ্কিম নাম জগতের 'পরে॥

শ্রীমতী গিরিবালা।

কিছুই লাগেনা ভাল।

প্রভাতের তরুণ তপন
বিহগের মধুর কূজন
বসন্তের সুশীতল বায়
নিশিভরা পূর্ণ জ্যোৎস্নায়
লাগেনা কিছুই ভাল হৃদয়ে আমার।

ফুলে ফুলে ভরা উপবন
লতিকার আনত বদন
নিরমল আকাশের পট
সুবিমল নির্ঝরের তট
লাগেনা কিছুই ভাল নয়নে আমার।

যবে থাকি নিশীথে শয়নে
ডুবে থাকি অলীক স্বপনে
আঁখিজল বহেনা তখন
ঢাকা পড়ে হৃদয় বেদন
তবুও না যায় মোর হৃদয়ের ভার।

আমি শুধু পথ পানে রাখি
চেয়ে আছি অনিমিখ আঁখি
কবে পুন আসিবে হেথায়
আঁখি ভরি হেরিব তোমায়
হইবে শীতল পরাণ আমার।

এ ভবনে পারিজাত প্রায়
ফুটেছ হে নব কলিকায়
সুবাস ঢালি আকুল জীবনে
তুষিতে সবারে নিশি দিনে
ভুলায়ে রাখিয়া মোহন মোহে।

ভেঙ্গনা ভেঙ্গনা সে কুহক
হৃদি মোর ডুবিয়ে থাকুক
সেই ঘুমের ঘোরে রহিব
চির সে সুস্বপন দেখিব
জাগায়ো না আর আমায় কেহ।

শ্রীনিস্তারিণী দেবী—কাণপুর।

অবসান।

কখন যে এসেছিল,
কখনি বা চলে গেল,
কিছুই না জানি।
কি গান গাহিয়া গেল,
কানে মাত্র প্রবেশিল,
শুধু এর, কটি প্রতিধ্বনি।
যতনে কুসুম গুলি,
আনিয়া ছিলাম তুলি,
সাজি ভ'রে, মালা গাঁথিবারে,
মালা ত হ'ল না গাঁথা,
ফুল গুলি হেথা সেথা,
ছড়ায়ে পড়িল ভূমি পরে।
আধেক না হতে মালা,
ভেঙ্গে গেল স্বপ্ন খেলা,
দেখি যে সে চলিয়ে গিয়েছে।
যা' কিছু সে এনেছিল,
কিছু না রাখিয়া গেল,
স্মৃতি শুধু জাগিয়া রয়েছে।
পাখী গুলি মনে মনে
মধুর ললিত তানে,
আরম্ভ করেছে সবে গান।
সুস্নিগ্ধ মলয় বায়,
সবে ধীরি ধীরি বয়
হেন কালে সব অবসান।
আধফোটা ফুল চয়,
ফুটিতে পেলেনা হায়,
আর—অলির ঝঙ্কার নাহি শুনি;
কখন যে এসেছিল,
কখনি বা চলে গেল,
কিছুই না জানি।

শ্রী নী—

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৫৪ সংখ্যা	আষাঢ় ১৩০১—জুলাই ১৮৯৪।	৫ম কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

মহারাণীর জন্মোৎসব—২৪ এর পরিবর্ত্তে গত ২৬এ মে মহারাণীর জন্মোৎসব হইয়াছে। মহারাণী ৭৬ বর্ষে পদার্পণ করিলেন এবং তাঁহার রাজত্ব ৫৮ বর্ষ হইল। জগদীশ্বর তাঁহাকে আরও দীর্ঘজীবিনী করিয়া প্রজাপালনে নিযুক্ত রাখুন।

কৃত্তিবাসের কীর্ত্তিরক্ষা—প্রসিদ্ধ রামায়ণগায়ক কবি কৃত্তিবাসের জন্মস্থান শান্তিপুরের নিকট ফুলিয়া গ্রাম। কতকগুলি সহৃদয় ব্যক্তি এইখানে একটী গৃহনির্ম্মাণ করিয়া রামসীতার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিবেন এবং বৎসর বৎসর একটী মেলা আহ্বান করিবেন, তাহার আয়োজন করিতেছেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই আয়োজনের সফলতা প্রার্থনা করি।

ভূদেবের বদান্যতা—স্বর্গীয় মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায় সাধারণের হিতার্থ নগদ দেড়লক্ষ টাকা, তাঁহার বুধোদয় প্রেস এবং এডুকেশন গেজেট পত্রিকা প্রদান করিয়াছেন। দাতব্যগুলি এইঃ—

(১) চুঁচড়ার বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী, বার্ষিক অনূন ৩৯০ টাকা।

(২) ব্রহ্মময়ী ভৈষজ্যালয়, ৫৭২ টাকা।

(৩) সংস্কৃত পুস্তক প্রচার—ছাপাখানা আছে, তদ্ভিন্ন আবশ্যক হইলে বার্ষিক ৩০০ টাকা।

(৪) এডুকেশন গেজেট—আবশ্যক হইলে বার্ষিক ৮০০ টাকা।

(৫) একজন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের বেতন বার্ষিক অনধিক ৬৪ টাকা এবং অন্যান্য ব্যয় ৬৪ টাকা।

এই সকল দাতব্য কার্য্যে বর্ষে বর্ষে ২৬২০ টাকা ব্যয় হইবে, তদ্ব্যতীত ৩৭৮০ টাকা হইতে শ্রুতি, স্মৃতি, দর্শন শাস্ত্রের শিক্ষকদিগকে বর্ষে অন্যূন ৫০ ও ছাত্রদিগকে অন্যূন ৩০ টাকা করিয়া দেওয়া হইবে।

বিলাতী দেশালাই আমদানী—৩ বৎসর পূর্ব্বে ৩৩ লক্ষ টাকার দেশালাই আমদানী হয়, তৎপর বৎসর ৩৬ এবং তৎপর বৎসর ৩৭॥ লক্ষ টাকার আমদানী হইয়াছে। সামান্ত দেশালাই কাঠী এদেশ হইতে ক্রমে ক্রমে অর্দ্ধকোটী ও কোটী টাকা হরণ করিবে।

বিলাতী ছাতা—গত ৩ বৎসরে যথাক্রমে ৪০, ৪৪ ও ৪৮ লক্ষ টাকার ছাতার আমদানী হইয়াছে।

দুর্ভিক্ষ—ফরিদপুর অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ না কমিতে কমিতে মধ্য ভারতবর্ষ হইতে ভয়ানক দুর্ভিক্ষের সমাচার পাওয়া যাইতেছে। ইতিমধ্যে সাহায্যভাণ্ডার খোলাতে হাজার হাজার লোক খাটিতে আরম্ভ করিয়াছে।

জাপানে স্ত্রী স্বাধীনতা—জাপানে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষ সংখ্যা ১০ লক্ষ অধিক, এজন্য প্রত্যেক রমণীকে বিবাহিত হইতে বাধ্য হইতে হইত। কোনও স্ত্রীলোক নিজে বর গ্রহণ না করিলে গবর্ণমেণ্ট বর মনোনীত করিয়া দিতেন। এখন এ অধীনতা-শৃঙ্খল হইতে জাপানী মহিলারা মুক্ত হইয়াছেন।

বরাহনগর বিধবাশ্রম—ইহার প্রতিষ্ঠাতা বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার একটী স্থায়ী ফণ্ডের জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, ময়মনসিংহের জমিদার রাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী এই ফণ্ডে৫০০৲টাকা এব কাশ্মীরের মহারাজা ১০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। ঢাকার ৺প্রতাপচন্দ্র দাসও মৃত্যুর পূর্ব্বে ১০০ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। অন্যান্য ধনাঢ্যগণ হিন্দুবিধবাদিগের কল্যাণার্থে সাহায্য দান করিয়া অর্থের সার্থকতা করুন্।

মহিলা ডাক্তার—শ্রীমতী হেমবতী সেন এবার কলিকাতা কেম্বেল মেডিকেল স্কুল হইতে বিশেষ পারদর্শিতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন। অনার পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করায় পাঁচটি রৌপ্য পদক পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। গবর্ণর জেনারেল প্রদত্ত রৌপ্যপদকও তিনিই পাইয়াছেন। লেডি এলগিন এজন্য বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়া উক্ত স্কুলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে পত্র লিখিয়াছেন। কেম্বেল মেডিকেল স্কুল স্থাপনাবধি এপর্য্যন্ত কোনও মহিলাই এরূপ যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই।

বিবী বেসাণ্টের প্রতিবাদ পত্র—ডাক্তার লুন নামক কোন খৃষ্টভক্ত হিন্দুধর্ম্মের গ্লানি করিয়া মেথডিষ্ট টাইমস পত্রে এক প্রস্তাব লেখেন, বিবী বেসাণ্ট ইহার যে উত্তর দিয়াছেন তাহা যেরূপ যুক্তিগর্ভ, সেইরূপ বিজ্ঞতাপূর্ণ। এই পত্র ৯ই জুনের ইণ্ডিয়ান মিররে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিলে হিন্দুদ্বেষী খৃষ্টানদিগের ন্যায় প্রাচীন সদাচারত্যাগী নামধারী হিন্দুদিগেরও চক্ষু ফুটিবে ও উপকার দর্শিবে।

রামায়ণ ও তদন্তর্গত নীতি।

"বাল্মীকি গিরিসম্ভূতা রাময়ণো মহানদী।
পুনাতি ভুবনং ধন্যা রামসাগরগামিনী।"

শ্রীরামচন্দ্রের মাধুর্য্য-সম্পন্ন নাম এদেশীয় আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই মনে প্রগাঢ়রূপে মুদ্রিত আছে। ভারত-বর্ষের মধ্যে যে যে ব্যক্তির কবিত্ব বিষয়ে অভিমান ছিল, প্রায় সকলেই কোন না কোন প্রকারে তদীয় পবিত্র চরিত্র কীর্ত্তন পূর্ব্বক আপনাদের লেখনীর সার্থকতা সাধন ও অমরকীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। অলৌকিক কার্য্যদ্বারা তিনি জগতের মহোপকার করিয়া গিয়াছেন, সেইজন্য তাঁহার নাম ও চরিত্রকে ভুলিতে পারা যায় না। স্বর্গীয় ধনপূর্ণ অক্ষয়ভাণ্ডার-সহ তাঁহার চরিত্রের তুলনা দেওয়া অত্যুক্তি নহে। ক্রমাগত চারিসহস্র বৎসর লোকে তাঁহার নামোচ্চারণ করিয়াছে, তথাপি এখনও তাহা আনন্দ-কর নিত্য নূতন বলিয়া প্রতীত হইতেছে। রামচন্দ্র যথার্থই এক সর্ব্বলোকপ্রিয় রাজশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ ছিলেন। পৃথিবীর সহিত আততায়িরূপে যুদ্ধ করিয়া যবন নৃপতি সিকন্দর যদি একজন মহাজন বলিয়া আখ্যাত হয়েন; নেপোলিয়ন স্বকীয় দিগ্বিজয় দ্বারা যদি "ইউরোপের পরি-ত্রাতা" উপাধির যোগ্য হয়েন, তবে আমা-দের রামচন্দ্র, যিনি স্বদেশে—এই বৃহত্তম ভারতরাজ্যে সুখশান্তি সমানয়ন করেন, যিনি নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের অতুলন আদর্শ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাকে এতদ্দেশীয় পণ্ডিতেরা যে ঈশ্বর বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তাহা কোন মতেই বিচিত্র নহে। তাঁহার চরিত্রের তুলনা-স্থল মিলে না। তিনি গৃহমধ্যে থাকিয়া স্বকীয় অপার ঔদার্য্যগুণ এবং বদান্য স্বভাব বশতঃ যদ্রূপ পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভার্য্যা, সুহৃদ এবং দীন দরিদ্র জনগণের পরম প্রীতির পাত্র হইয়াছিলেন, সিংহা-সনস্থ হইয়া অপক্ষপাত সুবিচারদ্বারা প্রজাবর্গ হইতে তদ্রূপ ধন্যবাদ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, এবং অমিত তেজঃপ্রভাবে সংগ্রামস্থলে আততায়ী শত্রুদল নিপাত পূর্ব্বক সেইরূপ যশোভাজন হন। ঈদৃশ মহাত্মার চরিত্র অদ্য আমরা পাঠিকা-গণের বিদিতার্থ সংক্ষেপে বর্ণনা করিতে অগ্রসর হইয়াছি।

প্রথমে দেখা যাউক শ্রীরামের জীবনী সম্বন্ধে কি কি গ্রন্থ প্রচলিত আছে।

বাল্মীকির রামায়ণই সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ ও প্রধান। রামের কীর্ত্তি যথার্থতঃ বাল্মীকি হইতে প্রচারিত হইয়াছে। তিনি যদি তাঁহার জীবনী রচনা না করিতেন, তবে রাম নাম জগতে এত পরিচিত হইত না। রামায়ণ চতুর্ব্বিংশ সহস্র শ্লোকাত্মক ও সপ্তকাণ্ডে বিভক্ত। ইহা কাব্য গুণা-শ্রয় গ্রন্থ, রচনা সর্ব্বত্র সরল ও স্থানে

স্থানে বিলক্ষণ মাধুর্য্যব্যঞ্জক। গ্রন্থকার আত্মসময়ে ভারতবর্ষে কিরূপ লৌকিক ব্যবহারাদি প্রচলিত ছিল, তাহা উত্তমরূপে বিবৃত করিয়াছেন। বাল্মীকি রামের সমকালবর্ত্তী ছিলেন, এবং সর্ব্বপ্রথমে কাব্য রচনা করাতে "আদি কবি" বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন।

মহাভারতে রামের বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। ব্যাসদেব ইহাতে তাঁহার রামানুরাগের পরিচয় দিতে ত্রুটি করেন নাই। অধ্যাত্ম রামায়ণ নামক আর এক গ্রন্থ ব্যাসদেব বিরচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাহা আধ্যাত্মিক ধর্ম্মভাবে পূর্ণ।

কালিদাস কৃত রঘুবংশ। বাল্মীকি যাহাকে নির্ম্মাণ করিয়া সুচারু পরিচ্ছদ প্রদান করেন, কালিদাস স্বকীয় অলৌকিক হস্ত স্পর্শদ্বারা তাহাকে সজীব করিয়াছেন। রঘুবংশ ঊনবিংশ সর্গাত্মক মহাকাব্য, তন্মধ্যে নবমাবধি পঞ্চদশ পর্য্যন্ত সপ্তসর্গে দশরথ এবং রামের জীবনী বর্ণিত হইয়াছে। ইদানীন্তন এতদ্দেশীয় কোন সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিত কহিয়াছেন "রঘুবংশের আদি অবধি অন্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বাংশেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। যে অংশ পাঠ করা যায়, সেই অংশেই অদ্বিতীয় কবি কালিদাসের অলৌকিক কবিত্বশক্তির সম্পূর্ণ লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়।" কালিদাস বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের মধ্যে একজন ছিলেন, সুতরাং ঊনবিংশতি শতবর্ষ পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। বণ্টলি প্রভৃতি যে কতিপয় ব্যক্তি তাঁহাকে আধুনিকরূপে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা কৃতকার্য্য হন নাই।

মহানাটক। বিক্রমাদিত্যের প্রাদুর্ভাবকালে হনুমান্ নামক কোন পণ্ডিত তাহা রচনা করেন। মহানাটক নয় অঙ্কে বিভক্ত ও ৬১২ শ্লোকাত্মক। এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে উৎকৃষ্ট রচনা আছে।

ভট্টিকাব্য। ভট্ট নামক পণ্ডিত রচনা করেন। গ্রন্থখানি ২২ সর্গে বিভক্ত। গ্রন্থকার রামচন্দ্রের চরিত্রের সহিত ব্যাকরণের নানাবিধ উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া আশ্চর্য্য পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন।

বীরচরিত ও উত্তরচরিত। এই দুই উৎকৃষ্ট নাটক ভবভূতি প্রণীত। ভবভূতি কান্যকুব্জাধিপতি যশোবর্ম্মার সভাসদ ছিলেন, সুতরাং শকাব্দার সপ্তম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হয়েন। পাশ্চাত্য সমালোচকদের মতে তিনি কালিদাস অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর কবি।

অদ্ভুত রামায়ণ নামে এক গ্রন্থ বাল্মীকির কৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, বস্তুতঃ তাহা অতি আধুনিক গ্রন্থ। গ্রন্থকার দশানন রাবণের উপাখ্যান শ্রবণে পরিতৃপ্ত না হইয়া শতানন রাবণের গল্প লিখিয়াছেন।

বশিষ্ঠ রামায়ণ বা যোগবাশিষ্ট। এই গ্রন্থে অতীব সংক্ষেপে রামচন্দ্রের এক কল্পিত অবস্থার বিষয় লিখিত হইয়াছে, বেদান্ত দর্শনকে সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করাই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য।

রাঘব পাণ্ডবীয় নামক গ্রন্থ কবিরাজ

পণ্ডিত প্রণীত। ইহা এক অদ্ভুত গ্রন্থ। এক ভাবে ইহা শ্রীরামের চরিত্র,ভাবান্তর গ্রহণ করিলে পঞ্চ পাণ্ডবের বৃত্তান্ত হইয়া উঠে।

তুলসীদাস হিন্দীভাষায় এক রামায়ণ রচনা করেন। তিনি চিত্রকূট সমীপস্থ হাজপুর গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। যৌবনাবস্থায় কাশীনগরীপতির দেওয়ানরূপে নিযুক্ত হয়েন। তিনি ৩১ বর্ষ বয়সে (১৬৩১ সম্বতে) বারাণসীধামে রামায়ণের অনুবাদ আরম্ভ করেন। রামগুণাবলী নামে এক গ্রন্থও তাঁহার দ্বারা রচিত হয়।

বৃহদ্ধর্ম্ম প্রভৃতি কোন কোন পুরাণে শ্রীরামের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে।

বঙ্গদেশে কৃত্তিবাস পণ্ডিত প্রায় দুই শত পঁচিশ বর্ষ পূর্ব্বে রামায়ণকে বাঙ্গালা পরিচ্ছদে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুস্তকে স্থানে স্থানে কবিত্বশক্তির বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার পুস্তক এক্ষণে পুনঃ পুনঃ মুদ্রিত, পরিবর্ত্তিত ও সংস্কৃত হইয়া বিভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে।

শ্রীশ্রীমদ্রামরসায়ন। বর্দ্ধমান নিবাসী শ্রীরঘুনন্দন গোস্বামী বাঙ্গালা পদ্যে এই গ্রন্থ বিরচন করিয়াছেন। গ্রন্থখানি কৃত্তিবাসী রামায়ণের ন্যায় সুবৃহৎ ও সুললিত।

প্রায় ষোল বৎসর হইল শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ ভঞ্জ মহাশয়ের অনুমতি অনুসারে পণ্ডিতবর শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়দ্বারা বাঙ্গালা গদ্যে মূল বাল্মীকি রামায়ণ অনুবাদিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপাল ভক্ত মহাশয় বাঙ্গালা গদ্যে মূল বাল্মীকি রামায়ণ অনুবাদ করিয়াছেন।

কয়েক বৎসর অতীত হইল বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ ৺ মহাতাবচাঁদ বাহাদুর মহোদয়ের ব্যয়ে মূল বাল্মীকি রামায়ণ বাঙ্গালা গদ্যে অনুবাদিত হইয়াছে।

কবিবর ৺ রাজকৃষ্ণ রায়ও বাঙ্গালা পদ্যে মূল রামায়ণ অনুবাদ করিয়াছেন।

রামের চরিত্র ভারতবর্ষ মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল না। আরাকান দেশে এক গ্রন্থ আছে, তাহার উপাখ্যান এই, যে তোৎসকল নামক এক ব্যক্তি প্ররামের পত্নী নংসীদাকে হরণ করিয়াছিল; প্ররাম ও তাহার ভ্রাতা প্রালাক্ তোৎসকলকে বিনাশ পূর্ব্বক নংসীদার উদ্ধার করিয়াছিলেন।

শ্যামদেশে অবিকল এইরূপ এক গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার নাম রামকিউন্।

বলীদ্বীপে কবিভাষায় রামায়ণ গ্রন্থ আছে। বাল্মীকি তাহার রচনাকর্ত্তা বলিয়া উক্ত হন। এখনকার রামায়ণের ন্যায় তাহা সপ্তকাণ্ডাত্মক নহে; কিন্তু উত্তরকাণ্ড ব্যতীত অপর ছয় কাণ্ড একত্রীভূত হইয়া ২৫ সর্গে বিভক্ত হইয়াছে। উত্তরকাণ্ড একখানি পৃথক্ গ্রন্থ, তাহাও বাল্মীকিকৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

লঙ্কাদ্বীপের ইতিহাসে রাম ও রাবণের প্রসঙ্গ আছে।

কয়েক বৎসর অতীত হইল বারাণসী

কলেজের অধ্যাপক গ্রীফিথ সাহেব ইংরাজী পদ্যে বাল্মীকি রামায়ণ অনুবাদ করিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত বিবরণদ্বারা প্রতীত হইতেছে, যে শ্রীরামচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্ত বহু দূরদেশ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

রমণী পরিত্রাণের সহায়।

রমণি! তোমরা স্বর্গের দেবী, আমরা তোমাদিগকে পূজা করিয়া থাকি। কেন পূজা করি, সে কথা আজ লিখিতেছি। রমণী-হৃদয়ে পবিত্র পরমেশ্বরের বাস, সেইজন্য এযুগে তোমরা আমাদিগের পূজ্য। অতি প্রাচীনকাল হইতে এপর্য্যন্ত রমণী-জাতিকে পুরুষগণ চিনিতে পারে নাই, তাই এত দিন গৃহের দেবী-প্রতিমা অনাদরে হতাদরে মলিন হইয়া গিয়াছে—পুরুষের খেলার সামগ্রী হইয়া রহিয়াছে, দশটা উপভোগ্য জিনিসের মধ্যে একটা উপভোগের পদার্থ হইয়া আছে। আজ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে পবিত্র স্বর্গের আলোকে চরাচর ব্রহ্মাণ্ড জ্যোতিষ্মান্ হইয়াছে—জগতের কোথায় কি আঁধারে ঢাকিয়া ছিল, সমস্ত প্রকাশিত হইয়াছে, আজ রমণী-হৃদয়ের অন্তর্দেশ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, সেখানে দেখা গেল, স্বয়ং পরমেশ্বরের জীবন্ত সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত।

রমণী আজ জড় নহে—ঘটি বাটী বা দশটা গৃহ সামগ্রীর একটা নহে—রমণী পুরুষের ইন্দ্রিয়সেবার বিষয় নহে। রমণী এতদিন পুরুষের দাসী ছিল, আজ আর দাসী নহে, দাসী দেবী হইয়াছে, পুরুষের হৃদয়ের সর্ব্বোচ্চ স্থানে এখন রমণীর আসন প্রতিষ্ঠিত। রমণী এতদিন পুরুষের শরীরের সেবা করিয়াছে, এখন হৃদয়ের সেবা করিতেছে—পুরুষের জীবনটাকে ধরিয়া বিশ্বাধিপের চরণতলে লইয়া যাইতেছে, সে চরণস্পর্শে পুরুষ মুক্তিলাভ করিতেছে—রমণী এযুগে পুরুষের পরিত্রাতা।

পরিত্রাণের প্রধান উপাদান প্রেম। প্রেমের স্পর্শে প্রেম বিকশিত হয়। রমণী-হৃদয় এই প্রেমে বিগঠিত, নারী-প্রেমের স্পর্শে পুরুষ কেন না পরিত্রাণ পাইবে? কেবল পুরুষের কথা বলিতেছি না, জনসমাজের কল্যাণের জন্য—জন-সমাজকে মুক্তিধামের পথে লইয়া যাইবার জন্য সমাজ মধ্যে এই দেবী-প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিশ্ব-জননী আপনার হৃদয় হইতে তিল তিল করিয়া প্রেম, পবিত্রতা ও পুণ্য আহরণ পূর্ব্বক এই তিলোত্তমা প্রেম-প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়াছেন ও বিশ্বের পরিত্রাণহেতু বিশ্বমধ্যে স্থাপন করিয়াছেন। এ প্রতিমার হৃদয়ে প্রেম, হস্তে সেবা, মুখমণ্ডলে পবিত্রতা। জগৎ!

আজ হাসিয়া উঠ, তোমার পরিত্রাণের দিন সমাগত।

রমণি! তবে আজ এস, হৃদয়ের সিংহাসনে ব'স, আমরা তোমার পূজা করি, নারী-পূজা ভিন্ন এযুগে মুক্তি নাই, এ সমাচার জগতের দ্বারে দ্বারে ঘোষিত হইতেছে। ভারত আর ঘুমাইবে না, ভারতও জাগিয়া উঠিবে, এই বিশ্বব্যাপী মহাপূজায় যোগ দিবে।

জগতের চক্ষু আজ পবিত্র হউক, জগৎবাসী আজ পবিত্র চোখে রমণীর মুখপানে দৃষ্টি করুক। ঐ বিমল, সুন্দর, শোভন মুখের অন্তরালে যে সৌন্দর্য্যভাতি ফুটিয়া উঠিতেছে, উহার উৎস কোথায়? দেবী-মুখের অন্তরালে বিশ্ব-দেব আজ সৌন্দর্য্যের ফোয়ারা খুলিয়া দিয়া আপনি সেই সৌন্দর্য্যে মগ্ন রহিয়াছেন, বিশ্বাসী প্রেমিক! দেখিয়া মোহিত হও, ও সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া যাও, তলাইয়া যাও, আত্মহারা হইয়া যাও, ক্ষুদ্রের মধ্য দিয়া অনন্তে মিশিয়া যাও। কে বলিল "কা তব কান্তা?" কে বলিল এ সৌন্দর্য্য অসার?—কে বলিল রমণীর মুখমণ্ডল পতনের সেতু? ভ্রান্ত মানব! চক্ষু মেলিয়া চাহিতে জান না, তাই সুধার ভাণ্ডার হইতে গরল আহরণ কর, সে গরল পান করিয়া মরণের কোলে শুইয়া পড়। পবিত্র চোখে চাও, দেবীর মুখের পানে যেমন করিয়া চাহিতে হয়, তেমনি করিয়া চাও, দেখ তোমার ইন্দ্রিয় নিভে কি না, প্রাণ জাগে কি না, হৃদয়ের শিরায় শিরায় জীবনের স্রোত বহে কি না, মুক্তিধামের পথ খুলিয়া যায় কি না?

প্রাচীনকালের শাস্ত্রে আছে পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ দেখিবে, আধুনিক কালের শাস্ত্র বলিতেছে, বিশ্বজননীর মাতৃভাব স্ত্রীলোক মাত্রেই দর্শন করিয়া তাহার পূজা করিবে। যে নিজের স্ত্রীকে দেবীবৎ দেখিতে জানে না, সে যে পরস্ত্রীকে দেবীবৎ দেখিবে, তাহার কি কোনও প্রমাণ আছে? যে নিজের স্ত্রীকে দেবীর আসনে বসাইয়া পূজা করিতে পারে না, সে কি পরস্ত্রীকে দেবীর সম্মান দিতে পারিবে? যে নিজের ঘরে দেবী প্রতিমায় অসম্মান করে, সে কি পরগৃহে দেবী-প্রতিমার আদর করিতে শিখিবে? সমাজের শাসন উঠিয়া যাক্—রাজনীতির বাঁধন শিথিল হউক, দেখ দেখি এই অধঃপতিত দেশে শাস্ত্রের শাসন কিরূপে রক্ষা পায়।

কি বলিতেছিলাম, কোথায় আসিয়া পড়িলাম? দেবি! তোমার মুখখানি স্বর্গের ছবি। নয়নযুগলে কি আছে, জানি না, যখন ঐ মুখপানে প্রাণ ভরিয়া চাহি, তখনি ঐ নয়নযুগল হইতে এক স্বর্গীয় বৈদ্যুতিক শক্তি আসিয়া প্রাণের মাঝে প্রবেশ করে,প্রাণের কোন্ এক গুপ্তস্থানে গিয়া কি সে যেন আঘাত করে। প্রাণের সেই থানটা থেকে কি যেন খুলিয়া যায়, আমাকে কোন্ এক অজ্ঞাত স্থানে লইয়া যায়! সেখানে প্রেম ফুটিতেছে, পবিত্রতা উথলিতেছে, সবারি

মুখে হাসি রাশি, সবারি মুখে শুভ্র জ্যোতি, সকলে যেন পবিত্রতায় স্নান করিয়া উঠিয়াছে, প্রাচীন কালের ময়লা পোষাক ছাড়িয়া কি যেন এক স্বর্গের পোষাক—পুণ্যের পোষাক পরিয়াছে। এরা বুঝি দেবতা, আমি ইঁহাদের কাছে থাকিতে চাই। রমণি! তবে এস, আমি তোমার ঐ মুখের ঢল ঢল লাবণ্যের মধ্য দিয়া ঐ হৃদয়ের মাঝে ডুবিয়া যাই, দেবীহৃদয়ে এ হৃদয় ঢালিয়া দিয়া সেখানে প্রেম ও পবিত্রতায় স্নাত হইয়া আমিও ইঁহাদের মত পবিত্র হইয়া যাই, ও প্রেমের উৎসরূপী অনন্তের প্রেমে গা ভাসাইয়া দিয়া আপনাকে হারাইয়া ফেলি।

রমণি! তোমার হৃদয়ের অন্তরালে ঐ কাহাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছ? প্রাণের ঈশ্বর? পাহাড়, পর্ব্বত, নদ নদী, বন জঙ্গল কত কি খুঁজিয়া আসিলাম, যাঁহাকে পাইলাম না, আজ তোমার হৃদয়ের মূলে তিনি? এ কথা এতদিন বল নাই কেন? অথবা তুমি বলিয়াছিলে, আমি শুনি নাই। আমার চোক এত দিন পরিষ্কার হয় নাই, তাই ও হৃদয়ের মূলে নরক দেখিয়াছি—স্বর্গের ঈশ্বর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতিকে দেখি নাই। তোমার হৃদয়ে প্রাণরূপী ভগবান্ বিরাজমান, তাই মহাযোগী, কঠোর সংযমী শাক্যদেব এত কঠোর সাধনার পরও তাঁহাকে পান নাই; যখন তোমার পানে দৃষ্টি পড়িল—যখন তোমার ঐ হৃদয় নিহিত প্রেমরূপী ভগবান্ সেবারূপে তোমারই হাত দিয়া এই সংসারহীন, পরিবারহীন, প্রেমহীন ক্লিষ্ট সাধকের মুখে ক্ষুধার সময় একটু পরমান্ন তুলিয়া দিলেন, তখনই তাঁহার মুক্তি ঘটিল। তুমি যে ঐ সেবার ব্যজনিকা হস্তে লইয়া পরিশ্রান্ত মানবের ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে বাতাস করিতেছ, উহা ভগবানের করুণার মলয় হিল্লোল। ও হিল্লোলে প্রাণ ঢালিয়া দিলে পরিত্রাণ পাইব না কেন? রমণি! তুমি ভগবানের প্রতিনিধি হইয়া আমার মুক্তির জন্য প্রেম, পবিত্রতা ও সেবার ভার লইয়া আসিয়াছ। তবে এস দেবি! এ হৃদয়কে স্পর্শ কর, আমি উদ্ধার হইয়া যাই।

পুরাণ কথা।

বৃত্রাসুর বধ।

ব্রহ্মার পুত্র ত্বষ্টা এক অসুর-কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। অসুর-কন্যার গর্ভে ত্রিশিরা নামে একটী পুত্রের জন্ম হয়। তিনি এক সময়ে একটী মহা যজ্ঞ করিয়া আপনার মাতামহকুল অসুরদিগকে তাহার অংশ প্রদান করেন, ইহাতে দেবরাজ ইন্দ্র কুপিত হইয়া তাঁহার শিরশ্ছেদন করেন। ত্বষ্টা ঋষির তপোবলে

আর এক পুত্র হয়,তাহারই নাম বৃত্রাসুর। সে বিষ্ণুভক্ত ও মহাবলপরাক্রান্ত হইয়া ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব কাড়িয়া লয় এবং সকল দেবতাকে পদচ্যুত করিয়া স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ত্রিভুবন অধিকার করিয়া বসে। দেবগণ তাহার ভয়ে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া মানবগণের সহিত পৃথিবীতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এরূপ কষ্টকর জীবন অধিক দিন ধারণ করিতে না পারিয়া তাঁহারা ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন এবং দুর্গতি মোচনের জন্য তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া বিষ্ণুর সমীপবর্ত্তী হইলেন এবং অনেক স্তব স্তুতি করিয়া তাঁহাকে বৃত্রাসুর বধের উপায় নির্দ্ধারণ করিতে বলিলেন। বিষ্ণু বলিলেন বৃত্রাসুর বধের আর অন্য উপায় নাই, কেবল একমাত্র উপায় আছে—দধীচি নামে এক মুনি আছেন, যদি তাঁহার অস্থিতে বজ্র নির্ম্মাণ করিতে পার, তদ্দ্বারা অসুরের প্রাণনাশ হইবে। বিষ্ণুর উপদেশে দেবগণ দধীচি মুনির আশ্রমে উপনীত হইলেন এবং তাঁহার নিকট সবিশেষ সকল বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। পরম দয়ালু ঋষি দেবকার্য্যে দেহপাত হইবে ভাবিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন এবং পরমানন্দে দেবগণের নিকট প্রাণ উৎসর্গ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। পরে তিনি যোগাসনে ধ্যানমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। ইন্দ্রের আদেশে বিশ্বকর্ম্মা বজ্র নির্ম্মাণ করিলেন, দেবগণের মহা আনন্দ! তাঁহারা অবিলম্বে রণসজ্জা করিয়া বৃত্রের ভবনাভিমুখে গমন করিলেন এবং "যুদ্ধং দেহি" বলিয়া তাহাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। বৃত্র দলবল লইয়া ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল, অনেকক্ষণ যুদ্ধ হইল, কোনও পক্ষ জিত বা পরাজিত হইল না। অবশেষে দৈত্যবর মুখব্যাদান করিয়া ইন্দ্রকে গিলিতে ধাবমান হইল। সুরপতি অসুর-ভয়ে ভীত হইয়া, দ্রুতবেগে পলায়ন করিলেন। দেবগণও যুদ্ধ ভঙ্গ দিয়া যিনি যেখানে পারিলেন গিয়া লুক্কায়িত হইলেন। কিছু দিন পরে ইন্দ্রসহ দেবগণ পুনরায় বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। বিষ্ণু বলিলেন তোমাদিগের একটী অভাব আছে। তোমরা আপনার তেজে যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলে, তাহাতে কিরূপে জয়ী হইবে? তোমাদের মধ্যে বিষ্ণুতেজ চাই, এই লও আমি তাহা দিতেছি। বিষ্ণুতেজে প্রদীপ্ত হইয়া দেবগণ নির্ভয় ও মহোৎসাহপূর্ণ হইলেন। তৎপরে তাঁহারা অতুল সাহসে অসুরদিগের সহিত যুদ্ধ করিলেন এবং দেবরাজ ইন্দ্র দধীচি মুনির অস্থিনির্ম্মিত বজ্র দ্বারা বৃত্রাসুরকে নিহত করিতে সমর্থ হইলেন।

এই উপাখ্যান হইতে অনেক গুলি সার উপদেশ লাভ করা যায়। (১) অন্যের অনিষ্ট করিলে নিজের অনিষ্ট হয়। দেবরাজ ত্রিশিরাকে বধ করিয়া বৃত্রাসুরদ্বারা যারপরনাই লাঞ্ছিত ও দণ্ডিত হন। (২) বিপদ্ কালে ভগবানের

শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন বিপদুদ্ধারের উপায় নাই। দেবতাগণকেও বিষ্ণুর আশ্রয় লইতে হইল। (৩) দধীচি মুনির অস্থি অশেষ শিক্ষাপ্রদ। দেবকার্য্য সাধনের জন্যই সাধুর জীবন এবং সাধু তাহাতেই জীবন উৎসর্গ করিয়া আপনাকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করেন। (৪) প্রাণদান বিনা কোনও দুরূহ কার্য্য সম্পন্ন হয় না। একজন হৃদয়ের অস্থি দিউক, ত্রিভুবন তাহাতে নির্ভয় ও নিরাপদ হইবে। (৫) অব্যর্থ উপায় হস্তে পাইলেও নিজের তেজে জয়লাভ করিবার আশা করিলে তাহা বিফল হয়। (৬) বিষ্ণুতেজে অর্থাৎ স্বয়ং ভগবানের শক্তিতে পূর্ণ হইয়া অস্ত্রপ্রয়োগ করিতে পারিলে তবে মহাসুর নিপাত হয় এবং সংগ্রামে জয়লাভ হয়।

ধ্বনি বা শব্দ বিজ্ঞান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে কর্ণপটহে বায়ুতরঙ্গের সংস্পর্শ হইলে তৎসংলগ্ন স্নায়ুতে এক প্রকার বেগের উৎপত্তি হয়, এবং ঐ বেগ মস্তিষ্কে নীত হইলে শব্দজ্ঞান নিষ্পন্ন হয়। এই বায়ুতে তরঙ্গ কিরূপে উত্থিত হয়, তাহাও আমরা পাঠিকাগণের হৃদগত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। নিম্নলিখিত উদাহরণ দ্বারা ঐ বায়ুতরঙ্গের প্রকৃতি অপেক্ষাকৃত পরিস্ফুট হইবে। যদি ৫টী বা ৬টী বা তদধিক সংখ্যক হস্তিদন্তনির্ম্মিত গোলা কোনও এক মসৃণ স্থানে এক সরল রেখায় পরস্পর সংলগ্ন করিয়া শ্রেণীবদ্ধ রাখা যায়, এবং উহার এক প্রান্তের গোলাতে ঐ শ্রেণীর সমসূত্রে আর একটী গোলা গড়াইয়া আঘাত করা যায়, তাহা হইলে উহার অপর প্রান্তের গোলাটী মাত্র স্বস্থানচ্যুত হইয়া সরিয়া যাইবে, অন্যান্য গোলাগুলি যথাস্থানেই অবস্থান করিবে, স্থানভ্রষ্ট হইবে না। এই ব্যাপারে কি কি কাণ্ড ঘটিতেছে, অনুধাবন করা যাউক। প্রান্তস্থিত যে গোলাটীতে প্রথম আঘাত করা হইল, যদি সেই গোলাটী মাত্র সেই স্থানে থাকিত, তাহাহইলে নিঃসন্দেহই উহা আঘাত বলাভিমুখে ধাবিত হইত। কিন্তু উহার পরে আর একটী গোলা থাকাতে, উহা ঐ দ্বিতীয় গোলাতে চাপিয়া পড়িয়াই প্রতিঘাত পাইতেছে এবং ঐ দ্বিতীয় গোলাতে নিজ বেগ সংক্রামিত করিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিতেছে। আবার দ্বিতীয় গোলাটীও তৃতীয় গোলার উপর চাপিয়া পড়িয়া উহাহইতে প্রতিঘাত পাইতেছে, এবং নিজের বেগ উহাতে সংক্রামিত করিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিতেছে। তৃতীয়, চতুর্থ এবং মধ্যবর্ত্তী

আর যতগুলি গোলা আছে, তত্তাবতের ক্রিয়াই ঐ একরূপ হইতেছে। সকলের প্রান্তের গোলাটী প্রতিঘাত পাইবার কোন বস্তু না থাকাতে স্বস্থান হইতে ধাবিত হইতেছে। এই শেষোক্ত গোলাটীর সম্মুখে যদি একখানি পাতলা চর্ম্ম লম্বভাবে আবদ্ধ করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে গোলা সহজেই স্বীয় বেগ ঐ চর্ম্মে সংক্রামিত করিয়া ফিরিয়া আসিবে এবং চর্ম্মখানি আবদ্ধ থাকাতে কম্পিত হইতে থাকিবে। আমাদিগের যখন শব্দ জ্ঞান হয়, তখন কর্ণপটহে বায়বীয় পরমাণুর ক্রিয়াও অবিকল এইরূপ হইয়া থাকে। যখন কোন বস্তুতে আঘাতদ্বারা শব্দ উৎপন্ন হয়, তখন ঐ আঘাত-বল পূর্ব্বোক্ত গোলার শ্রেণীর ন্যায় বায়বীয় পরমাণু শ্রেণীর পূর্ব্ব পূর্ব্বটী হইতে পর পরটীতে ক্রমে সংক্রামিত ও কর্ণপটহে উপস্থিত হইয়া উহাকে কম্পিত করে। ঐ কম্পনে তৎসংলগ্ন স্নায়ুজালে বেগ বিশেষের উৎপত্তি হয়, এবং ঐ বেগ মস্তিষ্কে গিয়া শব্দে পরিণত হয়। এই ক্রিয়াগুলি এত শীঘ্র নিষ্পন্ন হয় যে যুগপৎ উৎপন্ন হইতেছে বলিয়া প্রতীত হয়। (ক্রমশঃ)

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

যে দেশে যত প্রকার রোগ উৎপন্ন হয়, সেই দেশেই সেই সকল রোগের ঔষধ স্বরূপ উদ্ভিদ্, খনিজ বা অপর প্রকার দ্রব্য অবশ্যই আছে। যিনি আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন, যাঁহার কৃপায় আমরা সর্ব্বপ্রকার সুখভোগে সমর্থ হই, তিনি যে রোগরূপ বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার উপায় করিয়া দেন নাই, অথবা স্বাস্থ্যসুখ সম্ভোগের উপায় বিধান করেন নাই, এমন কখনই হইতে পারে না। আমাদের দেশে যে সকল উৎকট রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়, অনুসন্ধান করিলে ঐ সকল রোগের প্রকৃত ঔষধও আমাদের দেশে পাওয়া যায়। আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে এ দেশীয় অতি সামান্য ও অনায়াস-লভ্য পদার্থের মধ্যেই আমাদের রোগশান্তির উপায় আছে। বিচক্ষণ এবং সুপণ্ডিত ব্যক্তিরা যত্নপূর্ব্বক অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করিলে, অবশ্যই দেশীয় অতি সামান্য বস্তুর মধ্যেই কোনটী ওলাউঠার, কোনটী জ্বরের, কোনটী কাশের প্রকৃত ঔষধ বলিয়া স্থির করিতে পারেন, এবং সেই সকল ঔষধের দুই এক পান অথবা তাহার পাঁচনের দুই এক কাঁচ্চা সেবন করিলেই রোগের সম্পূর্ণ শান্তি হইবে।

বহুকাল হইতে অস্মদ্দেশে "ঠাকুরুণ দিদির টোট্‌কা" বা মুষ্টিযোগ প্রণালী প্রচলিত আছে। বঙ্গদেশে এমন বাড়ী নাই যে বাড়ীর প্রাচীনারা সামান্য

সামান্য রোগ সকলের চিকিৎসা জানেন না। তাঁহাদের ভূয়োদর্শনের ফল নিশ্চয়ই উপকারক। আজ কাল পাশ্চাত্য চিকিৎসাপ্রণালী অস্মদ্দেশে প্রবেশাধিকার ও আধিপত্য লাভ করিয়াছে। এখন ক্রোড়স্থ শিশুর সর্দ্দি, উদরাময়, জ্বর (বালসী), ঘাম—এমন কি চুলকণা প্রভৃতি রোগের প্রতীকারার্থ আমরা ইংরাজী চিকিৎসক অর্থাৎ ডাক্তার না ডাকিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না। ডাক্তারের হাতে প্রাণের পুত্তলিকাকে অর্পণ করিতে পারিলে সকল চিন্তা দূর হয়, কিন্তু এখনও এমন অনেক স্থান আছে, যেখানে আদৌ ডাক্তার মিলে না। ঐ সকল স্থানে পিতামহী ও তাঁহার অবর্ত্তমানে মাতাঠাকুরাণীর দত্ত ঔষধ দ্বারাই রোগ মুক্ত হয়। আহা! সে সকল কথা মনে হইলে বাস্তবিকই বড় কষ্ট হয়। এখন মাথা ধরিলেই, তাড়াতাড়ি ডাক্তারের নিকট যাই, অজীর্ণ হইলেই আহার বন্ধ করিয়া ডাক্তারের দত্ত পরুস্বাদ বিশিষ্ট ঔষধ সেবন করিতে থাকি। ফল এই হয়, না খেয়ে শুকিয়ে মরি, ঔষধের আস্বাদনে প্রাণান্ত হয়, অথবা কাষ্টিক, লিনিমেণ্ট ও বেলেস্তারার জ্বালায় কিছুকাল ছট্ ফট্ করিতে হয়। ব্যয়ের কথা আর বলিব কি, শেষে ভিটে নিয়ে টান পড়ে। পেটের অসুখ, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ ইত্যাদি রোগে ঠাকুরুণদিদি কেমন সকল পাচক ঔষধ দিতেন, দুই এক দিন সেবনেই রোগত সারিতই, আহারও এক দিনের তরে বন্ধ থাকিত না। পাঠিকাদিগের বিদিতার্থ এই পত্রিকায় কতিপয় সারগর্ভ উপদেশ ও ব্যবস্থা এবং মুষ্টিযোগ সংগ্রহ পূর্ব্বক ক্রমশঃ প্রকাশ করা যাইবে।

ছেলেদের সর্দ্দি।

দুই এক দিবসের সর্দ্দিতে ছেলেদের দুধের পরিমাণ কমাইয়া দিতে হইবে। যে সকল শিশু কেবল স্তন্য দুগ্ধের উপর নির্ভর করে, তাহাদের প্রসূতিদিগকে একবেলা অন্নাহার দিবে, মৎস্যাদি খাইতে নিষেধ, স্নান বন্ধ। রাত্রে প্রায় উপবাস, অথবা দুই একখানি রুটি খাইতে দিবে, বৈকালে গা ধোয়া নিষেধ। ছেলেটীকে ভাল মধু ২০।৩০ ফোটা ঈষৎ উষ্ণ করিয়া ৩।৪ বার সেবন করিতে দিবে, তাহাতে ২।১ বার পরিষ্কার দাস্ত হইবে। সর্দ্দি একটু বেশী হইলে যা তরল জলবৎ পদার্থ নাক দিয়া পড়িতে থাকিলে, ঐ মধুর সহিত প্রতিবারে ২।১ ফোঁটা আদার রস মিশাইয়া দিবে। সর্দ্দি বুকে বসিলে মধুর সঙ্গে কালা কর্পূরের রস প্রতিবারে ৩০।৪০ ফোঁটা মিশাইয়া দিবে ও প্রত্যহ ঐ নিয়মে ৩।৪ বার সেবন করিতে দিবে। গলা ডাকিতে থাকিলে সর্ষপ তৈল উষ্ণ করিয়া গলায় দিবে। সর্দ্দি বসিয়া গলা ডাকিতে থাকিলেও সেই সঙ্গে বৈকালে অল্প অল্প জ্বর হইলে মধু ও কালাকর্পূরের রসতো দিতেই হইবে, তা ছাড়া কাল তুলসীপাতার রস প্রতিবারে ৪০।৫০

ফোঁটা একটু মধুর সঙ্গে ঈষৎ উষ্ণ করিয়া ২।৩বার সেবন করাইবে। এই উপায়ে ৩।৪ দিনের মধ্যে সর্দ্দি ও জ্বর প্রায় আরোগ্য হয়। সর্দ্দিতো সারিবেই, সর্দ্দি সারার পরেও যদি জ্বর থাকে, তবে ৩।৪ দিন শেফালিকার পাতা ও কালমেঘের পাতার রস সেবন করাইলে, জ্বর আরোগ্য ক্ষুধা বৃদ্ধি ও শরীর স্বস্থ হইবে।

পানে তৈল মাখাইয়া, উহা অগ্নিতে গরম করিয়া, শিশুদের বক্ষে লাগাইয়া রাখিলে সর্দ্দি ও কাশি সারে।

ময়ূরপুচ্ছ অন্তর্ধূমে, অর্থাৎ আবদ্ধ মৃণ্ময় পাত্রে রাখিয়া ভস্ম করিবে। পরে কিঞ্চিৎ পিপ্পলীচূর্ণ ও মধুসহ সেই ভস্ম বালকদিগকে সেবন করাইলে সর্দ্দি, ঘুঙরি, হিক্কা ও প্রবল শ্বাস নিবৃত্তি হয়, ও সর্দ্দি তরল হইয়া মলসহ নির্গত হইয়া যায়, কতক বা বমি হইয়া উঠিয়া যায়।

বালকের বালসা প্রভৃতি রোগের চিকিৎসা।

কেশুরতে গাছের শিকড় অল্প পরিমাণে তিনটী গোলমরিচ দিয়া বাটিয়া তিন দিবস ভক্ষণ করাইলে বালসার জ্বর আরাম হয়।

বনপুঁয়ের শিকড় ২॥টা গোলমরিচ দিয়া বাটিয়া ভক্ষণ করাইলে, অথবা কোঁকসিমের মূল ২॥টী মরিচ দিয়া বাটিয়া ভক্ষণ করাইলে বালকদিগের বালসা ভাল হয়।

পানের বোঁটায় ঘৃত বা তৈল মাখাইয়া, অথবা মুক্তবর্ষীর পাতা বাটিয়া, বা বকুল বিচি ঘষিয়া মল দ্বারে দিলে, শিশুদের সঞ্চিত বদ্ধ মল নির্গত হইয়া কোষ্ঠ বিশুদ্ধ হয়।

অচিরজাত শিশু স্তন্য পান না করিলে হরীতকী চূর্ণ অত্যল্প পরিমাণে, ঘৃত ও মধু সহ মিশাইয়া, তদ্দ্বারা তাহার জিহ্বা ঘর্ষণ করিলে উপকার হয়। চোয়াল ধরিয়া বিবর্ণ হইলে কাল তুলসী-পাতার রস ও নাকদানা পাতার রস একত্র করত ঈষৎ উষ্ণ করিয়া গাত্রে মালিস করিলে উপকার দর্শে।

ধাইফুল ও পিপুল চূর্ণ আমলকীর কাথ বা রসসহ সেবন করাইলে দন্তোদ্ভেদ-জনিত শিশুর জ্বর, উদরাময়, বমি প্রভৃতি সমস্ত পীড়া নষ্ট হয়।

শিশুদিগের পীড়ায় স্তন্যদায়িনীকে সেই রোগোক্ত পথ্যাপথ্য পালন করিতে হইবে। পীড়াদি কোন কারণে তাঁহার স্তনের দুগ্ধ দূষিত হইলে অন্য ধাত্রীর দুগ্ধ পান করান কর্ত্তব্য।

কাশী ও গলা ঘড়্ঘড়ানী ও বালসার ঔষধ।

আখগুপান—১টী, লবঙ্গ ১টা, জায়ফল ১আনা, জবানী ১আনা, জল একতোলা; এই কয়েকটী দ্রব্য পেষণ করিয়া প্রদীপের উত্তাপে উষ্ণ করিয়া সেবন করাইলে দুই তিন দিবসের মধ্যে ভাল হয়।

একটী আকন্দ তুলার বালিস প্রস্তুত করিয়া উহা ছেলের মাথায় দিবে, এইরূপ করিলে ছেলেদের ঘুংরি, কাশি, কর্ণরোগ, চক্ষে জলপড়া, বাতশ্লেষ্মা রোগ জন্মে না।

বালকদিগের উদরাময়াদি পীড়ায় গাধার দুগ্ধ উপকারী। উদরাময় থাকিলে অর্দ্ধেক জল ও অর্দ্ধেক দুগ্ধ খানকতক বেল শুঁঠ সহ সিদ্ধ করিয়া সেই দুগ্ধ পান করাইবে। অজীর্ণ দুদ্ তোলা থাকিলে দুগ্ধে ২।৩ ফোঁটা চূনের জল দিবে। এঁড়ে লাগায় পুষ্টিকর সহজ পাচ্য এবং অগ্নিকর আহার ব্যবস্থা করিবে। (ক্রমশঃ)

ব্রহ্মবাদিনী বেসাণ্ট।

আনি বেসাণ্ট ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী কোন স্থানে ১৮৪৭ খৃঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতামহ ইংরাজ হইলেও কর্ম্ম উপলক্ষে আয়র্লণ্ডে বাস করিতেন। এইস্থানে বেসাণ্টের পিতা জন্মগ্রহণ করেন, এবং অত্রত্য বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা বিষয়ক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উপাধি লাভ করেন। কিন্তু তিনি কখনও চিকিৎসা ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই। কিছুকাল পরে, তিনি ইংলণ্ডে আসিয়া কোন কর্ম্মোপলক্ষে জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করেন। বেসাণ্টের পিতা নাস্তিক এবং জননী ও ভগিনী ঘোর পৌত্তলিক ছিলেন। বেসাণ্ট বলেন, তাঁহার পিতার মৃত্যুকালে, অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া নির্ব্বাহার্থ পুরোহিত আহূত হয়, কিন্তু তদীয় মুমূর্ষু পিতা ক্রোধে অধীর হইয়া তাঁহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে আদেশ দেন।

বেসাণ্টের পিতা ডাক্তার উড মরীস নাম্নী জনৈক আইরিস রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। বেসাণ্ট যখন শিশু, তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। বেসাণ্টের জননী একজন গুণবতী রমণী ছিলেন। বেসাণ্ট তাহার সুখ্যাতি করিয়া বলেন, "She was the tenderest, sweetest, proudest,and noblest woman I have ever known" ১৮৫২ খৃঃ অব্দে ডাক্তার উডের মৃত্যু হইলে পর, বেসাণ্টের মাতা লণ্ডন সহর হইতে হারো নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন। এই স্থানে মিসেস্ উড কয়েকটি ছাত্রকে অধ্যয়ন করাইতেন, এবং তাহা হইতে যাহা পাইতেন, তদ্দ্বারা তাঁহাদিগের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ হইত। হারো স্কুলের হেড্‌মাষ্টার সদাশয় ডাক্তার বটলার সাহেব, নানা প্রকারে এই বিপন্ন পরিবারের সহায়তা করেন। বেসাণ্ট বালিকা বয়সে বঙ্গবালিকার ন্যায় গৃহরুদ্ধা না থাকিয়া স্বেচ্ছবিচরণ করিতেন। ইনি ক্রিকেট খেলাতে বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। গৃহসংশ্লিষ্ট উদ্যানে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষে অবলীলা ক্রমে আরোহণ

করিতেন। একটী বিশাল বিস্তৃত বৃক্ষ তাঁহার পাঠাগার ও বিশ্রামাগারের কার্য্য করিত। বেসাণ্ট বহুক্ষণ ধরিয়া সেই বৃক্ষশাখায় বসিয়া অধ্যয়ন করিতেন। মিলটনের 'প্যারাডাইস্ লষ্ট' বা স্বর্গচ্যুতি নামক গ্রন্থ পড়িতে তিনি অতিশয় ভালবাসিতেন। বেসাণ্ট বলেন, "এই প্যারাডাইস্ লষ্ট হইতে সয়তানের বক্তৃতা মুখস্থ করিয়া, সয়তান সাজিয়া, তাহার অভিনয় করিতাম।"

উপন্যাস-লেখক কাপ্তেন মেরিয়টের নাম অনেকে শুনিয়াছেন। ইহাঁর শিক্ষিত ভগিনী মিস্ মেরিয়ট জনৈক সম্পত্তিশালিনী রমণী ছিলেন। ইহাঁর এক ভ্রাতুষ্পুত্রীকে ইনি স্বয়ং শিক্ষাদান করিতেন। বেসাণ্টের জননীর সহিত মিস্ মেরিয়টের একদিন সাক্ষাৎ হয়। বেসাণ্ট তখন বালিকা। বেসাণ্টের আচরণ দেখিয়া মেরিয়ট যার পর নাই প্রীত হন। তিনি বেসাণ্টের জননীকে বলিলেন, আপনি যদি বেসাণ্টকে আমার বাটীতে লইয়া যাইতে দেন, তাহাহইলে আমি উহার শিক্ষার ভারগ্রহণ করিতে পারি। ইহাতে আপনার কিছু মাত্র অর্থ ব্যয় হইবে না। বাৎসল্যের বশীভূত হইয়া, দুহিতার ভবিষ্যৎ সমুন্নতির অন্তরায় হওয়া উচিত নয়, এই মনে করিয়া তিনি মিস্ মেরিয়টের প্রস্তাবে সম্মতা হইলেন। শ্রেয়কে খর্ব্ব করিয়া শ্রেয়কে অবলম্বন করা, যুনানী মহিলাবর্গের এই এক চরিত্রের মহত্ব। বঙ্গমহিলাগণ এই মহত্ব হইতে অনেকাংশে বঞ্চিতা।

মিস্ মেরিয়ট এক সুদৃশ্য পল্লীতে বাস করিতেন, বেসাণ্ট বৎসরের অধিকাংশ সময় এই স্থানে তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতেন। কেবল পর্ব্বোপলক্ষে এক একবার বাটী যাইতেন। মিস্ মেরিয়ট নিরতিশয় ধর্ম্মপরায়ণা রমণী ছিলেন। তিনি নানা উপায়ে দুঃখীর দুঃখমোচনে যত্নবতী ছিলেন। তিনি তাঁহার ছাত্রীবর্গকে মধ্যে মধ্যে বলিতেন, "স্বয়ং বিদ্যাশিক্ষা করিয়া যদি অপর পাঁচজনকে সেই বিদ্যা দান করিতে না পার, তবে সেরূপ বিদ্যাশিক্ষা করা না করা সমান।" লোক শিক্ষারূপ কঠোর ব্রত গ্রহণের যে উচ্চাভিলাষ, তাহার বীজ এই সময়ে মিস মেরিয়ট কর্তৃক বেসাণ্টের হৃদয় ক্ষেত্রে উপ্ত হইয়াছিল।

মিস্ মেরিয়ট তাঁহার ছাত্রীগণকে সর্ব্ব প্রকার অশ্লীল নৃত্যগীতে যোগ দিতে বা থিয়েটারে যাইতে নিষেধ করিতেন। ছাত্রীগণও তাঁহার আদেশের অন্যথাচরণ করিত না। বেসাণ্ট ফরাসী ও জর্ম্মণ ভাষা শিক্ষার্থ মিস্ মেরিয়টের সহিত সাতমাস কাল প্যারী নগরীতে অবস্থান করেন। এই স্থানে বেসাণ্ট ইংলণ্ডীয় ধর্ম্মমণ্ডলীর দলভুক্তা হন। প্যারী হইতে প্রত্যাগমন করিলেন বটে, কিন্তু ফরাসী ও জর্ম্মণ ভাষার অনুশীলন পরিত্যাগ করিলেন না। এই সময় হইতে তিনি সঙ্গীত বিদ্যার আলোচনাতেও প্রবৃত্তা হন।

হিন্দুসমাজের ন্যায় খৃষ্টীয় সমাজও নানা প্রকার সম্প্রদায়ে বিভক্ত, তন্মধ্যে রোম্যান ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্ট্যান্ট এই দুই সম্প্রদায় প্রধান। পূর্ব্বোক্ত সম্প্রদায় তেত্রিশ কোটি দেবতার উপাসক না হইলেও অনেকাংশে পৌত্তলিক। তাহারা ক্রিয়াকাণ্ড অনুষ্ঠানের পক্ষপাতী এবং পোপের শাসনাধীন। এই সম্প্রদায়ের পুরোহিতগণ যাবজ্জীবন বিবাহ করিতে পান না। শেষোক্ত সম্প্রদায় তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী। ইহাঁরা পৌত্তলিকতা অথবা পোপের প্রাধান্য স্বীকার করেন না। আনি বেসাণ্ট সর্ব্বপ্রথমে কাথলিক খৃষ্টান ছিলেন। পরে এই শেষোক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত হন। মিস মেরিয়টের নিকট অবস্থানকালে বেসাণ্ট কোন প্রকার নৃত্যগীত করিতে বা থিয়েটারে যাইতে পারিতেন না। যখন শিক্ষয়িত্রীর নিকট বিদায় লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, তখন তাঁহার স্বাভাবিক বিলাসবাসনা বিশেষ বলবতী হইয়া উঠিল। এবার তাঁহার বহুকালের রুদ্ধ প্রবৃত্তি দ্বিগুণ বলে কার্য্য করিতে লাগিল। তিনি প্রাণ মন খুলিয়া নৃত্যগীতে যোগ দান করিতে লাগিলেন। নানা প্রকার অঙ্গশাচনা ও প্রগলভতাতে দিন কাটিতে লাগিল।

এই সময়ে ইংলণ্ডীয় প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে "হাই চার্চ্চ" সম্প্রদায় নামক এক নূতন দলের অভ্যুত্থান হয়। সাময়িক প্রবন্ধ ও বক্তৃতাদি দ্বারা এই নবদলের মত ও বিশ্বাস চারিদিকে বিঘোষিত হইতে লাগিল। পরিত্যক্ত কাথলিক মত ও অনুষ্ঠান শ্রেষ্ঠবোধে তাহা পুনর্গ্রহণের জন্য এই দলের বিশেষ আগ্রহ দেখা গেল। বেসাণ্ট এই সাময়িক উত্তেজনার হাত এড়াইতে পারিলেন না, প্রোটেষ্টাণ্ট মত পরিত্যাগ করিয়া কাথলিক মতে দীক্ষিতা হইলেন! অন্তর্দৃষ্টি যে পরিমাণে ক্ষীণ হইল, বাহ্যাড়ম্বরের মাত্রাও সেই পরিমাণে বাড়িয়া গেল। বেসাণ্ট স্বহস্তে ভজনালয় পত্র পুষ্প ও চিত্রাদি দ্বারা সুসজ্জিত করিতে প্রবৃত্তা হইলেন। এই সময় হইতে বেসাণ্ট জননীর সহিত লণ্ডন সহরে বাস করিতে লাগিলেন।

মিশন চ্যাপল হাইচার্চ্চ সম্প্রদায়ের একটি ভজনালয়। রেভারেণ্ড ফ্রাঙ্ক বেসাণ্ট এই মিশন চাপেলে আচার্য্য ও তত্ত্বাবধায়কের কার্য্যের সহায়তা করিতেন। ইনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কয়েকটি উপাধি লাভ করেন এবং স্বীয় জীবিকার্জ্জনের জন্য লণ্ডনের অন্তঃপাতী ষ্টকওয়েল গ্রামে একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কার্য্য করিতেন। খ্যাতনামা উপন্যাসলেখক মিঃ ওয়ালটার বেসাণ্ট ইহাঁর সহোদর। আনি বেসাণ্ট ২০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে রেভাঃ ফ্রাঙ্ক বেসাণ্টের পাণিগ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য আনি ধর্ম্মার্থিনী হইয়া স্বতঃ এই শিক্ষিত ও ধার্ম্মিক যুবককে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। এই ঘটনার

কিয়দ্দিন পরে মিঃ বেসাণ্ট ইংলণ্ডের পশ্চিমস্থ বেলটেনহাম নগরে শিক্ষকতা কার্য্যে ব্রতী হইয়া গমন করেন। আনি-পতির সঙ্গে তথায় গমন করিলেন। এই স্থানে অবস্থানকালে আনি ফ্যামিলী হেরাল্‌ড্ নামক মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখিতে লাগিলেন। ইহার দ্বারা তাঁহার কিছু কিছু আয় হইতে লাগিল। এই সময়ে ইনি "Lives of the Black Letter Saints" নামক এক খানি গ্রন্থ লিখেন। আর্থিক অভাবনিবন্ধন আনি তাহা তৎকালে প্রকাশ করিতে পারেন নাই। সর্ব্বপ্রথমে আনি বেসাণ্ট একখানি পুস্তিকা প্রচার করেন। তাহা পাঠ করিলে জানা যায় ইনি তৎকালে হৃদয়ে রোমান কাথলিক মত পোষণ করিতেন এবং এই পুস্তিকায় আনি উপবাস-মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

ইংলণ্ডের লর্ড চান্সেলার লর্ড হাথারলী মিসেস্ বেসাণ্টের পিতৃব্য ছিলেন। ইঁহার সহায়তায় আনির স্বামী লিঙ্কনশায়ারের অন্তঃপাতী সিবসী নামক স্থানে বার্ষিক ৪৫০ পাউণ্ড বেতনে ধর্ম্মযাজকের পদে নিয়োজিত হন। ইতিমধ্যে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের সারবত্তা সম্বন্ধে আনিবেসাণ্টের মন সন্দেহ দোলায় দোলিত হয়। এ পর্য্যন্ত খৃষ্টধর্ম্মের সপক্ষে ও বিপক্ষে যতগুলি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, আনি ক্রমে ২ তৎসমস্ত অধ্যয়ন করিলেন; কিন্তু কিছুতেই পরিতৃপ্তা হইতে পারিলেন না। অবশেষে আনি ডাক্তার পুসীর পরামর্শ গ্রহণ করিলেন। ঈশ্বরানুরাগী পুসী বলিলেন, পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত সত্যাবধারণের আর প্রকৃষ্ট পথ নাই। আনি বেসাণ্ট তাঁহার পরামর্শ মতে সাক্ষাৎ পরমেশ্বরের উপাসনাই সার ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিলেন।

এই সময়ে খৃষ্টীয় সমাজে এক মহা আন্দোলন সমুত্থিত হয়। মহাত্মা যীশুর মৃত্যু দিন স্মরণার্থ খৃষ্টীয় ভজনালয়ে এক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হয়। খৃষ্টানগণ সমস্ত ক্রিয়ার মধ্যে এইটীকে সর্ব্বপ্রধান ও অতি পবিত্র জ্ঞান করেন, ইহাকে "Holy communion" বলে। সীবসী ভজনালয়ে যখন এই ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইতেছিল, আনি বেসাণ্ট তখন তথায় উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানে অনাস্থানিবন্ধন ব্রহ্মবাদিনী বেসাণ্ট ভজনালয় হইতে বাহির হইয়া আইসেন। তথায় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে মনে করিলেন, শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন ইনি ভজনালয় পরিত্যাগ করিলেন। এই ঘটনার কয়েকদিন পরে বেসাণ্ট একখানি পুস্তিকা প্রচার করেন। তাহাতে খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে কঠোর সমালোচনা বাহির হয়। বেসাণ্ট পুস্তকে স্বীয় নাম প্রকাশ করেন নাই। বহির্ভাগে কেবল "জনৈক ধর্ম্মযাজক-পত্নী কর্ত্তৃক" এই কথা কয়েকটি লিখিত ছিল। এই পুস্তিকা প্রকাশিত হইলে খৃষ্টীয় সমাজে এক মহা হুলস্থুল পড়িয়া

যায়। খৃষ্টান, প্রচারকের পত্নী অখৃষ্টান! এই গুরু অপরাধ অমার্জ্জনীয়। হয় আনি পতির সহধর্ম্মিণী হউন, নয় তাঁহাকে পরিত্যাগ করুন, এই বলিয়া খৃষ্টীয় সমাজ রেভারেণ্ড বেসাণ্টকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। ইনি উভয় সঙ্কটে পড়িলেন। যদি পত্নীকে পরিত্যাগ না করেন, তাহা হইলে চাকরী যায়, ধর্ম্মযাজকের পদ হইতে অপসৃত হইতে হয়; আবার যদি স্বীয়পদ অক্ষুণ্ণ রাখিতে হয়, তাহা হইলে প্রিয়তমা পত্নীকে পরিত্যাগ করিতে হয়। ধর্ম্ম বিষয়ে মত ভেদ হইলেও আনি এক দিনও অন্য কোন প্রকারে পতির বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। অবশেষে আনি স্বীয় বিবেকবাণীর অনুকরণ করা শ্রেয়ঃ জ্ঞানে দুঃখের সহিত প্রিয় পতির নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়া জননীর নিকট আগমন করেন। রেভারেণ্ড বেসাণ্ট পত্নীর কথা একবারে বিস্মৃত হইতে পারিলেন না। আনিরসাংসারিক অভাব মোচনার্থ মাসে মাসে কিছু কিছু অর্থসাহায্য করিতে লাগিলেন। এদিকে বেসাণ্ট ধাত্রীর কার্য্য করিয়া এবং মধ্যে মধ্যে সাময়িক পত্রিকাদিতে প্রবন্ধাদি লিখিয়া যৎ-কিঞ্চিৎ অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, তদ্দ্বারা একপ্রকার সুখে স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে লাগিল। লণ্ডন নগরে অবস্থানকালে তত্রত্য ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক মহাত্মা মনকিওর কনওয়ের (Moncure Conway) ধর্ম্মোপদেশ অভিনিবিষ্ট-চিত্তে নিয়মিত শ্রবণ করিতেন এবং তত্রত্য ব্রাহ্মসমাজে হৃদয়ের সহিত যোগদান করিতেন। এই সময় হইতে বেসাণ্ট বিশ বৎসর কাল খৃষ্টীয় পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে অপরাজিতচিত্তে সংগ্রাম করেন। খৃষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধে প্রবন্ধাদি লিখিবার জন্য তাঁহার অধি-কাংশ সময় অতিবাহিত হইত।

১৮৭৪ খৃঃ অব্দে একদিন "ন্যাশ্যা-ন্যাল রিফরমার নামক একখানি সাপ্তা-হিক সংবাদ পত্র আনি বেসাণ্টের হস্তগত হয়। এই সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া বেসাণ্ট স্থানীয় বিজ্ঞান মন্দিরে ব্রাডল সাহেবের বক্তৃতা শ্রবণার্থ গমন করেন। যৌবনের প্রথমাবস্থায় জড়বাদী নাস্তিক বলিয়া ব্রাডলর একটা দুর্নাম শুনা যায়। কিন্তু ব্রাডলর শেষ জীবনী আলোচনা করিলে তাঁহার আস্তিক্য বুদ্ধির কতক আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। ব্রাডল এক বক্তৃতায় বলেন, (The Atheist does not say "There is no God," but he says I know not what you mean by God; I am without an idea of God "অর্থাৎ নাস্তিক একথা বলেন না যে ঈশ্বর নাই, কিন্তু এই কথাই বলেন যে "ঈশ্বর শব্দের অর্থ কি তাহা আমি জানি না। ঈশ্বর সম্বন্ধে আমার ধারণার অভাব"। অন্তিম-কালে ব্রাডলর অন্তরে ভগবৎ প্রীতি সমুদিত হইয়াছিল কি না জানি না, তবে এ কথা সত্য যে তিনি যাবজ্জীবন

পরমেশ্বরের প্রিয়কার্য্যে দেহ মন প্রাণ নিয়োগ করিয়াছিলেন। মহামতি ব্রাডল আমাদিগের জাতীয় মহাসমিতির অন্যতম সহায় ছিলেন।

সেইদিন বিজ্ঞান মন্দিরে ব্রাডলর বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া বেসাণ্ট গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। বেসাণ্ট উক্ত বাগ্মীর কূট বৈজ্ঞানিক তর্কজালে এরূপ আবদ্ধ হইয়াছিলেন যে কিছুতেই তাহা হইতে মুক্ত হইতে পারিলেন না। ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং তাঁহার স্বরূপ বিষয়ে নানাপ্রকার সংশয় আসিয়া বেসাণ্টের কোমল মনকে বিজড়িত করিল। ইতঃপূর্ব্বে এক বিশেষ ঘটনা বেসাণ্টের আস্তিক্যবুদ্ধির স্রোতকে রুদ্ধ করিয়া দেয়। তাহা এইঃ—বেসাণ্টের একটি পুত্র ও একটি কন্যা। যখন কন্যার বয়স সাত মাস, তখন শিশুটী শ্বাসরোগে কষ্ট পায়। কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া কন্যাটীর ক্লেশ দেখিয়া বেসাণ্ট তাহার জীবনাশায় জলাঞ্জলি দিয়া একবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার মনে এক প্রশ্নের উদয় হইল যে, ঈশ্বরকে শাস্তিদাতা বলা যাইতে পারে কি না? তিনি যদি শাস্তিদাতা হইতেন, তাহা হইলে আমার কন্যা এতদিনে আরোগ্যলাভ করিত। কিন্তু তাহা যখন হইতেছে না, তখন ঈশ্বর শাস্তিদাতা নন। ইহা মিথ্যা কথা। অবশেষে বেসাণ্ট ক্রোধিত হইয়া বলিলেন, "How canst Thou torture a poor baby so? Why dost Thou not kill her at once and let her be at peace" তুমি কেন এই হতভাগ্য শিশুকে এরূপ কষ্ট দিতেছ? তুমি কেন এখনই ইহাকে মারিয়া ফেলিয়া ইহার সমস্ত ক্লেশের অবসান করিতেছ না? যাহাহউক অনেক কষ্টের পর কন্যাটী আরোগ্যলাভ করেন। কিন্তু এই সময় হইতে বেসাণ্ট ঈশ্বরের আরাধনা পরিত্যাগ করিলেন এবং পরে ব্রাডলর বক্তৃতাতে মুগ্ধ হইয়া নাস্তিকতা ও জড়বাদ গ্রহণ করিলেন।

(ক্রমশঃ)

বাঙ্গালী কমিসনার।

ধন্য ধন্য আজ ধন্য বঙ্গবাসী
কি নব উৎসবে সবে মাতোয়ারা,
এমন সুদিন কবে হবে আর?
খুলে গেছে শত আনন্দ-ফোয়ারা।

ভারতের ভাগ্যে যে পদ-মর্য্যাদা
ঘটে নাই কভু, বাঙ্গালী সে পদ
পাইলেন আজ প্রতিভার গুণে
এ হ'তে কি আছে অতুল সম্পদ?

কি সুখ বারতা শুনিনু শ্রবণে।
স্বদেশের মান করিতে বর্দ্ধিত,
কে কবে পেয়েছে এহেন সম্মান?
কমিশনারীতে রমেশ বরিত।

বাঙ্গালী বলিয়ে তুচ্ছ করে যারা,
দেখুক চাহিয়া বাঙ্গালী রমেশে,—
মানসিক বলে কত বলীয়ান,
কতই যশস্বী স্বদেশে বিদেশে!

কার্য্যপটুতায় ইংরাজ সদৃশ,
সুধীর প্রবীণ অগাধ পণ্ডিত,
উৎসাহে উদ্যমে অদম্য অটল,
স্বাধীনপ্রকৃতি সর্ব্বত্র বিদিত।

দেশের কল্যাণে সঁপি দেহ মন
কে খাটিবে এত রক্ত করি জল?
এ হেন সুহৃদ কেবা আছে আর,
নিয়ত কামনা প্রজার মঙ্গল।

সাহিত্য সমাজে স্বনাম-বিখ্যাত
সুলেখক বলি সকলে আদরে,
উপন্যাস লিখে কতই সুনাম!
মাতৃভাষা ঋণী রমেশের করে।

শিক্ষা বিভাগেতে উচ্চ অধিকার
কে পেয়েছে এত তাহার মতন?
"ইতিহাসে তিনি 'অথরিটী 'আজ'
শত মুখে সবে করিছে কীর্ত্তন।

যেদিগেতে চাই সেই দিগে তাঁর
সমকক্ষ লোক দেখিতে না পাই,
উদার ইংরাজ গুণ-পক্ষপাতী,
গুণীর গৌরব করেছেন তাই।

দেও ধন্যবাদ 'স্যার ইলিয়াটে'—
বঙ্গবাসী সবে একান্ত হৃদয়ে,
সব দোষ ভুলে গাও তাঁর গুণ
একতানে আজ একপ্রাণ হয়ে।

লর্ড এল্‌গিনের শাসন সময়
বাঙ্গালীর কত বাড়িছে সম্মান,
চিরস্মরণীয় এল গিন নাম
হইল ভারতে,—তাই যশোগান

করিছে সকলে—ভারত সন্ততি।
সাধে কি ও নামে বিশকোটী প্রাণ
মাতিয়ে উল্লাসে—দিয়ে করতালি
কহিছে "এল্‌গিন—উদার প্রকৃতি।"

ধন্য ভিক্‌টোরিয়া—শাসন তোমার!
রাজা প্রজা আজ সকলি সমান,
নাহি পক্ষপাত—ইংরেজ নেটিভে,
গুণ দেখে সবে করিছ সম্মান।

থাকো মা সুখেতে—দীর্ঘজীবী হয়ে,
প্রজাহিত-ব্রত পালো অনিবার,
'জয় ভিক্‌টোরিয়া' হোক জয়ধ্বনি
হিমালয় হ'তে কুমারিকা পার।

দেও উলুধ্বনি পুরনারীগণ—
সবে মিলি আজ দেশের সম্মানে,
কদলী পুতিয়ে ঘরের দুয়ারে
রাখো পূর্ণ কুম্ভ রমেশ-কল্যাণে।

নির্ব্বাণ-প্রদীপ জ্বলিছে আবার!
নিরাশা আঁধারে আশা চন্দ্রোদয়,
বিধির বিধানে সকলি সম্ভব,
ভারত-ভবিষ্য উজ্জ্বলতাময়।

দৈববাণী যেন পশিয়াছে কাণে
চির দুঃখ নাই অদৃষ্টে কাহার,
"সুখ অন্তে দুঃখ, দুঃখ অন্তে সুখ"
মহা সত্য হ'ক ভারতে প্রচার।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় ফুটায়েছে আঁখি
অন্ধজনে এবে চিনিয়াছে পথ,
উন্নতি-শিখরে তাই অগ্রসর
হতেছে লঙ্ঘিয়ে অলঙ্ঘ্য পর্ব্বত।

কে রোধিবে গতি ?—উন্নতির স্রোত
বহিছে ভারতে তর তর বেগে,
পাষাণ চাপুক—কি হইবে তায় ?
বাধা পেলে স্রোত ধায় মহাবেগে।

কিছুতে এ বেগ থামিবার নয়।
ভাসাবে পাষাণ তৃণের সমান,
শত বরষের বাধা বিঘ্ন যত
কঠিন আঘাতে হবে তিরোধান।

ইংরেজ শাসন উন্নতির মূলে,
কায়মনে তারে কর আলিঙ্গন,
দুঃখের তিমির হবে অবসান
উদিবে আবার সৌভাগ্য-তপন।

এস্কুইমোজাতি।

উত্তর মহাসাগরের অন্তর্গত দ্বীপ সমূহে এস্কুইমো জাতির বাসস্থান। তবে গ্রীনলণ্ড দেশে ইহাদিগের সংখ্যা যত অধিক্য এত আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। সমুদয় গ্রীনলণ্ডে ৫০০০ হাজার এস্কুইমো বাস করে।

এস্কুইমোগণ ইংরাজদিগের অপেক্ষা খর্ব্বাকৃতি। ইহারা সাধারণতঃ ৫ ফুটের অধিক উন্নত হয় না। বিদেশীয় কোন জাতির সহিত এস্কুইমোদিগের ঘনিষ্টতা না থাকাতে ইহাদিগের ভাষা ও আচার ব্যবহার অদ্যাপি অপরিবর্ত্তনীয়ভাবে বর্ত্তমান আছে। ইহাদেরমধ্যে সভ্যতার স্রোত প্রবাহিত না হওয়াতে ইহারা আজিও প্রাচীন পরিচ্ছদাদির পরিবর্ত্তন করে নাই। ইহাদিগের পরিচ্ছদ শীল, বল্গা হরিণ কিম্বা তিমি মৎস্যের চর্ম্মে নির্ম্মিত সূচীর পরিবর্ত্তে পক্ষীর সূক্ষ্ম অস্থিতে এবং সূত্রের পরিবর্ত্তে বল্গা হরিণ, তিমি বা শীলের তন্তুতে ইহারা পরিচ্ছদের সেলাই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে।

গ্রীনলণ্ডের উত্তর প্রদেশীয় এস্কুইমোগণ তুষার-গৃহে বাস করে। কিন্তু উত্তর দ্বীপের দক্ষিণাংশবাসিগণ প্রস্তর কিম্বা কাষ্ঠনির্ম্মিত কুটীর বৃক্ষশাখা ও কর্দ্দমাদিতে আচ্ছাদিত করিয়া তাহাতে বাস করিয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে এস্কুইমো জাতি চর্ম্মনির্ম্মিত তাঁবুতে বাস করিতে ভাল বাসে। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় বহুসংখ্যক এস্কুইমো পরিবার অল্পস্থানের মধ্যে বাস ও আহার বিহারাদি করিয়া থাকে।

উত্তর মেরুপ্রদেশে যে সকল জন্তু দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, তৎসমুদয়ই

এস্কুইমো জাতির ভোজ্য। কিন্তু বৎসরের কয়েক মাস শীল ও সিন্ধুঘোটক ইহাদিগের প্রধান খাদ্য। অপরিণামদর্শিতা অনেক সময় এস্কুইমোদিগের অসঙ্গতির কারণ। কাপ্তেন পারী বলেন, খাদ্যাভাবে এসকুমো পরিচ্ছদ চর্ব্বণ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেছে ইহা তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন।

এস্কুইমো জাতির সন্তান সন্ততিগণ যতদিন না ২।৩ বৎসরবয়স্ক হইয়া স্ব স্ব শরীর রক্ষার জন্য অন্যান্য ব্যক্তিদিগের অনুকরণ করিতে শিক্ষা করে, ততদিন জননীগণ তাহাদিগকে অতি যত্নের সহিত সর্ব্বদা পশম পরিচ্ছদে আবৃত করিয়া পৃষ্ঠে বহন করিয়া থাকেন। অতি বালককাল হইতেই এস্কুইমোগণ তীর ও ধনুক ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে। লক্ষ্য স্থির করিবার জন্য প্রস্তর খণ্ড কোন নির্দ্দিষ্ট বস্তুর প্রতি ছুড়িবার প্রথা এজাতীয় বালকদিগের মধ্যে বড়ই প্রচলিত। বালকগণ যাহাতে নৌকা-চালন বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হইতে পারে, তজ্জন্য পিতা পুত্রকে দশম বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে এক খানি নৌকা প্রদান করিয়া থাকেন। ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম হইলে পুত্র পিতার সহিত শীল ধরিতে গমন করে। প্রথম ধৃত শীল বন্ধুবান্ধবে একত্রিত হইয়া অতি আনন্দের সহিত ভোজন করিয়া থাকে।

চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকাগণ শেলাই, রন্ধন ও চর্ম্ম প্রস্তুত করণ প্রভৃতি কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে। ষোড়শবর্ষীয়া যুবতীগণ গৃহনির্ম্মাণ ও নৌকা চালন বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী দেখা যায়।

পুরুষেরা পশু ও মৎস্য শিকারের সমুদয় অস্ত্র এবং বোটনির্ম্মাণোপযোগী কাষ্ঠাদি প্রস্তুত করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকগণ বোটসকল চর্ম্মাবৃত করে। কোন শীল মৎস্য ধৃত করিয়া তীরে আনীত হইলে এস্কুইমো রমণীগণ উহা খণ্ড খণ্ড করিয়া রন্ধন করে এবং বস্ত্র পাদুকা ও অন্যান্য দ্রব্য নির্ম্মাণোপযোগী অংশ সকল স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র করিয়া তাহাতে যথোপযুক্ত দ্রব্যাদি নির্ম্মাণ করে।

সূচিকার পরিবর্ত্তে রমণীগণ সূক্ষ্মধার অস্থি ব্যবহার করিয়া থাকে। অস্ত্রের মধ্যে গোলাকৃতি এক প্রকার ছুরিকার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। যতদিন স্ত্রীলোকগণ পিতা মাতার নিকট প্রতিপালিত হয়, ততদিন তাহারা সৌভাগ্য ভোগ করে। কিন্তু বিংশ বৎসরের পর হইতে ইহাদিগের জীবন বড়ই কষ্টকর হইয়া পড়ে।

গ্রীনলণ্ডে পণ্য দ্রব্য অতি অল্পই আছে। প্রস্তরনির্ম্মিত রন্ধন পাত্র, তীর ধনু ও অন্যান্য শিকারোপযোগী অস্ত্র শস্ত্র ব্যতীত এখানে অন্য কোন পণ্য দ্রব্য নাই। দক্ষিণ গ্রীনলণ্ডে ভাসমান কাষ্ঠ সকল দৃষ্টিগোচর হয়। ঐ সকল কাষ্ঠ এতদ্দেশীয় লোকদিগের পণ্যের

সংখ্যা বৃদ্ধি করে। দক্ষিণাঞ্চলবাসীরা ঐ সকল কাষ্ঠে নানাবিধ দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া তাহার বিনিময়ে অস্থি, তিমি-তন্ত এবং সিন্ধুঘোটকের মাংস গ্রহণ করিয়া থাকে। তাহারা সচরাচর বরফের উপর চলিতে সক্ষম। চক্রহীন শকট অথবা জলযানে পণ্য দ্রব্য লইয়া সপরিবারে বাণিজ্যার্থে বহির্গত হয়। এস্‌কুইমো জাতি ভ্রমণ করিতে এত ভাল বাসে যে কোন প্রয়োজন থাকিলেও তাহারা স্থান পরিবর্ত্তন না করিয়া থাকিতে পারে না। ইহারা প্রায়ই একবর্ষ বা ততোধিক কাল বিদেশে অতিবাহিত করে। জল ও স্থল উভয়ই ইহাদিগের সমান ব্যবহার্য্য।

স্বদেশীয়দিগের দ্রব্যাদি বলপূর্ব্বক গ্রহণ করা ইহারা বড়ই ঘৃণাকর বলিয়া মনে করে। কিন্তু ইয়ুরোপীয়দিগের সহিত প্রতারণা বা তাহাদিগের দ্রব্যাদি অপহরণ করিতে পারিলে বড়ই প্রীত হইয়া থাকে। স্বর্ণ এস্‌কুইমোদিগের নিকট টিন বা পিতল অপেক্ষা অধিক মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হয় না। লোহ যেরূপই হউক না কেন ইহারা অতি যত্নের সহিত গ্রহণ করে।

এস্‌কুইমোগণ উৎসবাদিতে বড় অমনোযোগী নহে। তাহারা পরস্পর পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া বরফের উপর বলের ক্রীড়া করিতে বড়ই ভাল বাসে। বালকগণ অস্থি লইয়া বরফের উপর অতি আনন্দের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকে। এস্‌কুইমো জাতির প্রধান উৎসবের নাম সূর্য্যোৎসব। ২১শে ডিসেম্বর যখন এখানে দিনমান সর্ব্বাপেক্ষা অল্পকাল-ব্যাপী হয়, সেই সময় সূর্য্যের পুনর্দ্দর্শন পাইবার জন্য ইহারা এই উৎসব করে। সমস্ত গ্রীনলণ্ডে এই দিনে আনন্দ উৎসব হয়, ও আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব পরস্পরে একত্রিত হইয়া প্রীতি-ভোজ, অভিনয় ও সঙ্গীতাদি করিয়া থাকে।

এস্‌কুইমোদিগের বাদ্য যন্ত্রের মধ্যে কাষ্ঠ বা অস্থিনির্ম্মিত এক প্রকার ঢক্কা দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল ঢক্কা হরিণ চর্ম্ম বা তিমি মৎস্যের জিহ্বার ত্বক্ দিয়া আচ্ছাদিত। বাদ্য করিবার সময় এসকুইমোগণ সঙ্গীদিগের মধ্যে দণ্ডায়মান হয় এবং প্রত্যেকবার যন্ত্রে আঘাত করিবার সময় নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গি করিয়া এক এক বার লম্ফ দিয়া উঠে। ইহারা শীল মৎস্য শিকার বা সুন্দর ঋতু আগমনসূচক গীত গান করিয়া থাকে।

এসকুইমোদিগের কোনও রাজা নাই, সুতরাং রাজনৈতিক কোন নিয়মেরও অধীন হইয়া চলিবার প্রয়োজন হয় না। কতকগুলি চির প্রচলিত আচার পদ্ধতির অনুবর্ত্তী হইয়া তাহাদিগকে চলিতে হয় মাত্র। এস্‌কুইমোদিগের মধ্যে নিম্ন লিখিত পদ্ধতি সকল প্রচলিত আছে।

(১) যে কোন ব্যক্তি শিকারে প্রবৃত্ত হইতে পারে।

(২) আবাস গৃহের নিকটেই হউক বা দূরেই হউক যে কোন ব্যক্তি কোন ভাসমান কাষ্ঠ দেখিতে পাইয়া তাহার উপর এক খণ্ড প্রস্তর স্থাপন করিলেই উহা তাহারই নিজস্ব হইল।

(৩) যদি কোন ব্যক্তি কোন শীল মৎস্যের উপর বর্শা নিক্ষেপ করিয়াও উহা সংহার করিতে সক্ষম না হয়, আর অন্য কোন ব্যক্তি উহা সংহার করে, তাহাহইলে উক্ত শীল মৎস্য. প্রথম আক্রমণকারীর সম্পত্তি হইল।

(৪) দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একত্রিত হইয়া কোন প্রাণী সংহার করিলে উহা সকলেই সমভাগে বণ্টন করিয়া লইবে।

(৫) অনেকে একত্রিত হইয়া যদি কোন শীল শিকার করে, তাহা হইলে যাহার তীর উক্ত প্রাণীর হৃদয় বা তৎসন্নিহিত কোন স্থানে বিদ্ধ হইবে, সেই উহা গ্রহণ করিয়া সহযোগিগণকে ইচ্ছানুসারে কিঞ্চিৎ অংশ প্রদান করিবে।

এস্কুইমোগণ কার্য্যোপযোগী উপাদানের ও শিক্ষার অভাব সত্বেও যেরূপ দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া থাকে, তাহা দেখিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। ইহারা চিরপ্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া কোন দ্রব্যের গঠন প্রণালীর উন্নতি করিতে মনোযোগী হয় না। ইহাদিগের গৃহ অতি সুন্দরভাবে নির্ম্মিত হয়। উহাতে তাপ ও আলোক সমাগমের বিশেষরূপ বন্দোবস্ত করে। গৃহ অপেক্ষা নৌকা নির্ম্মাণে ইহারা আরও নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া থাকে। অনেকে বলেন, সভ্যসমাজ চেষ্টা করিলে গ্রীনলণ্ডবাসীর অপেক্ষা সুন্দরতর কেয়াক(Kayak)নৌকা প্রস্তুত করিতে পারেন কিনা সন্দেহ। উক্ত নৌকা দেখিতে আমাদিগের দেশের সালতির ন্যায় এবং দৈর্ঘ্যে ৮ হইতে ২০ ফুট পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়। তবে সালতির ন্যায় ইহার প্রস্থ সর্ব্বত্র একরূপ নহে। ইহার মধ্যস্থল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রশস্ত মধ্যস্থল হইতে ক্রমশঃ অপ্রশস্ত হইয়া দুইধারে সূক্ষ্ম হইয়া গিয়াছে। শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয় এক এক খানি কেয়াক এক দিন ৬০।৭০ মাইল গমন করিতে সক্ষম হয়।

(ক্রমশঃ)

প্রতিবাসী।

১

কারে বলি প্রতিবাসী,
যারে আমি ভাল বাসি;
যে আমারে ভাল বাসে,
সুখে হাসে দুখে গলে।

যার কাছে সব খোলা,
যার কাছে সব বলা ;
নাহিক কিছুই ছাপা,
যে আমারে সব বলে॥

২

যথা এক পরিবারে,
অন্ন বস্ত্র ভাগ করে ;
প্রতিবাসী—পরিবার,
সুখ দুখ করে ভাগ।
আপনার ভাব সবে,
তারাও আপন হবে,
নাহিক অভিন্ন কিছু,
অনুরাগে অনুরাগ॥

৩

ভাইরে এসেছি ভবে,
ভাব ফের যেতে হ'বে ;
বাহির হয়েছি মোরা
ভব তীর্থ দরশনে।
এক সঙ্গে খাই দাই,
এক সঙ্গে মিলি যাই ;
একত্রে ধরিত্রী কোলে
শুইব অমিল কেনে ?

৪

কেন বোন রাগ কর,
জ্বালাও ও জ্বলে মর ;
তুমি রাঁধ, এনে দিই
যা'পাই ভবের হাটে।
সুখেতে দুঃখের ভাত,
খাই এস পাতি পাত ;
বিরমিব সেথো সাথে
সরাইয়ে রাত কেটে॥

৫

খোঁড়া-মাথে ভারী বোঝা ;
যেতে নারে হয়ে সোজা ;
এই তো মোদের দশা,
তায় যাব বহু দূর।
না ফেলি চোকের জল,
ছাড়িবে সঙ্গীর দল ;
সম্বল করিয়া ধর্ম্ম,
চল ত্বরা পুণ্য-পুর।

৬

অতএব মিলে চল,
সবিনয় বাক্য বল ;
রুষ্ট ভাবে কারো মনে,
দিওনা দিওনা ব্যথা।
কারেও ভেবনা পর,
প্রতিবাসী সহোদর ;
তুমিও তাদের জেন,
নাহিক তার অন্যথা॥

৭

স্বার্থপর হয়ে পর
ভাব, কিন্তু অতঃপর
বুঝিবে কেহই নাই
প্রতিবাসী ধরাতলে।
কত কাল ভ্রমে পড়ি,
বেড়াইব মিছে ঘুরি ;
আত্ম পর মিছে বাছা,
মুক্তি এই যুক্তি বলে॥

৮

এক পিতা সবাকার,
নাহি ভিন্ন কিছু কার,
যাহে বাঁচি * আছে তাহা
সবাকার সমভাবে।
কারো মন্দ কারো ভাল,
নাহি হ'বে কোন কাল ;
সবারে আপন বল,
সুখে দিন চলে যাবে।

শ্রীন।

* যথা বায়ু, জল, আলোক।

যথার্থ প্রভুত্ব কি ?

আজ কাল প্রভুত্ব লইয়া সকলেই ব্যস্ত; পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পিতার প্রভুত্বে অসুখী, কনিষ্ঠ ভ্রাতারা এখন আর ভরত, লক্ষ্মণ, ভীম, অর্জ্জুন প্রভৃতির ন্যায় জ্যেষ্ঠের প্রভুত্বে সুখী নহেন, বধূ শ্বশুর শ্বাশুড়ীর প্রভুত্ব গ্রাহ্য করেন না, পত্নী স্বামীর প্রভুত্ব মানেন না—সকলেই স্ব স্ব প্রভুত্ব রক্ষা করিবার জন্য লালায়িত। বিশেষতঃ অন্তঃপুরবাসিনী সংসারানভিজ্ঞা বধূগণ প্রভুর উপর প্রভু হইয়া, পরিবারে কেমন একটা অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়া সুখের সংসারকেও বিষময় :করিয়া তুলেন। ইঁহারা নিয়ত স্বার্থ ও বিলাসিতার পূজা করিয়া মনে ভাবেন যে আমি প্রভু, কিন্তু ভাবেন না যে "তা বড় প্রভুরও প্রভু" আছেন, তিনি জগৎ-প্রভু। যদি এই অন্তঃপুর প্রভুগণ যথার্থ প্রভুত্ব করিতে জানিতেন তাহা হইলে সংসার বড়ই সুখের হইত; কিন্তু তাঁহাদের প্রভুত্ব কেবল "মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা।" তাঁহাদের প্রভুত্ব অনাথা মাতা, ননন্দা, নিরীহস্বভাব দাস দাসী এবং পত্নীব্রত বেঁচারা পতিকে পীড়ন করিবার ও লাঞ্ছনা দিবার জন্য। শাস্ত্রে দমন ও পালনের দুইটী কথা আছে (অবশ্যই রাজা বা প্রভুদিগের পক্ষে)। এই অন্তঃপুর সম্রাজ্ঞীগণ অন্যান্য প্রভুধর্ম্মগুলি পালন করুন্ আর নাই করুন্, কিন্তু দমন, পালন দুটী তাঁহারা রক্ষা করিয়া থাকেন। তবে কিনা পুরাণের পুরাণত্ব আর এই সভ্যতার দিনে ভাল লাগে না, তাই নূতনত্বের আবশ্যক বলিয়া তাঁহারা "দুষ্ট দমন ও শিষ্ট পালনের" স্থলে শিষ্টদমন ও দুষ্টপালন করিয়া থাকেন। এই প্রভুগণের শাসনদণ্ড প্রায় দুইটি পরিবারে চলিয়া থাকে, তন্মধ্যে শ্বশুর পরিবারে দমন আর পিতৃপরিবারে পালন প্রথা প্রচলিত করিয়াছেন। (যে অন্তঃপুরবাসিনীগণ এইরূপ প্রভুত্বের পক্ষপাতিনী নহেন, তাঁহাদের জন্য এ প্রবন্ধের অবতারণা নহে।) আর যাঁহাদের উপার্জ্জনে অন্তঃপুর প্রভুগণের প্রভুত্ব, সেই সব পত্নীব্রত পতিগণের ক্ষমতা যখন পত্নীকর্তৃক পরিচালিত, তখন তাঁহাদের জানিবার আবশ্যকতা নাই যে শ্বশুর সম্বন্ধী ব্যতীত ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ আরও কতক গুলি পরিবার তাঁহাদের পোষ্য হওয়া উচিত। সুতরাং যাঁহারা প্রভু, তাঁহাদের নিকট বক্তব্য এই যে যাহারা নিরাশ্রয় হইয়া তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের সম্মান হরণ দ্বারা উৎপীড়ন করিলে তোমার প্রভুত্বের প্রভা বৃদ্ধি হইবে না। যদি নিজের একটুকুও স্বার্থত্যাগ করিতে না পারিলে, তবে তোমার প্রভুত্বের ফল কি? অন্যকে সুখী করার জন্য ত্যাগস্বীকার করিয়া সুখী হওয়া, অন্যের জীবন রক্ষা করিবার জন্য নিজ

জীবন দিতে প্রস্তুত হওয়া প্রভুত্বের ভিত্তি, কেবল আদেশ ও পীড়ন করিলে প্রভুর কার্য্য হয় না। যাহাহউক এই অন্তঃপুর প্রভুগণের জন্য তাঁহাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধি ভগিনী একটী ক্ষুদ্র উপহার সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের করে অর্পণ করিল।

কোনও সময় ক্যাম্পাডাউনে ডচ্ ও ইংরেজে একটী যুদ্ধ সংঘটন হয়। উভয় পক্ষে বহুক্ষণ ধরিয়া সিংহবিক্রমে যুদ্ধ চলিয়াছিল এবং বহুতর লোক হত ও আহত হইয়াছিল, কিন্তু অবশেষে বিজয়লক্ষ্মী ইংরেজের হস্তগত হইল। ডচ্‌দিগের অনেকগুলি জাহাজ ইংরেজাধিকৃত হইয়াছিল, তন্মধ্যে ডেল্‌ফট্ নামক একখানি জাহাজ ভগ্নপ্রায় হইয়াছে দেখিয়া ইংরেজগণ ৫ দিন কাল ধরিয়া উহা রক্ষা করিবার জন্য বিস্তর প্রয়াস পাইয়াছিলেন; কিন্তু ঐ জাহাজ রক্ষা হইল না দেখিয়া উহার আশা পরিত্যাগ করিলেন। যদিও উহার আশা পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু কর্ত্তব্য ভুলিলেন না। তাঁহারা ডচ্ সেনাপতির জীবন রক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ঐ জাহাজে ডচ্ সেনাপতি হিউবর্গ অনেকগুলি আহত ও পীড়িত সৈন্যের সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গিগণের অবস্থা তখন এমত শোচনীয় যে তাহাদিগকে স্থানান্তরিত করা বা নিরাপদ স্থানে লইয়া যাওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং তাহাদের সহিত জলমগ্ন হইবার জন্য হিউবর্গ প্রতিমুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু এখন ইংরেজ সেনাপতির প্রস্তাবে ডচ্ সেনাপতি বলিলেন, "আমি কি আমার অধীনস্থ স্বদেশবাসিগণকে পরিত্যাগ করিয়া নিজের জীবন লইয়া পলাইব? না,না, যে সকল সাহসিক সঙ্গী স্বদেশের জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, আমি কখনও তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিব না, তাহা অপেক্ষা সহস্রবার মৃত্যুকে শ্রেয়ঃজ্ঞান করি।" হিউবর্গের এই মহত্ত্বত্তরে ইংরেজ সেনাপতির মন বিগলিত হইল, তিনি ডচ্ সেনাপতিকে শত শত ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন "ঈশ্বর আপনাকে অনুগ্রহ করুন, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আপনার সহিত ইহাদের রক্ষার্থ সাহায্য করিব।" এই বলিয়া তিনি তাঁহার লোকদিগকে রসেল নাম্বা জাহাজ পরিত্যাগ করিতে বলিলেন এবং ডচ্‌দিগের সাহায্যে নিজে ডেল্‌ফট জাহাজে থাকিয়া রসেল জাহাজ হইতে বোট আনয়ন করিলেন। সেই বোটে যতগুলি লোক ধরে, ততগুলি করিয়া লোক দুইবার রসেল জাহাজে রাখিয়া আসিল, তৃতীয়বার ডেল্‌ফটের নিকট বোট না পৌঁছিতেই হঠাৎ ডেল্‌ফট্ জলমগ্ন হইল। ডেল্‌ফটে ইংরেজ সেনাপতি, হিউবর্গ, তিনজন পদস্থ ডচ্ ও ৩০ জন নাবিক ছিলেন। এই ঘটনায় ইংরেজ সেনাপতি লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক জলে পড়িয়া সন্তরণদ্বারা জীবন রক্ষা করিলেন, কিন্তু মহাত্মা হিউবর্গ তাঁহার প্রিয় ডচ্‌গণের সহিত চিরকালের তরে জলমগ্ন হইলেন।

হিউবর্গ! তুমি ধন্য, ধন্য তোমার প্রভুত্ব! তোমার অধীনস্থগণও ধন্য, যাহারা তোমার ন্যায় প্রভুকে ভক্তি করিয়াছে—তোমার মত প্রভুর আদেশ পালন করিয়াছে!

"জাতিদ্রব্যবলানাঞ্চ সাম্যমেষাং ময়া সহ।
মৎপ্রভুত্বফলং ব্রূহি কদা কিংতদ্ভবিষ্যতি॥"

সেনাপতি হিউবর্গ! তুমি যথার্থ এই মহাবাক্যের সার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়াছ। কু, রা।

মহারাণীর ৭৫ জন্মোৎসব।



আয় ভাই, সবে মিলি,
হয়ে একমন-প্রাণ,
গভীর আরাবে করি,
রাণী মা'র যশোগান।
রমণী-ললাম মাতা,
রূপে রমা, গুণে বাণী;
ভারতে ভারতেশ্বরী,
বিলাতে ব্রিটিশ-রাণী।
সাগর-সম্ভবা মাতা,
কমলা-রূপিণী যাই,
প্রতিভাত দেব-জ্যোতিঃ,
শ্রীমুখ-মণ্ডলে তাই।
বিলাত সরোজ-রূপে,
ভাসিছে জলধি-জলে;
সরোজ-বাসিনী মাতা,
ভাসেন সে শতদলে।
মরতে স্থাপিলা মাতা,
ত্রিদিবের জয়-কেতু,
দুষ্টের দলন, আর
শিষ্টের পালন হেতু।
আমরা ভারতে রই,
হিমগিরি-পাদ মূলে;
রাণী মা বিলাতে রন,
সুদূর সাগর-কূলে।
সন্তান আমরা তাই,
বহু পথ দূরে রই;
জননীর স্নেহ-গুণে,
দূরে থেকে দূরে নই।
আকাশের রবি শশী,
যদিও সুদূরে রয়;

তাদেরি আলোকে এই
ভূলোক আলোকময়।
শুনেছি যে ত্রেতাযুগে,
লঙ্কেশ পাশব বলে
বেঁধেছিল নাগপাশে,
বাসবাদি দেবদলে।
জননীর গুণে বাঁধা,
আজি সেই দেবগণ,
কলিতে পার্থিব ব্রত
করিছেন উদ্‌যাপন!
সংযমি কুলিশ-তেজ,
পরিহরি দেব-কাজ,
তারেতে তাড়িত বার্ত্তা,
সঞ্চালেন দেবরাজ।
চালান বরুণ বহ্নি,
বাষ্পরূপে অবতরি,
ভূমিতে পুষ্পক রথ,
অকূলে অর্ণব তরি।
বিনিদ্র বিতন্দ্র ভানু,
ভ্রমিছেন রক্ষি-বেশে,
রাণী মা'র পদাশ্রিত,
ভূভাগের উর্দ্ধদেশে।

মানুষ তো মানুষ সে,
বশীভূত দেবগণ,
সে হেন মায়ের ছেলে,
নহি মোরা সাধারণ।
মায়ের কোলেতে আছি,
মায়ের জয়েতে জয়;
শশি-কোলে মৃগ-শিশু,
নিষাদে কি করে ভয়?
মাভৈঃ ভারতবাসী!
কেন তবে ম্রিয়মান?
জননীর ভাগ্যবলে,
আমরাও বলীয়ান।
অচলে ভূতলে জলে,
যেখানে যখন যাই,
জননীর জয়ডঙ্কা,
সেখানে শুনিতে পাই।
দক্ষিণে গাহিছে সিন্ধু
জয় রাণীমা'র জয়!
গাও তবে সবে মিলি,
হয়ে এক-মন-প্রাণ
জলদ গম্ভীর রবে,
জননীর যশোগান।

শ্রীরাজভক্ত বিরচিত।

বীরবালা।

যখন সিকাগোর মহামেলা হয়, তখন একদা ৭০০ শত যাত্রী লইয়া একাখানা রেলগাড়ী দ্রুতবেগে সিকাগো অভিমুখে যাইতেছিল। জেনি কেরি নাম্নী দশম বর্ষীয়া এক বালিকা জানিত, রেলগাড়ী যে সেতু পার হইয়া যাইবে, তাহা আগুণ লাগিয়া কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে ধ্বংস হইয়াছে। রেলগাড়ীর চালক তাহা জানিত না। বালিকার পরিধানে একখানা লালরঙ্গের বস্ত্র ছিল, সে সেই বস্ত্র খুলিয়া হাতে লইল এবং তাহা ঘুরাইয়া গাড়ী থামাইতে সঙ্কেত করিল। চালক অতি ক্রোধের সহিত পথিমধ্যে গাড়ী থামাইল, কিন্তু যখন অবগত হইল বালিকা কি মহৎ কার্য্য করিয়াছে, তখন চালক ও শত শত যাত্রী সমকণ্ঠে তাহার নামে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। অনেকগুলি ফরাশী যাত্রী এই গাড়ীতে ছিলেন, তাঁহারা স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া ফরাসী সাধারণতন্ত্রের সভাপতিকে বলিয়া বালিকাকে এক সম্মানসূচক উপাধিতে ভূষিত করিয়াছে।

সঞ্জীবনী।

স্বর-সাধন প্রণালী।

(৩৫৩ সংখ্যা ৪৯ পৃষ্ঠার পর)

আলেয়া—মধ্যমান।
(রামমোহন রায় কৃত গীত।
নবীনচন্দ্র দত্ত কৃত স্বরলিপি।)

+। । । । +। । । ।
সা ম প প ধ ধনি ধ প
ম- নে- ক- র ম- নে- ক- র-
১মবার ২য়বার

৩। । । । ০।
মপ গম গ গম গম গঋ
শে- ষের সে

। । । ১। । । ।
ঋ গ ম প গঋ গঋ সা
দি- ন ভ- য়ং- ক- র,

+। । । । ৩। । । ।
সা সা মগ গ প প ধ ধনি ধপ ধ
অ- ন্যে বা- ক্য ক-বে কি- ন্তু,

০। ৮ । ৮ । ১। ।
সা' সা' ঋ সা' সা সা' নি ধ নি সা
তু- মি র- বে নি- রু-

। ।
নি ধ প ম প
ত্তর।

+। । ।
প প সা'
যার প্র-

। ৩। । । । ০। । । । ১।
সা' সা' সা' সা' সা' ধ ধ সা' সা' সা'
তি য- ত মা- য়া, কি- বা পু- ত্র কি-

। । ।
ঋ' সা' গ' ঋ' সা' সা' নি ধ নি ধ প
বা জা- য়া,

+। । । ৮ ৮৩৮ ৮ ।
প প মগ ম প প ধ
তা- র মু- খ চে- য়ে ত-

। । ০। । । ।
ধ নি ধপধ সা সা ঋ সা'
ত, হ- ই বে কা

১। । । ।
সা' নি ধ নি সা' নি ধ প ম প
ত- র।

+। । । । । ৩।
প প ধ নি ধ প ধ ধ সা' নি ঋ' সা'
গৃ- হে হায় হায়

। । ০। । । । । ।
সা' সা' ধ ধ সা' সা' সা' ঋ'সা'গ'ঋ'
শ- ন্য স- ম্মু- খে স্ব-জ- ন

। । +। । ।
সা' সা' নি ধনি ধপ প প ম গ
স্ত ব্ধ, না ড়ী ক্ষী

। ৩। । । । ০। । । ।
ম প প ধনি ধপধ সা' সা' ঋ' সা'
ণ, দৃ ষ্টি হীন, হি- ম ক- লে

১। । । ।
সা' নি ধনি সা' নি ধ প ম প
ব- র।

+। । । । ৩। । ।
প প ধ নি সা' ঋ' সা' সা' সা' সা'
অ- ত- এব সা- ব- ধা-

। ০। । । । ১। ।
সা' ধ ধ সা' সা' সা' সা' ঋ' গ'ঋ'
ন, ত্য জ দ্ব- ন্দ্ব অ- ভি-

। । +। । ।
সা' সা' নি ধ নি ধ প প প মগ
মা- ন, বৈ- রা- গ্য

। ৩। । । । । ০। । ।
ম প প ধ নি ধ প ধ সা' সা' ঋ'
অ- ভ্যা- স কর, স- ত্যে- তে

। ১। । । ।
সা' সা' নি ধ নি সা' নি ধ প ম প
নি- র্ভ- র।

স্বর সাধন প্রণালীতে যে গীত গুলির স্বরলিপি প্রদত্ত হইতেছে, সে গুলি হারমোনিয়ম, পিয়ানোফ্ট, ক্লারিয়নেট প্রভৃতি ইউরোপীয় বাদ্যযন্ত্রে এবং এসরাজ, সেতার, বেহালা সায়ঙ্গ ও বংশী প্রভৃতি ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রে বাজাইতে পারা যাইবে।

(ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। মহারাণী বিকটোরিয়ার পৌত্রবধূ গত ২৩এ জুন একটী পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছেন। ইনিই ভারতের ভাবী সম্রাট্। জগদীশ্বর ইঁহাকে কুশলে রাখুন।

২। গ্রীশদেশের ভূমিকম্পে দুর্দ্দশাগ্রস্ত লোকদিগের জন্য কলিকাতাতেও চাঁদা সংগ্রহ হইতেছে।

৩। ইউরোপের অধিকাংশ বিবাহ জুন মাসে হইয়া থাকে। এদেশে বৈশাখই প্রশস্ত।

৪। নরোয়েদেশে যাহাদের টিকা দেওয়া হয় নাই, তাহাদের ভোট দিবার অধিকার নাই।

৫। বহরমপুরের জলের কল প্রতিষ্ঠার জন্য মহারাণী স্বর্ণময়ী সমস্ত ব্যয় ভার বহন করিবেন।

৬। বিলাতে ১০ লক্ষ লোক কোনও ধর্ম্মের ধার ধরেন না, অথচ বিলাত সভ্যতম দেশ!

৭। জাপানে সের ও মণ দরে পোষাক-বিক্রয় হয়। যে পোষাক যত ভারী, তাহার দামও তত বেশী।

৮। বিলাতের কমন্স সভার সভ্য শ্রেণীতে ১০ জন সংবাদপত্র সম্পাদক, ৬ জন প্রিণ্টার, ৪ জন দরজি, ৩ জন ষ্টেসনার, ২ জন কসাই, ৩ জন হোটেলওয়ালা, ৬ জন কৃষক, ১ জন কয়লার সওদাগর এবং ১ জন গাড়ীওয়ালা আছেন।

৯। এক অদ্ভুত পরিবার আবিষ্কৃত হইয়াছে ও সেই পরিবারের কর্ত্তা পুরস্কার পাইয়াছেন। কর্ত্তা মরিসন, উচ্চে ৪হস্ত দেড় অঙ্গুলি, ওজনে ২ মণ ২৫ সের। গৃহিণী উচ্চে অবিকল কর্ত্তার মত, কেবল ওজনে বেশী-৩ মণ ১৩ সের। বড় ছেলে টমাস উচ্চে ৪ হাত সাড়ে চারি অঙ্গুলি, ওজনে ৩ মণ ২৩ সের। মধ্যম পুত্র জেমস উচ্চে ৪ হাত ছয় অঙ্গুলি, ওজনে ২ মণ আড়াই সের। তৃতীয় পুত্র জন উচ্চে প্রায় ৫হস্ত, ওজনে ৩ মণ ৩৩ সের। আর সকলের ছোট মেয়েটীর বয়স ১৪ বৎসর, উচ্চে সওয়া চারি হাত।

১০। সম্প্রতি কাশ্মীরের রাজমাতার মৃত্যু হইয়াছে।

১১। ফ্রান্সের সভাপতি কার্ণোকে এক দুর্বৃত্ত হত্যা করিয়াছে।

১২। পৃথিবীতে পূর্ব্বে যত মাংসের প্রয়োজন হইত, এখন শতকরা তাহার ৫৭ গুণ বাড়িয়াছে।

১৩। সমস্ত পৃথিবীতে যত ধন আছে, ইংলণ্ডের এক হাজার ব্যক্তি তাহার অর্দ্ধেকের অধিকারী।

১৪। মান্দ্রাজের টাউনহলে স্থাপিত মহারাণীর মূর্ত্তি এক বৈষ্ণব চন্দনে চর্চ্চিত করিয়া পূজা করিয়াছে। ধন্য রাজভক্তি!

১৫। মৃত-পত্নীর ভগিনীকে বিবাহ করিবার বিলখানি লর্ড হাউসে পাস হইল না।

১৬। মার্কিনের নিউগ্রানেডায় এক প্রকার বৃক্ষ আছে, তাহার ত্বকের রসে

ভান কালি তৈয়ার হয়। এই কালি প্রথমে দেখিতে অল্প লালাভ, কিছুক্ষণ পরে কিন্তু ঘোর কাল হইয়া দাঁড়ায়। তৈয়ারি কালির লেখা অন্য দ্রব্যগুণে নষ্ট বা ফেঁকাসে হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু এই রসের কালি সেরূপ হয় না।

বামারচনা।

বিদেশে।

আমার মেঘের ছায়া—ঘন আঁধারে,
এসেছি এ কোন্ দেশে, চিনিনে কারে!
আপনার জন যারা,
কেউ হেথা নাই তারা,
ভিজিল না তপ্ত বক্ষ করুণা-ধারে,
কে জানে এসেছি কোথা, চিনিনে কারে!

এ বিদেশে পর আমি, তাহে অবেলা,
বসে আছি এক পাশে, হয়ে একেলা;
এদেশে তমাল শাখে,
কলকণ্ঠ নাহি ডাকে,
না সাজায় দিগঙ্গনা বাসন্তী মেলা!
এখানে নরের হিয়া,
রহিয়াছে শুকাইয়া,
তাহারা কেবলি খেলে নিঠুর খেলা—
পদাঘাতে দীন হৃদি ভাঙ্গিয়া ফেলা!

আমার সে "স্নেহভূমি" কতই দূরে—
যেখানে বাঁশরী বাজে মোহিনী সুরে!
যেখানে বিকাল বেলা,
নিঝরিণী খেলে খেলা,
সুরভি সমীর টুকু বেড়ায় ঘুরে!
যেখানে শ্যামল গাছে
চাঁপা ফুল ফুটে আছে,
সবে সবা ভালবাসে পরাণ পুরে,
আমার সে ঘর বাড়ী কতই দূরে?

যদি মোর স্নেহভূমি "দু'হাত" ধরা,
তবুও সে রোগ শোক যাতনা-হরা!
তবু তাহে স্নেহ প্রীতি,
তবু তাহে সুখস্মৃতি,
তবু তাহে রাশি রাশি আদর ভরা!
সেথা যে বিহগকুল,
তরু, লতা, ফল, ফুল,
আমারি আমারি তারা "নিজস্ব" করা!
হো'ক না সে স্নেহভূমি "ত্রিপাদ ধরা"!

একেলা রয়েছি আজ পরের দেশে,
সেই সব মনে মনে জাগিছে এসে!
শুনিতে স্নেহের ভাষ,
মরমে অতৃপ্ত আশ!
অন্ধ আঁখি, রুদ্ধ শ্বাস, কি হবে শেষে?
কে জানে বিধির লেখা,
হবে কি না হবে দেখা,
কোন্ স্রোতে কোন্ খানে যাইব ভেসে!
কৃতান্ত বা দেন দেখা "সুহৃদ" বেশে!

শ্রী কাব্যকুসুমাঞ্জলি রচয়িত্রী।

বাসনা।

একত্র রহিব নাহি পরশিব,
অবাক্ হইয়ে সে মুখ হেরিব,
করিব তাঁহার সাধনা;
প্রেম ভক্তি দিয়া পূজিব সে হিয়া,
তাঁহার চরণে হৃদয় সঁপিয়া
করিব সে ছবি ধারণা।
তাঁহার জীবনে জীবন ঢালিয়া
তাঁর সুখ দুঃখে হাসি অশ্রু দিয়া,
করিব সে নাম জপনা;
তাঁহারি তরেতে এ সুখ যৌবন,
তাঁহারি তরেতে জীবন মরণ,
তাঁহারি চরণ বাসনা;
তাঁর প্রেমগান গাহিয়া গাহিয়া,
যাইব হরষে অনন্তে মিলিয়া,
তাঁহারি চরণ কামনা।

শ্রীমতী প্রিয়বালা রায়
কাটিহার।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৫৬ সংখ্যা | ভাদ্র ১৩০১—সেপ্টেম্বর ১৮৯৪। | ৫ম কল্প। ৩য় ভাগ।

বামাবোধিনীর একত্রিংশ জন্মোৎসব।

মঙ্গলবিধাতা পরমেশ্বরের কৃপায় বামাবোধিনী ৩১ বৎসর পূর্ণ করিয়া ৩২ বর্ষে পদার্পণ করিল। এই বর্ষ বৃদ্ধির জন্য আমরা সেই দেব-দেবের চরণে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রণত হই। তিনি তাঁহার এই ক্ষুদ্র সেবিকার মস্তকে শুভাশীষ বর্ষণ করুন—ইহার সকল আপদের শান্তি হউক এবং তাঁহার সেবায় বয়োবৃদ্ধির সহিত ইহার অনুরাগ ও শক্তি বর্দ্ধিত হউক। বামাবোধিনীর গ্রাহক গ্রাহিকা পাঠক পাঠিকা এবং সহানুভূতিকারী ও হিতৈষী সকল শ্রেণীর ভাই ভগিনী-দিগকেও আজি সাদরে ও কৃতজ্ঞ হৃদয়ে অভিবাদন করিতেছি, তাঁহারা এই পত্রিকাকে প্রসন্নচক্ষে দর্শন করিয়া ইহার শুভোন্নতির সহায়তা করুন।

দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশে দুর্ভাগিনী রমণী-দিগের হিতসাধন উদ্দেশ্য করিয়া এই ক্ষুদ্র পত্রিকা যে শতাব্দীর প্রায় তৃতীয়াংশ কাল জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইল, ইহা সামান্য সৌভাগ্য ও আনন্দের কথা নহে। বামাবোধিনীর এই দীর্ঘ জীবন নারীজাতির প্রতি দেশস্থ সাধারণের স্নেহের নিদর্শন। বামাবোধিনীর জন্ম সময়ে এদেশের রমণীগণের যে অবস্থা ছিল, আজি তাহার কত শুভকর পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা ভাবিলে হৃদয় আনন্দে পরিপ্লুত হয়। যে স্ত্রীলোক-গণের বিদ্যাশিক্ষা হওয়া উচিত কি না, এই তর্ক লইয়া আমরা পত্রিকার অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম, আজি সেই স্ত্রীলোকগণ সুশিক্ষিতা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধিতে ভূষিতা! তাঁহাদিগের মধ্যে কত শিক্ষয়িত্রী, কত কবি, কত গ্র[illegible]ত্রী,

কত চিকিৎসাপারদর্শিনী ও কত নরসেবা-ব্রতে দীক্ষিতা রমণীর অভ্যুদয় হইতেছে! বঙ্গনারীগণ আর এখন মৃৎ-পিণ্ডরূপে হেয় নহেন এবং দাসীর ন্যায় পুরুষের কৃপাপাত্রী নহেন। নারীর মর্য্যাদা ও সম্মাননা জনসমাজে সমধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং পুরুষের সহিত জ্ঞান, ধর্ম্ম, ভোগ ও মোক্ষে তাঁহার সমান অধিকার ক্রমশঃ তাহা স্বীকৃত হইতেছে। স্ত্রীজাতির অশেষ দুঃখ ও দুর্গতির কারণ বাল্য বিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি সামাজিক কুপ্রথা সকল কেমন ক্রমে ক্রমে নিঃশব্দে তিরোহিত হইতেছে। আমরা আশা করিতেছি স্ত্রীজাতির জ্ঞান, ধর্ম্ম ও কৃতিত্ব যে পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবে, সেই পরিমাণে তাঁহারা উচ্চহইতে উচ্চতর অধিকার লাভ করিবেন এবং সমাজের উৎকৃষ্টতর অর্দ্ধাঙ্গরূপে পরিগণিত ও পূজিত হইবেন।

গত ৩১ বর্ষের মধ্যে বেগবান্ পরিবর্ত্তনের স্রোতে পড়িয়া স্ত্রীজাতির সকল বিষয়ে কেবলই উন্নতি হইয়াছে, কোনও বিষয়ে অবনতি হয় নাই, একথা আমরা বলি না। মানব সংসারে অবিমিশ্র সুখ সৌভাগ্য কোথায় আছে? বিশেষতঃ পরিবর্ত্তনের যুগে তাহার আশা করা দুরাশা মাত্র। বঙ্গনারীদিগের আংশিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আংশিক অবনতি লক্ষিত হইতেছে। প্রাচীনাদিগের ধর্ম্ম-নিষ্ঠা, বিনয় ও লজ্জাশীলতা, সরলতা ও স্বার্থত্যাগ, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও কর্ম্মঠতা এবং সর্ব্বোপরি গুরুভক্তি ও পরিজনের সেবায় আত্মবিসর্জন এ সকল গুণের কতক অপচয় দৃষ্ট হয়। কিন্তু আমরা আশা করি এ ক্ষতি সাময়িক মাত্র এবং সুবুদ্ধি নব্যাগণ আংশিক উন্নতিতে কখন সন্তুষ্টা হইয়া থাকিবেন না। তাঁহারা জ্ঞানের আলোকে আপনাদের অবস্থা প্রকৃতরূপে বুঝিতে পারিবেন এবং আপনাদিগের সর্ব্বাঙ্গ উন্নতি সাধনে সমর্থা হইবেন। ভগ্ন প্রাচীন ঘর ভাঙ্গিতেছে, কিন্তু তাহার উপর যে গৃহ নির্ম্মিত হইবে, বিধাতার কৃপায় তাহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

দান—(১) সিন্ধু দেশের মুসলমানদিগের উচ্চশিক্ষার সাহায্যার্থ খয়েরপুর ষ্টেটের মীরফয়েজ মহম্মদ খাঁ ৩০, ত্রিশ হাজার টাকা দিয়াছেন। এই টাকা হইতে ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা হইবে।

(২) কয়লার খনির দুঃস্থ লোকদিগের সাহায্যার্থ অধ্যাপক টিণ্ডালের পত্নী ৫০ এবং স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বরী ৫০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় হাজার টাকা করিয়া দান করিয়াছেন।

জলে ডোবার আশ্চর্য্য চিকিৎসা—সঞ্জীবনী লিখিয়াছেন জলে ডুবিয়া সংজ্ঞাহীন হইলে রোগীর জিব টানিয়া বাহির করিলেই আরোগ্য হয়, সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার লেবোর্ড এই নূতন প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন। হাতে পরিষ্কার নেকড়া জড়াইয়া জিব টানিয়া বাহির করিলে উদরস্থ জল সমুদয় বাহির হইয়া যাইবে এবং রোগী ক্রমে শ্বাস প্রশ্বাস ফেলিয়া আরোগ্য লাভ করিবে।

কালা ও বোবার মহাসভা—গত ২৫ এ জুলাই ইংলণ্ডে কালা ও বোবা ধর্ম্মপ্রচারকদিগের এক বিরাট সভা হইয়াছিল এবং আমেরিকা ও ইউরোপের নানা স্থান হইতে প্রতিনিধিগণ আসিয়া তাহাতে উপস্থিত হন। ইহাঁরা ৩ দিন নীরবে কেবল অঙ্গুলি সঙ্কেত দ্বারা কথোপকথন করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিয়াছেন।

ভারত গবর্ণমেণ্টের ঋণ—এই ঋণের পরিমাণ প্রায় ১০৫৷ কোটী টাকা, ইহার জন্য রাজকোষ হইতে প্রভূত সুদ দিতে হয়। গবর্ণমেণ্ট সুদের হার কমাইবার ব্যবস্থা করিয়া সুবুদ্ধির কার্য্য করিয়াছেন। কিন্তু যে সকল স্থায়ী দাতব্য ফণ্ড এই সুদে চলিতেছে, তাহার আয় কমিয়া অনুষ্ঠাতাদিগের অভীষ্ট কার্য্যের ব্যাঘাত না হয়, সে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

বিবী বেসাণ্টের পুনরাগমন—বিবী বেসাণ্ট অষ্ট্রেলিয়া দর্শন করিয়া আগামী নবেম্বর মাসে পুনরায় ভারতে পদার্পণ করিবেন।

রাণী হাটাসুর সিংহাসন—রাণী হাটাসু খৃষ্টের জন্মের ২৬০০ এবং মুসার জন্মের ২৯ বৎসর পূর্ব্বে মিসরে রাজত্ব করেন। তাহার সিংহাসনের পদগুলি স্বর্ণমণ্ডিত এবং পৃষ্ঠদেশ রৌপ্যখচিত। ইহা অত্যন্ত জীর্ণ হইলেও ব্রিটিষ মিউসিয়মে সম্প্রতি সমাদরে স্থাপিত হইয়াছে।

নব-রাজ কুমার—ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রপৌত্র ও ভারতের ভাবী সম্রাট ইতিমধ্যে অনেক সম্ভ্রান্ত লোকের দর্শন ও দর্শনী লাভ করিতেছেন। মহারাণী স্বয়ং তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন পূর্ব্বক শুভাশীষ দান করিয়া কত সুখ অনুভব করিয়াছেন, তাহার সুখে আমরা সুখী। রাজপুরী আনন্দপূর্ণ, দলে দলে সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ লোকেরা আসিয়া ধাত্রী ক্রোড়স্থ রাজশিশু দর্শনে আনন্দ প্রকাশ করিয়া যাইতেছে। চিরংজীব রাজপুত্রঃ।

মহতের মৃত্যুৎসব—মৃত ফরাসী প্রেসিডেণ্ট কার্ণোর সমাধিযাত্রা দর্শনে কিরূপ লোক সমাগম হইয়াছিল, ইহাতেই বুঝাযায়—এক ব্যক্তি ২৫ হাজার টাকা দিয়া রাস্তার ধারে ৭টী জানালা ভাড়া লইয়াছিল, তথায় দর্শকদিগের দেখিবার সুবিধা হইবে বলিয়া। সে ব্যক্তি অন্ততঃ দ্বিগুণ টাকা লাভ করিয়াছে।

বৃহৎ পরিবার—ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লান্সডাউনের শাশুড়ী ঠাকুরাণীর ৮২

জন্মোৎসব হইয়াছে। ইহার পুত্র পৌত্রাদির সংখ্যা ১০১ জন।

বাঙ্গালী বীর—বাবু সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস কলিকাতার ইটালিনিবাসী। তিনি স্পেন হইতে যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করিয়া ব্রেজিলের স্বাধীনতা সাধনের সহায়তা করিতে যান। তথায় এক সেনাধ্যক্ষের পদাভিষিক্ত হইয়া বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দেন। ইনি জীবিত আছেন এবং আরও গৌরবের কার্য্য করিয়া স্বদেশের মুখোজ্জল করিতে পারিবেন। আমরা জগদীশ্বরের নিকট ইহাঁর দীর্ঘ জীবনের প্রার্থনা করি।

মাতৃভক্তি ও মাতৃ-উপাসনায় সন্তানের মুক্তি।

"যদ্গর্ভে জায়তে লোকো যস্যাঃ স্নেহেন জীবতি।
সা সাক্ষাদীশ্বরী মাতা কোঽস্তি মাতৃসমো গুরুঃ॥"

ভগবদ্ভক্তি ও ভগবদুপাসনায় মানব মুক্তি লাভ করিয়া থাকে, এ কথা অনেকে জানেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু ভগবানের প্রতিকৃতিরূপা, সন্তানের সাক্ষাতে সাক্ষাৎ ঈশ্বরী মাতৃদেবীর প্রতি ভক্তি ও উপাসনায় সন্তান যে মোক্ষলাভের অধিকারী হয়, সে কথা বোধ হয় আজিকার দিনে অনেকেই বুঝিতে পারেন না।—তাহা পারিলে, মাতৃভক্তির খনি, আর্য্যভূমি ভারতবর্ষ আজি ভক্তিহীন সন্তানদিগের জন্য মরুভূমিপ্রায় হইত না! তাহা হইলে মাতৃভক্তি অবহেলা করিয়া ভ্রান্ত মানব মনুষ্যত্বের উচ্চ সীমায় উঠিতে চাহিত না! তাহা হইতে ভারতলক্ষ্মীও ভারতকে অভিশাপ দিয়া অতল জলে ডুবিতেন না! যে দেশে সন্তানের হৃদয়ে মাতৃভক্তি আছে, সে দেশে স্বর্গের চিত্র আছে।—যে মানব প্রকৃত মুক্তির আকাঙ্ক্ষী, সে আগে মাতৃভক্ত হউক; সে যাহা চাহে তাহাই পাইবে।

মা সন্তানের প্রত্যক্ষ দেবতা। মর জগতে যে সকল মহত্ত্ব—যে সকল দেবত্ব দুষ্প্রাপ্য, বহু সাধনা-ফলে কোনও মানব যাহাতে কচিৎ সিদ্ধি লাভ করিয়া "নরদেবতা" আখ্যা পাইয়া থাকে, সেই অপার্থিব মহত্ত্ব, সেই অলৌকিক দেবত্ব, সংসারে মাতৃহৃদয়ে ও মাতৃচরিত্রে মিলে! মানবশিশু যে রকম জড় ও চেতনের মধ্যবর্ত্তী হইয়া জগতে আইসে, তাহাতে মাতার ন্যায় অটল স্নেহময়ী, মাতার ন্যায় সহিষ্ণু, মাতার ন্যায় আত্মবিস্মৃতা ও আত্মত্যাগিনী দেবীকে জনয়িত্রী রূপে না পাইলে সে অসহায়ের জীবনধারণ বা মনুষ্যত্বলাভ অসম্ভব হইয়া উঠে। এই অনর্থ নিবারণের জন্য ভগবতী বিশ্বজননী নিজের আদর্শে মাতৃ-হৃদয় গঠন করেন। তাই

মাতৃমূর্ত্তি অভয়া, অপরাজিতা ও সর্ব্বংসহা মূর্ত্তি! এ জগতে এমন ক্লেশকর, এমন আয়াসসাধ্য কি কাজ আছে যে সন্তানের দুঃখ দূর করিবার জন্য, সন্তানের মঙ্গল-সাধনের জন্য মা তাহা করিতে বিমুখী হইয়াছেন? চন্দ্র সূর্য্য নিবিয়া যাইতে পারে, গ্রহ উপগ্রহ খসিয়া পড়িতে পারে, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণশক্তিও বিলুপ্ত হইতে পারে—কারণ এসকল বিপ্লবে বিশ্বসৃষ্টি রক্ষা করিতে সৃষ্টিকর্ত্তা স্বতন্ত্র উপায় বিধান করিবেন, কিন্তু ভগবানের প্রেমশক্তিরূপিণী জননীদেবী কোনও দিন সন্তানের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গলানুষ্ঠানে বিরতা হইতে পারিবেন না—তাহা পারিলে বিশ্ব জগৎ ধ্বংস হইবে, সর্ব্ব-শক্তিমান্ ভগবান্ সে দিন "নিরুপায়" হইবেন!

এ জগতে ভ্রাতা ভগিনী, স্বামী স্ত্রী, পুত্র কন্যা প্রভৃতি সকলেই মানবের বিশেষ আত্মীয়, সকলেই স্নেহ, প্রীতি ও ভক্তি দিয়া থাকেন; কিন্তু মায়ের মত আপনা ভুলিয়া ভালবাসা ঢালিতে, মায়ের মত মর্ত্ত্যলোকের অতীত স্নেহ বিলাইতে, মায়ের মত ভাল বাসিয়া আত্মবিসর্জ্জন করিতে, জগতে আর কাহার সাধ্য আছে? মায়ের মত সন্তানের উদর পূর্ণ হইলে নিজে শত উপবাসেও তৃপ্তা থাকিতে, মায়ের মত সন্তানের সুখে নিজের সকল দুঃখ উপেক্ষা করিতে, মায়ের মত সন্তানের উন্নতিতে নিজের সকল অভাব ভুলিতে, জগতে আর কাহার সাধ্য আছে? মায়ের মত বিপদ-মগ্ন সন্তানের উদ্ধার-কামনায়, বুক চিরিয়া রক্তধারায় দেব-পূজা করিতে, রোগকাতর প্রাণের সন্তানকে যমগ্রাস হইতে কাড়িয়া আনিতে, জগতে আর কাহার সাধ্য আছে? মায়ের স্থান অধিকার করিতে পারে, এমন কে কোথায় আছে?—জগতে এমনও দেখা যায়, সন্তানের গুরুতর দোষে পিতা তাহার উপরে বীত-স্নেহ হইয়াছেন; এমনও দেখা যায় সংসার-চক্র-নিপীড়িত ভ্রাতা ভগিনী-দিগের ভ্রাতৃপ্রেম বা ভগ্নী-স্নেহ-বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িয়াছে; এমনও দেখা যায় যে স্বার্থপরতাতেই হউক বা আর যাহাতেই হউক, স্বামী স্ত্রীর হৃদয় বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, এমনও দেখা যায় প্রাপ্ত বয়সে পুত্র কন্যা, ধন মান, বিদ্যা বুদ্ধি, সুখ সম্পদের মোহে পড়িয়া জীবনের দেবতা মাতা পিতাকে বিস্মৃতি-স্রোতে ভাসাইয়া দিয়াছে! কিন্তু মানবের এমন কোনও অবস্থা নাই, মানব-জগতে এমন কোনও অপরাধ নাই যে তাহা দ্বারা মাতৃ-স্নেহ পরাস্ত হইতে পারে—বা মাতৃ-হৃদয় বিচলিত হইতে পারে! আর্য্যদিগের জাতীয় ইতিহাস অথবা মহাকাব্য মহাভারত গ্রন্থে বর্ণিত আছে, ধর্ম্মপ্রাণা গান্ধারীদেবী অধার্ম্মিক পুত্রকে "যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ" আশী-র্ব্বাদ করিয়া বিপক্ষের জয় কামনা করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধাবসানে

পুত্রগণ নিহত হইয়াছে দেখিয়া সেই গান্ধারীদেবীই বালিকার মত আকুল প্রাণে কাঁদিয়াছিলেন! "নরাধম সন্তান" বলিয়াও মাতৃ-স্নেহ বাধা মানিল না! আমাদের দেশে জনৈক কৃতঘ্ন সন্তান মাতার সহিত নিতান্ত পাশবাচরণ করিত, অধিক কি মা যাহাতে "জব্দ" হন, আনন্দের সহিত সেইরূপ কাজ করিত; কিন্তু সহসা সে দারুণ রোগে পড়িলে, মাতাই প্রাণপণে তাহার শুশ্রূষা করিয়াছেন এবং জগদীশ্বরের চরণে আকুল প্রাণে প্রার্থনা করিয়াছেন,—"ঠাকুর! আমার বাছা রাগের মাথায় আমার উপর অন্যায় ব্যবহার করিয়াছে, তুমি সেজন্য অপরাধ লইও না, আমার বাছাকে আরোগ্য কর।" এখানে কুসন্তান বলিয়াও মাতৃ-স্নেহ বাধা মানিল না।— মানিবে কেন? মাতৃ-স্নেহ অপরাজিত, মাতৃ-স্নেহ স্বর্গীয় পদার্থ! সূর্য্যের আলোক প্রতিভাত হইয়া চন্দ্রকে যেরূপ জ্যোতিষ্মান্ করে, বিশ্বজননীর প্রেমালোক প্রতিভাত হইয়া মাতৃহৃদয়কেও সেইরূপ প্রেমময় করে। তাই মাতৃহৃদয়ের উপমান পদার্থ জগতে মিলে না! ভগবতী বিশ্বজননীতেই উহার পূর্ণসত্তা বিদ্যমান। জ্ঞান ও কর্ম্মের সমবায়ে যেমন মনুষ্যত্বের পূর্ণতা, ভগবৎশক্তির নিম্ন স্তরে মাতৃ-শক্তি থাকাতে মানব-জগৎ প্রাণিজগতেরও সেইরূপ পূর্ণতা। মাতৃ-শক্তি জীবরক্ষার প্রধান সহায়; তাই ভগবানের ইচ্ছাক্রমে মাতৃহৃদয় দেবত্বে পূর্ণ। (ক্রমশঃ)

পুণ্য কীর্ত্তি।

একবার শিবপুর কোম্পানীর বাগানে কয়েকজন ইংরাজ পুরুষ রমণী ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহারা নানা স্থান দর্শন করিয়া এক লতামণ্ডপে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। হঠাৎ জঙ্গল হইতে একটা বিষধর সর্প ছুটিয়া আসিয়া একজন সাহেবের পা জড়াইয়া দংশন করিবার জন্য ফণা বিস্তার করিল। নিকটস্থ কোনও রমণী ইহা দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ সজোরে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা সর্পের মস্তক দৃঢ়ভাবে ধরিয়া টানিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন, সাহেব আশু মৃত্যু গ্রাস হইতে রক্ষা পাইলেন। সংবাদ পত্রে এই ইংরাজ মহিলার পুণ্যকাহিনী পাঠ করিয়া মনে মনে কত ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিলাম এবং এই কথাও মনে উদয় হইয়াছিল যে, এই ইংরাজ রমণী যেরূপ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, সাহস ও দয়াবৃত্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, এ দেশে এরূপ সাধু দৃষ্টান্ত অসম্ভব।

এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার যথেষ্ট কারণও আছে। একবার হরি-

দ্বারের মেলায় একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক গঙ্গাতে স্নান করিতে গিয়া অকস্মাৎ জলস্রোতে ভাসিয়া যায়। গঙ্গার উভয় তীর পরিপূর্ণ করিয়া লক্ষ লক্ষ হিন্দু সন্তান দণ্ডায়মান। যাঁহারা ধর্ম্মকে একমাত্র সার করিয়াছেন—এমন কি ধর্ম্মসাধনের অন্তরায় বলিয়া সংসার একবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন, ধর্ম্মের চিহ্নে যাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ সুশোভিত—সেইরূপ যোগী সন্ন্যাসী সাধু ভক্তগণই তীরভূমিতে শোভা বিস্তার করিতেছিলেন; কিন্তু সেই অসহায়া জলস্রোতে ভাসমানা হতভাগিনীকে উদ্ধার করিবার জন্য একটী হস্তও প্রসারিত হইল না। সেই সময় সেখানে সাহরণপুরের মাজিষ্ট্রেট সাহেব উপস্থিত ছিলেন। তিনি বৃদ্ধাকে নক্ষত্র বেগে ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া জলে ঝম্প প্রদান করিলেন এবং অনেক কষ্টে ভাঁটিতে বহু দূর গিয়া তাহাকে তীরে উঠাইলেন। লক্ষ লক্ষ স্বদেশীয় লোকের দ্বারা যে কার্য্য সম্পাদিত হইল না, একমাত্র সাহেবের দ্বারা তাহা হইল। এরূপ ঘটনা নিয়তই আমরা দেখিতে পাই। সেই জন্যই এদেশীয়দিগের সম্বন্ধে বিশেষ প্রত্যাশার চিহ্ন দেখা যায় না। কিন্তু শ্রীমতী কুমুদিনী ঘোষ সম্প্রতি যে সাধু দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সাধু কার্য্যের আদর্শস্থল শ্বেতদ্বীপ বাসিগণেরও অনুকরণীয়।

কুমারী কুমুদিনী ঘোষ ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের শিক্ষয়িত্রী। তিনি যখন নলহাটীতে অবস্থান করিতেছিলেন, তথায় একদিন একটী বালককে সঙ্গে করিয়া সুদূরে মাঠে ভ্রমণ করিতে যান। হঠাৎ একটা গোক্ষুর সর্প আসিয়া বালকের পদে দংশন করিল। কুমুদিনী তৎক্ষণাৎ স্বীয় বস্ত্রাঞ্চল ছিন্ন করিয়া ক্ষত স্থানের উর্দ্ধে দৃঢ় রূপে বন্ধন করিলেন এবং ক্ষত স্থানে মুখ দিয়া বিষ চুষিয়া ফেলিলেন। তৎপরে অবশাঙ্গ বালককে পৃষ্ঠে বহন করিয়া প্রায় এক মাইল দূরে বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন। বিষ চুষিয়া ফেলিয়া দেওয়ায় বালকের জীবন রক্ষা হইয়াছে।

সকলেই জানেন সর্পবিষ রক্তের সহিত মিশ্রিত না হইলে প্রাণনাশক হয় না। এমন কি যদি গলনালীতে ক্ষত না থাকে, তবে সর্পবিষ উদরস্থ করিলেও কোনও ক্ষতি হয় না। কিন্তু দাঁতের গোড়াতে যদি ঈষৎ ঘা থাকে এবং তাহাতে একটু বিষ লাগে, তবে আর রক্ষা নাই। এজন্য মুখে বিষ চুষিয়া ফেলা নিজের প্রাণহানিজনক কার্য্য। সুতরাং কুমারী কুমুদিনীর কার্য্যে একদিকে যেমন অসামান্য সৎসাহস ও উপস্থিত বুদ্ধি প্রকাশ পাইয়াছে, অপর দিকে নিজের প্রাণ হানি করিয়া অপরের জীবনরক্ষা রূপ অতুলনীয় ধর্ম্ম ভাবের চিহ্নও লক্ষিত হইয়াছে। বাঙ্গালী দ্বারা এরূপ আশ্চর্য্য কার্য্য সম্পাদন হওয়ার কথা ইতিপূর্ব্বে আর শ্রুতিগোচর হয় নাই। শ্রীমতী কুমুদিনী এই অসামান্য কার্য্য সম্পাদন করিয়া বঙ্গরমণীগণের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন।

বারমেসে।

(দ্বাদশ মাসিক কৃষি বিবরণ।)

ভাদ্র।

যদিও চাস আবাদে সম্বন্ধে কৃষকের বার মাসই কাজ আছে; কিন্তু বর্ষের মধ্যে দুইবার ঐ কার্য্য বাহুল্য রূপে করিতে হয়। একবার মাঘমাসে, ও এক বার ভাদ্র মাসে। যে সকল ভূমিতে গ্রীষ্ম কালে ফসল হয়, মাঘমাসে সেই সকল ভূমিতে চাস আরম্ভ করিতে হয়; এবং যে সকল ভূমিতে শীতকালের শস্য জন্মে, ভাদ্র মাসে তাহাদের চাস আরম্ভ করিতে হয়। যে সকল ভূমিতে আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে বপন বা রোপন করিতে হইবে, এই মাসে সেই সকল ভূমিতে সার দিতে হয়। জন্তুসার ও জল সকল ফসলেই ব্যবহার করা যাইতে পারে। ভাদ্র মাসে নিরন্তর বৃষ্টি হয়। ঐ সময়ে রেড়ির তৈল, পচা গোবর বা অন্যবিধ সার যাহা সংগ্রহ করা সুবিধা হয়, জমিতে দিয়া লাঙ্গল দ্বারা মাটী উলট পালট করিতে হয়। বৃষ্টির জলে ঐ সকল সার মাটীর সহিত মিলিত ও গলিত হইয়া ভূমিকে উর্ব্বরতা শক্তি প্রদান করে।

নারিকেল,—নারিকেল কেমন ফসল, আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সেই নারিকেলের চারা এই মাসে প্রস্তুত করিতে হয়। অতএব যাঁহাদের নারিকেলের চারা তৈয়ার করিবার প্রয়োজন আছে, তাঁহারা এখন হইতে তৎবিষয়ে প্রস্তুত হউন। ভাদ্র মাসের জল না পাইলে সম্পূর্ণ পরিপক্ক হয় না। ঐরূপ পরিপক্ক নারিকেল গাছে থাকিলে, তাহা শুষ্ক হইয়া সময়ে সময়ে আপনিই বৃক্ষ হইতে পতিত হয়। তাহাকে 'গলন নারিকেল" কহে। চারা করিবার জন্য এই গলন নারিকেল সংগ্রহ করিতে হয়। যে স্থানে রৌদ্র লাগে না, সর্ব্বদা ছায়া থাকে, তাদৃশ স্থানে কাদা করিয়া গলন নারিকেল সকল বোঁটার দিক্ উপরে রাখিয়া ঈষৎ হেলাইয়া অর্দ্ধপ্রোথিত বা আধ-পোতা করিতে হয় এবং মধ্যে মধ্যে সেই ভূমিতে ও নারিকেলের গায় জল দিতে হয়। কিছু দিন পরে বোঁটার এক পাশ দিয়া নারিকেলের চারার অঙ্কুর বাহির হয়। কিন্তু প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে খড়ের গোছাদ্বারা জলের ছিটা দিতে হইবে।

কপী—কপী একপ্রকার উৎকৃষ্ট শাক, শীত কালে জন্মিয়া থাকে, সকলেই ব্যবহার করেন। উহা ত্রিবিধ—বাঁধা, ফুল ও ওলকোপি। এই মাসে উহাদের চারা প্রস্তুত করিতে হয়। সসার মৃত্তিকার টব্ পূর্ণ করিয়া তাহাতে ঐ তিন প্রকার কপির বীজ বপন

করিতে হয়। ঐ সকল টব্ দিনমানে ঘরের মধ্যে এবং রাত্রিকালে বাহিরে রাখিতে হয়। উহাতে কোন মতে বৃষ্টিবারি না লাগিতে পারে, এরূপ ব্যবস্থা করা আবশ্যক। যে ভূমিতে এই সকল কপির চারা রোপণ করিতে হয়, তাহা দুই প্রকারে প্রস্তুত হইতে পারে। একপ্রকার এই, মাঘ মাসে শুষ্ক পুষ্করিণী, বিল, বা খালের তলভাগে যে মৃত্তিকা বা পলি পড়ে, তাহা তুলিয়া কপির জমিতে দিয়া আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত তাহাতে পুনঃ পুনঃ লাঙ্গল দিতে হয় এবং ঐ জমি এরূপ পরিষ্কার রাখিতে হয়, যেন তাহাতে একটা তৃণও না জন্মে। যিনি কপির চাস আবাদ করিবেন, তিনি যদি মাঘ মাসে ঐরূপে জমি তৈয়ার করিয়া না রাখিয়া থাকেন, তাঁহাকে এই ভাদ্র মাসে রেড়ির খৈল দিয়া জমি তৈয়ার করিতে হইবে। আশ্বিন, বা কার্ত্তিক মাসে ঐ জমিতে কপির চারা রোপণ করিবার পূর্ব্বে চারা সকলকে আর একটী স্বতন্ত্র স্থানে কিছু দিনের জন্য রোপণ করিতে হইবে। পরে ঐ স্থান হইতে তুলিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রস্তুতীকৃত ভূমিতে শ্রেণীবদ্ধরূপে রোপণ করিতে হইবে। কপি চাসের অন্যান্য কথা আমরা যথাকালে বলিব।

লাউ,—লাউবীজ ৩।৪ দিন হুঁকার জলে ভিজাইয়া রাখিয়া পরে শিথিল মৃত্তিকায় রোপণ করিবে। লাউবীজের আবরণ অতিশয় কঠিন, এজন্য একবারে মাটীতে পুঁতিলে উহার অঙ্কুর হইতে অনেক বিলম্ব হয়। হুঁকার জলে ঐ আবরণ কিয়ৎ পরিমাণে ছিন্ন হইয়া যায়, তাহাতে শীঘ্র অঙ্কুর হয়। যে স্থানে লাউবীজ রোপণ করা যায়, তথাকার মৃত্তিকা সর্ব্বদা সরস রাখিতে হইবে। যদি লাউগাছ উঠিবার জন্য মাচা বাঁধা না যায়, তাহা হইলে উহার লতা যতদূর লতাইয়া যাইবে, ততদূর পর্য্যন্ত জমী শস্য ও পরিষ্কার রাখিবে। লাউ গাছের গোড়ায় মাচধোয়া জল দিবে এবং উহা শুষ্ক হইলেই পুনঃ পুনঃ খুঁড়িয়া দিবে। খনা বলিয়াছেন,—

"উঠান ভরা লাউ শশা।
খনা বলে লক্ষ্মীর বাসা॥
লাউ গাছে মাছের জল।
ধোনো মাটীতে বাড়ে বাল।

কার্ত্তিকে আবাদ,—আশ্বিন কিম্বা কার্ত্তিক মাসে যে জমিতে আলু, কপি, মূলা ইত্যাদির আবাদ করিতে হইবে, এই মাসে সেই সকল ভূমিতে সার দিয়া পুনঃ পুনঃ লাঙ্গল দ্বারা চাস দিতে হয়। উপরি উক্ত ফসল সকলের রোপণের পূর্ব্বে ঐ সকল জমিতে ঘাস ও আগাছা না হয়, তৎপক্ষে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। ঘাস বা অন্য কোন আগাছা জন্মিতে দিলেই ভূমি তেজোহীন হইয়া যায়।

হলুদ ও আদা,—হলুদ ও আদার ভূমিতে শ্রাবণ মাসে দাঁড়া বাঁধিয়া দিতে হয়। যদি অতি বৃষ্টি বা অন্য কোন কারণে শ্রাবণ মাসে ঐ দুইটী ফসলের

দাঁড়া বাঁধা না হইয়া থাকে, তবে এই মাসে বাঁধিয়া দিবে। হলুদ ও আদা পুঁতিবার সময় সারিবন্দী করিয়া পুঁতিবার উপদেশ আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছি। ঐ শ্রেণীর উভয় পার্শ্ব হইতে কোদাইল দ্বারা মাটী উল্টাইয়া চারার গোড়ায় মাটী উচ্চ করিয়া দেওয়ার নাম "দাঁড়া বাঁধা।"

ওল,—ওল অতি উত্তম তরকারী। শুদ্ধ সুখাদ্য নহে, ধাতু বিশেষে বিশেষ উপকারী। যাঁহাদের অর্শ রোগ আছে, ওল তাঁহাদের পরম ঔষধ। কাঁচা ওল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারে কাটিয়া প্রত্যহ ২।৪ খানি খাইয়া ও নিয়মিতরূপে উহার তরকারী খাইয়া অনেকে অর্শ রোগের যাতনা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন, এরূপ শুনা যায়। ঐ ওল এই মাস হইতে খাইতে হয়। শ্রাবণেও উহা খাওয়া যায়; কিন্তু ভাদ্রীয় জল না পাইলে ওল সুস্বাদ হয় না এবং মুখ ধরে। যে স্থান হইতে ওল তোলা যায়, সেই গর্ত্তে ওলের সিকড় গুলি ও ছোট ছোট মুখী গুলি রাখিয়া এরূপে মাটী চাপা দিতে হয়, যেন তাহাতে জল প্রবেশ করিতে না পারে। ঐ শিকড় ও মুখী হইতে আগামী ভাদ্রে একটা বড় ওল জন্মিবে। মুখী পুঁতিবার সময় একটু গোবর দিলেও ওল বড় হয়।

বিরহিণী প্রকৃতি।

কাহাকে পাইবে ব'লে,
আশা পথ চেয়ে চেয়ে;
বিষাদে প্রকৃতি বালা,
রহিয়াছে দাঁড়াইয়ে;
তবু দেখা পাইল না তায়। ১

বিরহ নিদাঘ তাপ,
মরমের প্রতি স্তরে
পশিয়ে দহিল অই—
সুকোমলা প্রকৃতিরে,
সহেনা অবলা প্রাণে আর॥ ২

দিগন্ত নয়ন তার,
জলদ নয়নাসারে—
পূরিল হেরিল বিশ্ব
বেরিল, ঘোর আঁধারে—
বিরহের বিষাদ ছায়ায়। ৩

আর না পারিল বালা
চাপিয়া রাখিতে হিয়া,
শোকের অনন্তোচ্ছ্বাস—
উঠিতেছে উথলিয়া,
ছিন্ন ভিন্ন করিয়ে হৃদয়। ৪

প্রাবুট-জলদ-নীর
প্রকৃতির আঁখি ধারা;
ঝরিতেছে, পড়িতেছে,
ভাসিতেছে চারু ধরা,
ভাসিছে আপনি সেই ধারে। ৫